কিসলিয়াকফ

(রোমানফ)

494

অনুবাদকদ্বয়

শ্রীশিশির চন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীজয়ন্ত কুমার ভাদুড়ী

বরেন্দ্র লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

তিন টাকা আট আনা

প্রকাশক—শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৩

প্রিণ্টার—বি, এন, ঘোষ, আইডিয়াল প্রেস,
১২।১, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রাণতোষ ঘটক

প্রীতিভাজনেষু—

494

পাবলিক লাইব্রে

আষাঢ়
১৩৫৩
কলিকাতা

এই লেখকদের অন্যান্য বই—

গ্রেট হাঙ্গার (২য় সংস্করণ) ৩৷৷০

পাওয়ার অফ্ এ লাই ৩৷৷০

—যোয়ান বয়ার

বাহির বিশ্বে রবীন্দ্রনাথ ২৷৷০

জাগ্রত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া

শিশির সেনগুপ্ত

সূর্য্য তপস্যা

শ্রীশ্রীশ চন্দ্র সেনের

সামাজিক নাটক

"গ্রহমুক্তি"

বইটির মরালটোন্ বা নৈতিক সুরটি

প্রশংসনীয়

শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী

মাজু পাবলিক লাইব্রেরী
494
মাজু, হাওড়া

কিসলিয়াকফ

[স্যাডোভায়ায় আর্কাডি নেশনামকের বাসায় অক্টোবরের পয়লা তারিখে যে হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার রহস্য উদ্‌ঘাটনের সকল চেষ্টাই ব্যর্থতায় পরিণত হোল। কোন সিদ্ধান্ত করা গেল না, এ হত্যা না আত্মহত্যা।

আরাম কেদারার নীচে যে ককেশিয় ছোরাটি পড়ে ছিল, তার মালিক কেন্দ্রীয় যাদুঘরের একজন কর্মী। এই লোকটি ঐ বাসায় নিয়মিত অতিথি ছিল। সুতরাং ঐ লোকটিকে খুনী সন্দেহ করার অবকাশ ছিল না বলা চলে না। তারই উপস্থিতকালে মৃত্যু ঘটে এবং লোকটি শয়নকক্ষে প্রবেশ করার পরই একটা আর্ত চীৎকার শোনা গিয়েছিল ঘর থেকে।

খুন বলে সন্দেহ হলেও...লোকটির বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ দাঁড় করানো সম্ভব হয়নি।

এই ঘটনার ছ'সপ্তাহ আগে আগষ্ট মাসে যখন ঐ দুই পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ঘনিয়ে ওঠে তখনই যে সব ঘটনা ঘটেছিল তার মধ্যেই যে এই শোচনীয় পরিস্থিতির শিকড় ছিল এমন সন্দেহ করছিলেন কেউ কেউ। যে লোকটিকে সব থেকে সন্দেহ জনক মনে হয় তাকে বাদ দিলে বাকী আর সকলের অবস্থান ও ভংগী স্বচ্ছ ভাবে ধরা পড়ে। জেরার সময় যে সমস্ত চিঠিপত্র দাখিল করা হয়েছিল, তার মধ্যে দুটি লোকের সংগে মৃতার সম্পর্ক বিশেষ ভাবে জানা যায়। তা ভিন্ন মিলার নামে একজন বিদেশীও এই হত্যা রহস্যের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে।

অর্থাৎ মস্কোতে অনুষ্ঠিত এই বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যের আগের অংশগুলি অভিনীত হয়েছিল স্মোলনস্কে।

সংবাদ পত্রগুলি ঠিকই বলেছিল যে অপরাধ বিজ্ঞানের সীমানার বাইরেই এই হত্যারহস্যের মূল খুঁজতে হবে। চিঠিপত্রগুলি থেকেই মৃতার মানসিক অবস্থার কথা জানা যায়। আর বোঝা যায় সমগ্রভাবে শিক্ষিত শ্রেণীর মানসিকতা, যে মানসিকতা রুগ্ন, যার সত্বার কেন্দ্রভূমি কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে অনিবার্য মৃত্যু বীজাণু। সাম্প্রতিক সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় যেসব শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা কাজ করছে তাদের মধ্যেও এব ব্যতিক্রম নেই, এই অবধারিত সত্যই প্রমাণিত হয়েছে।

একখানি পত্রিকা নির্ভীক কণ্ঠে বলেচে—'রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থানকে চূড়ান্ত ভাবে পুনর্বিবেচনা করার দিন এসেছে বিদগ্ধ শ্রেণীর। সাম্যবাদী অগ্রগতির এই ঐতিহাসিক মূহূর্তে, শ্রেণী সংগ্রামের বর্দ্ধমান কটুতার মধ্যে মানুষকে হয় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে হবে আর নয়ত সহজ কথায় সরে দাড়াতে হবে।

তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে এই রহস্যজনক শোচনীয় ঘটনাটি অমীমাংসিতই রয়ে গেল।]

১

সে বছর আগষ্ট মাসেও গুমোট কমেনি। সকাল বেলায় নীলাভ রোদে মস্কোর গীর্জাশীর্ষগুলি ঝকমক করে। সকালের আলোয় ভিজে রাস্তাগুলি সূর্য কিরণ নিয়ে খেলা করে।

ষ্টেশনে ট্রেন এসে দাঁড়ালেই যাত্রীরা যে যার মাল পত্র নিয়ে বেরিয়ে আসে। যেন মনে হয় বাক্স থেকে পুতুলের শ্রেণী কলরব করে ছিটকে

পড়ছে। আজকাল পথে আর অভিজাত শ্রেণীর সংস্কারদীপ্ত চেহারা চোখে পড়ে না। লাল রুমাল আর লাল টুপি মাথায় নরনারী ট্রামের কাছে ভিড় করে, গাড়োয়ানের সংগে দরাদরি করে। রাজধানীর নানা পথের কোলাহলের মধ্যে এক সময় তারাও কোথায় হারিয়ে যায়।

কয়েক বৎসর অনুপস্থিতির পর লোকে মস্কোতে এসে এই কলরব মুখরতায় বিভ্রান্ত হতে বাধ্য হয়। ভারী বাসগুলি পথ থেকে পথে দানবের মত ছুটাছুটি করে। প্রচণ্ড ভিড় নিয়ে ট্রামগুলি ঝনঝন করে ছোটে। পথে যেতে যেতে শুনতে পাওয়া যায় নূতন গড়ে ওঠা বাড়ীর লোহালক্কড়ের কাজের কানফাটা আওয়াজ।

কি হোল কি? কোথায় জলের নল ফাটল বলত? দুপাশে চেয়ে আগন্তুক হয়ত হতাশায় চীৎকার করে ওঠে।

হয়ত কোন মিছিল চলেছে। ঝাণ্ডা হাতে যুবকেরা শোভাযাত্রা করছে। সমুখের সারির ছেলেগুলি যাচ্ছে গম্ভীর মুখে, পিছনে সারিতে সারিতে বিশৃংখলতা।

পথের নানা জায়গায় লাল ঝাণ্ডা ঝোলে। পথিক মাথা তুলে পড়ে—'শ্রমিক শ্রেণীর লৌহ কঠিন সংকল্পই সাম্যবাদের বনিয়াদ দৃঢ় করবে। আমাদের সংঘ থেকে সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে আমরা বরবাদ করবই।'

'হাঁ করে কি দেখছ। বাড়ী গিয়ে পড়ো অখন। এখন এগোও।' সামনের লোকগুলিকে বলে পিছনের পথিকেরা। কিন্তু তারাই আবার পথের মাঝে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে দেখে বিদেশ থেকে আনা বড় বড় মেসিন নিয়ে কারিগররা কি সব কাজ করছে।

পথের ধারেই বিরাট একটি বাড়ী নির্মিত হচ্ছে। নানা রকম আওয়াজের সংগে মিশে কানে আসছে মজুরদের বচসা ও শপথ।

একদল পায়োনীয়ার ড্রাম বাজিয়ে যাচ্ছে পথ দিয়ে। একজন গাড়োয়ান তাদের চেঁচিয়ে বললে—'তোমাদের কি মিছিল করা ছাড়া কাজ নেই। দেখছ না এখান দিয়ে যাবার পথ নেই।'

এ সহরের সব প্রান্তেই নূতন গড়ে ওঠার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। পথের পুরাণো পীচ তুলে ফেলে এ্যাসফ্যাল্টে হচ্ছে রাস্তা। রাজপথ প্রসারিত হচ্ছে, প্রশস্ত হচ্ছে। পার্কের চারিপাশে ফুলের বাগিচা তৈরী হচ্ছে নূতন করে।

মনে হচ্ছে যেন সহরের সব কিছুতে একটা নূতন প্রাণশক্তি জেগেছে। সে প্রাণ প্রাচুর্যের কলরবের নীচে পথ পার্শ্বের গীর্জার ঘণ্টাধ্বনি চাপা পড়ে যায়।

২

এই দুর্দম পরিবর্তনের মধ্যে একটি বাড়ী যেন সব কিছুকে না করে দাঁড়িয়ে আছে। এখানকার অগণ্য গম্বুজ আর শীর্ষদণ্ড গীর্জার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষকে।

রাজপথের এই গতিশীলতাকে দ্বন্দ যুদ্ধে আহ্বান করে এই বাড়ীর মন্থর দরজা খোলে বেলা দশটার সময়। ভদ্রবেশী প্রহরী সার্জি দরজা খুলে নাকের থেকে চশমা তুলে চোখে লাগায়। মেরুদণ্ড সোজা করে নিয়ে সে আকাশের দিকে তাকায়। রাস্তার একজন ঝাড়ুদারকে উদ্দেশ্য করে বললে—'কী চমৎকার দিন পাঠাচ্ছেন ঈশ্বর।'

লোকটি চারিপাশে তাকিয়ে বলে—'হ্যাঁ, আর ভালো কি হবে।'

এই বাড়ীটির অন্দর মহলের দীর্ঘ স্তম্ভ, দূর প্রসারিত প্রশস্ত সোপান শ্রেনী এবং সাদা প্রস্তর মূর্তির দিকে চাইলে দর্শকের মনে কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব আসে।

রঙীন কাঁচ বসান ছাতের কোন বাতায়ন থেকে স্তিমিত আলো এসে পড়ে মূর্তিগুলোর উপর।

সামান্য কাশির শব্দ দেয়ালে দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে। শব্দকারীর মনে কেমন অহেতুক অস্বস্তি বোধ হয়।

এই বাড়ীর শীতল পরিবেশে যেন অনন্ত কালের শান্তিকেই অক্ষয় করে রেখেছে।

এটিই কেন্দ্রীয় যাদুঘর।

দশটার পরেই এখানে কর্মীরা আসতে আরম্ভ করে। এই প্রাসাদের সংগে কি যেন একটা সাদৃশ্য আছে কর্মীদের। পথের কলরবের মধ্যে সাধারণ শ্রেনীর প্রাধান্য। এখানে কর্মীরা হলে প্রবেশ করেই আয়নার সামনে দাঁড়ায়। পুরুষেরা আসে টুপি নিয়ে ওভার কোট গায়ে দিযে। মহিলারা আসে সুচারু বেশে।

প্রহরী সার্জি প্রত্যেকটি কর্মীর প্রতি মনোযোগী। তাদের টুপি ওভার কোট খুলতে সে সাহায্য করে, মন্তব্য করে—'কি চমৎকার দিন আজ।'

এখানে কর্মীরা প্রচলিত নিয়মকেই মেনে নিয়ে চলে। হাত গুটান জামা পরে খোলা গলায় আসার কথা চিন্তা করাই তাদের কাছে আপরাধ বলে মনে হয়।

মাত্র কয়েকটি কমিউনিষ্ট যেন পথ থেকেই ছিটকে এসে এখানে ঢুকে পড়ল। তারাও কর্মী। তারা সোজা হলে ঢুকে সোপান অতিক্রম করে উপরে উঠে গেল।

বাকী সকলে এই কটি নূতন কর্মীকে লক্ষ্য করলে।

সাধারণতঃ এখানে কর্মীরা আসে সুস্থ মেজাজে, সুশীলতায়। সার্জিকে কেউ প্রশ্ন করে—'কাগজে কি খবর, সার্জি?'

প্রশ্নের মতই ব্যাঙ্গকণ্ঠে প্রহরী জবাব দেয়—'সবই ভেঙে গড়া হচ্ছে!'

এখানে পুরুষেরা নম্র কণ্ঠে মহিলাদের অভিবাদন করে, করচুম্বন করে শ্রদ্ধা জানায়। বিশেষ করে বয়স্কা মহিলাদের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। তরুণী কর্মীরা নয়, বয়স্কা মহিলা কর্মীরাই এখানকার প্রচলিত জীবন ধারাকে অব্যাহত রাখে। এখানে আলাপ আলোচনার প্রত্যেক মোড়ে কথা ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। 'দয়া করে যখন বলেছেন,' অথবা 'ভাই ওকে একটু বলে দাও না!'

এ প্রতিষ্ঠানের পরিচ্ছন্নতায়, স্বাধীনতায় এবং কর্মীদের শীলতায় সবচেয়ে বেশী গর্ববোধ করে সার্জি। সব কর্মীরা মাসের শেষে তাকে বকশীষ করে। যে যেমন বকশীষ দেয় তার প্রতি তত গভীর মনোযোগ তার। কিন্তু তার মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ ভিন্নতা সে দেখাতে দেয় না।

কিন্তু আজ এই সব কর্মীদের মধ্যে মেজাজের সুস্থতা নেই। আজ দ্রুতপায়ে সিঁড়ি অতিক্রম করে উপরে যাবার যেন তাগিদ নেই কারুর। ছোট ছোট দলে জমায়েৎ হয়ে তারা নীচু উত্তেজিত গলায় আলোচনা করছে।

বিশেষ ভাবে ক্রুদ্ধ হয়েছেন মারিয়া। তারই কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দীর্ঘাকৃতি অভিজাত চেহারায় প্রৌঢ় আঁদ্রে। তাকেই লক্ষ্য করে যেন সকলে নিজেদের অভিযোগ জানাচ্ছে।

মারিয়া বললেন—'এসবের অর্থ কি?'

আঁদ্রে জবাব দিলেন—'এ ত বহুদিন ধরেই সুরু হয়েছে। এই

জবরদস্তি। কিন্তু হিপোলিট কোথায়? সে হয়ত আরো বিস্তৃত সংবাদ দিতে পারবে।'

'সার্জি, হিপোলিট এসেছে?'

'না, এখনো আসেন নি।'

সেই মুহূর্তে সবাই শান্ত হয়ে গেল। দরজা দিয়ে ঢুকলেন ঘরে একজন দীর্ঘ লোক। তার পায়ে উঁচু বুট, গায়ে ডবলব্রেষ্ট জ্যাকেট আর নীল একসারসাইজ সার্ট। সুমার্জিত চেহারা, বয়স হবে পঁয়ত্রিশ। কপালের একদিকে একটি বুলেটের ক্ষত। সেই বুলেট তার একটি চোখকে নষ্ট করে দিয়েছে। সেখানে একটি কৃত্রিম চোখ। এই কৃত্রিম চোখটির ফলে সারা মুখে একটা কঠিন ব্যঞ্জনা এসেছে যা তার জীবন্ত চক্ষুর দৃষ্টিকেও আচ্ছন্ন করে রাখে।

লোকটি যখন পাপোষে পা ঘসতে লাগল ঘরের ভিতর একটা চাপা আবহাওয়া ঘনিয়ে উঠল। ধূসর রঙের টুপি প্রহরীর হাতে দিয়ে সে বললে 'সুপ্রভাত, কমরেড।'

'আশা করি সুস্থ আছেন?'

টুপি খুলে রাখতে রাখতে লোকটি একবার সমবেত কর্মীদের দিকে দৃষ্টিপাত করল। তারপর কেমন বিসদৃশ ভাবে মাথা নেড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আরম্ভ করল।

সেই লোকটির দিকে তাকিয়ে মারিয়া বলেলন—'পাঠাগারে একটা নোটিশ ঝুলছে দেখেছেন।'

'কি আছে তাতে?'

'কাল দিনস্থির হয়েছে?'

'তবে সুরু হয়ে গিয়েছে! আচ্ছা, তা হলে চলুন কাজে বসা যাক্। কিসলিয়াকভ হয়ত আজ আর আসছেনা।'

মহিলাদের সামনে রেখে পুরুষ কর্মীরা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

উপর তলায় এদের সামনে বিরাট হলের সারি। পাথরের মেঝে, ধনুকের মত বংকিম ছাত, দেওয়ালে অলংকার। হলগুলিতে বড় বড় হলুদরঙের বাকশ। কাঁচের আড়ালে দেখা যায় নানা বেশে নানা ধরণের মানুষের মোমমূর্তি। চোখে পড়ে জারদের প্রাচীন রথ— কিষাণদের ব্যবহারের বাসনপত্র। কোন কোন হলে পুরাতন সম্রাটদের আসবাব খানা। অভিজাত শ্রেনীর মহিলাদের নানা মূর্তি বিগত সম্ভ্রমের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একটি ঘরে পুরাতন রাশিয়ার ছবি সাজান। কালের অত্যাচারে সেগুলি কলংকিত। একটি ঘরে শুধু প্রাচীন পুস্তক আর পুঁথির গাদা। সে ঘরের আবহাওয়া যেন মানুষের শ্বাসযন্ত্রকে টিপে ধরে।

এই শেষ ঘরেই বিজ্ঞপ্তিটি টাঙানো রয়েছে। প্রথম দর্শনে লেখাগুলির মধ্যে এমন কোন বিশেষ অর্থ পাওয়া যায় না। তাতে জানানো হয়েছে যে যাদুঘরের প্রত্যেক কর্মীকে শুক্রবারের সভায় উপস্থিত হতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। নীচে স্বাক্ষর করেছে— আঁন্দ্রে পলুখিন, যাদুঘরের সর্বাধ্যক্ষ।

নূতন ভর্তি হওয়া সেনানীদের পক্ষে হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার আদেশ পাওয়ার মত সমান চকিত হয়ে কর্মীরা পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়া চায়ি করলে। ঘরের ধারেই নীল জামা পরা একজন নূতন লোক বসে আছে। তার কথা চিন্তা করে সবাই নৈঃশব্দ বজায় রাখলে। মহিলাদের চোখের ভ্রূতেই বীতরাগের লক্ষণটি বেশী করে পরিস্ফুট হোল। পুরুষেরা চেয়ে আছে চরম সমর্পনের ভাব নিয়ে যেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মতই।

শিক্ষিত শ্রেনীর প্রতিষ্ঠান হিসেবে এই যাদুঘরটি এতকাল সাম্প্রতিক বাস্তবতার তরংগ ভংগ থেকে নিরুপদ্রব ছিল। মাত্র এক মাস হোল এখানে এসেছেন একজন কমরেড ডিরেকটার। সেই সংগে মারিয়ার কথায় পথের লোকগুলো অর্থাৎ কমরেড কর্মীদের একটি দল এখানে কাজ করতে এসেছে।

কয়েকদিন আগে গুজব শোনা গিয়েছিল যে নূতন ডিরেকটার এখানকার কর্মীদের মধ্যেও শ্র'মক করণ ব্যবস্থা চালু করতে চান এবং সেই সূত্রে একটি সভাও তিনি আহ্বান করেছেন। ডিরেকটারের স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞপ্তি সেই গুজবকে সত্যে পরিণত করল।

কিসলিয়াকফের জন্য একখানি চিঠি নিয়ে এল সাজি। কেউই মুখ তুলে তার দিকে তাকাল না দেখে সাজি সেখানি কিসলিয়াকফের টেবিলের উপর রাখলে, তারপর খামের উপর বাঁকা হাতের লেখাগুলির দিকে চেয়ে মুখ বেঁকিয়ে চলে গেল।

'বন্ধুগণ, এনিয়ে আমাদের আন্দোলন করতেই হবে। কি করে ওরা এ নূতন ব্যবস্থা চালু করে তা আমরাও দেখে নেবো।'

৩

প্রাক্তন ইনজীনিয়র হিপোলিট কিসলিয়াকফ বর্তমানে এই যাদুঘরের কর্মী, যার সম্বন্ধে মারিয়া খোঁজ করছিলেন। সে সেদিন দু কারণে কাজে এল দেরী করে। প্রথম কারণ হোল স্ত্রীর সংগে কলহ। দ্বিতীয়তঃ ডাক্তারের কাছে শরীর পরীক্ষার রিপোর্ট নিতে গিয়ে সে শুনল তার শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী তচনচ হয়ে গিয়েছে। অন্ততঃ এগারটার মধ্যে কাজে পৌছবার জন্য কিসলিয়াকফ ছুটতে সুরু করেছিল।

পথের জনতা আর যানবাহনের চাপে যতবার তাকে থামতে হয়েছে দাঁতে দাঁত ঘসে সে আপন মনেই বিরক্তি জানিয়েছে। শরীর দিয়ে তখনই তার ঘাম ছুটছে। আসলে কিসলিয়াকফ দুর্বল চিত্তের মানুষ। সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়া তার স্বভাব।

পথের ধারে একজন অভিজাত মহিলাকে ভিক্ষা করতে দেখে কিস্‌লিয়াকফ তাকে কুড়িটি কোপেক দিল। নতমুখী মহিলাটি চোখ তুলে স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বললে—তোমাকে ধন্যবাদ।

শোনা মাত্রই কিসলিয়াকফের গলায় কি যেন আটকে গেল। অতি অল্প দেওয়ার জন্য তার নিজের উপরেই আক্রোশ হতে লাগল। যদি সে তাকে পুরো এক রুবল দিতে পারত মহিলাটি কত খুশী হত। ফিরে গিয়ে আরো কিছু দেবার জন্য ফেরার মুখেই কিসলিয়াকফ আর একটি ভিখারী দেখতে পেলে। কিছুদিন আগেও এরা ছিল অভিজাত- আজ এরা ভিক্ষুক। বিশেষ করে এই ভিখারীটিকে সে রোজই কিছু কিছু দেয়। কিন্তু আজ পকেট হাতড়ে কিসলিয়াকফ দেখলে যে মাত্র একটি রুবল আছে—খুচরা কিছুই নেই। সুতরাং প্রত্যাশী লোকটির দৃষ্টি এড়িয়ে সে পথের অপর প্রান্তে চলে গেল।

যাদুঘরের যত নিকটে এসে পড়ল সে, মনের ভিতর কেমন একটা অস্বস্তিকর ভয় আর অসহায়তা অনুভব করল কিসলিয়াকফ। বাজে দেরী করে আসার ফলে দরজার মুখে নীল জামা পরা নতুন মানুষটির সতর্ক দৃষ্টির কথা ভাবতেই মনের ভিতর সেই ভাবটা ঘনিয়ে এল।

প্রবেশ পথে ঢুকেই কিসলিয়াকফ গায়ের ওভার কোটটা খুলে ফেললে। বাইরের ছেঁড়া অংশটা ভিতর দিকে ঢুকিয়ে রাখলে। পথে আসার সময় তার কতবার মনে হয়েছে হয়ত পিছনের লোকগুলি তার জামার

ছিদ্র দেখে মনে মনে হাসছে আর ভাবছে—ঐ দেখ, শিক্ষিত শ্রেণীর একজন প্রতিনিধি চলেছেন।

আয়নার দিকে তাকিয়ে দ্রুত হাতে চুলগুলিকে বিন্যস্ত করে কিসলিয়াকফ সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। তার ঘরের সামনেই নীল জামা পরা লোকটি বসে আছে। সামনে দিয়ে যাবার সময় কিসলিয়াকফ মনোযোগী দ্রুততার অভিনয় করলে, যার অর্থ এই যে সে অনেকক্ষণ কাজে এসেছে, এই প্রাসাদের অন্য কোনও দপ্তরে কাজের জন্য গিয়েছিল।

কর্মব্যস্ত সহকর্মীরা মাথা তুলে দেখলে তার দিকে। এই সময় অস্বস্তিকর লোকটি কোথায় যেন উঠে গেল। কিসলিয়াকফ মারিয়ার হস্ত চুম্বন করলে, তিনি তার কপালে চুমু খেলেন। নিজে সে মধ্যবিত্ত সংসার থেকে এসেছে সুতরাং অভিজাত শ্রেণীর কোন নারী পুরুষের কাছে সমান সম্মান লাভ করতে পারলে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে কৃতজ্ঞতায়। যৌবনে যে রাজনৈতিক মতবাদকে সে সত্য বলে জানত, সত্যিকার পরিবর্তনের দিনে কেমন করে সে-দলকে পরিত্যাগ করে ও অভিজাতদের সংগে এসে জোট বাঁধল এ আজো কিসলিয়াকফের নিজের কাছে বিস্ময় হয়ে আছে।

'কিছু জানেন।' মারিয়া উৎসুক হয়ে বলেলন।

'না, কি ব্যাপার'?

বিজ্ঞপ্তির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মারিয়া তাকে শ্রমিক করণের বিস্তৃত পরিকল্পনার কথা জানালেন।

শান্তভাবে শুনল বটে সে কিন্তু কিসলিয়াকফ অনুভব করল যে তার মুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছে—তার হৃৎপিণ্ড দ্রুত কাজ করতে সুরু করেছে। আসন্ন আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে তার কাজের স্পৃহাও কমে

এল। কিন্তু কেন জানি না ভয় তার হোল না বরং কেমন একটা অহেতুক মুক্তির আনন্দ পেল সে।

টেবিলে বসে আগত চিঠিখানা সে দেখলে। খামের উপর বাঁকা করে লেখা ঠিকানা দেখেই সে বুঝলে যে তার বিশিষ্ট বন্ধু আর্কাডি তাকে লিখেছে। আর্কাডি স্মোলনস্কে প্রাণী তত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করার দরুণ দুই বন্ধুতে বহুদিন সাক্ষাৎ ঘটেনি।

খাম খোলার জন্য ছুরি খুঁজে না পাওয়ায় কোমর বন্ধনী থেকে কিসলিয়াকফ ককেশিয় ছোরাটি বার করে লেফাপা খুলে ফেললে।

আর্কাডি লিখেছে। পুরাতন বন্ধু অভিবাদন গ্রহণ করো। শুনলাম যে তুমি মস্কোতে থিতিয়ে বসেছ। হয় তুমি নিজের প্রতি বিশ্বাস হীনতা করেছ আর নয়ত তুমি বিবর্তিত হয়েছ মনে মনে। এ প্রশ্ন তোমায় আমি করতে চাই। কেন না, আমি জানি যে শিক্ষিত শ্রেণীর যে মানসিক ঋদ্ধি তা তোমাকে নিজের প্রত্যয়ের সীমানার বাইরে কোন কাজে আন্তরিকতার রস যোগান দিতে পারে না। আমি জানিতে চাই এখন কি করছ তুমি—তোমার পরিস্থিতি কি? তুমি আমাদের গোত্রেরই আছ না তোমার গোত্রান্তর ঘটেছে! এর জবাব তোমার মুখ থেকেই শুনতে চাই। কেননা অধ্যাপক হিসেবে অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় বিজ্ঞান কর্মী হিসেবে আমি শীঘ্রই মস্কোতে যাচ্ছি। আমার এক বিশেষ বন্ধু, তাকে আমরা বলি আংকেল মিশা, সেই আমাদের জন্য স্মাডোভায়ায় দুখানি ঘর ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

বস্তুতঃ আমার পক্ষেও দিন ভাল যাচ্ছে বলতে হবে। গবেষণা চালানোর জন্য এরা আমাকে প্রচুর সুযোগ দিচ্ছে—কিন্তু এইখানেই চিন্তার সততা এবং অনুভূতির স্বাতন্ত্রের প্রশ্ন উদ্যত হয়ে ওঠে। তোমার মন শান্তিতে কাজ করতে চায় না, যখন তুমি জান যে তোমার

বেঁচে থাকার পরিবেশ—যাক্, সাক্ষাতে সে সব আলোচনা করা যাবে। এই চিন্তায় আমি খুশী যে সেদিন তোমার সংগে আমি থাকব।

আর একটি তোমার পক্ষে অকল্পনীয় সংবাদ দিচ্ছি। আমার একটি তরুণী ভার্যা আছে। তুমি তাকে নিজে দেখবে। হয়ত তুমি বলবে যে চল্লিশ বৎসর বয়সে অমন একটি কিশোরী বধূকে গ্রহণ করা আমার পক্ষে যুক্তি সংগত হয়নি. কিন্তু তাকে দেখে তারপর আমাকে দোষ দিও বন্ধু।

চিঠিখানির এতদূর অবধি পড়ে হঠাৎ কিসলিয়াকফের কেমন ঈর্ষা হোল। তার ঘরে প্রৌঢ়া স্ত্রী আর লাজুক আর্কাডি কেমন একটি নবীনার মমতায় ভাগ্যবান হয়ে উঠেছে। অত বড় চরিত্রের মানুষ হয়েও যে আর্কাডি চিরকালই অসাধারণ।

বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীকে দেখার কৌতূহলে কিসলিয়াকফের পক্ষে বিলম্ব যেন অসহনীয় হয়ে উঠতে লাগল। আর্কাডির সংগে বন্ধুত্বের দাবীতে বন্ধুপ্রিয়ার প্রতি কেমন একটি স্নিগ্ধ আত্মীয়তা অনুভব করলে সে। তারা এসে পড়লে অনেক কিছুর মধ্যে, কিসলিয়াকফের বন্ধ্যা অর্থহীন সন্ধ্যাগুলি হয়ত নূতন আনন্দে মুখর হয়ে উঠতে পারবে।

চিঠি পড়া শেষ করে কিসলিয়াকফ।

আঁদ্রে এসে দাঁড়ালেন কাছে। 'কি রকম বুঝছ, বলত ?'

'এ আমি অনেকদিন থেকেই আশা করছি।'

'এতকাল যা উদ্দেশ্য মাত্র ছিল এখন তা কার্যকরী করার চেষ্টা করছে ওরা।'

'কি করব আমরা।' হাতের একটা অসহায় ভংগী করে কিসলিয়াকফ বললে।

আজ কিসলিয়াকফের বিরক্তির কারণ হোল যে আজ জন্মদিন

হিসেবে কটি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করার কথা বলে দিয়েছে এলিনা। আর দুদিনের মধ্যে এলিনা যাবে ভল্‌গার ধারে আত্মীয়ের বাড়ীতে বায়ু পরিবর্তনের জন্য। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে আবার সে যে শান্তি ও নির্জনতা ফিরে পাবে তার দিকে উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে তার মন। সেই ক'দিনে আবার সে নতুন করে ভেবে দেখবে জীবনের প্রকৃত অর্থ কি ?

কিন্তু মনের সেই আকুতির পরিবর্তে আবার সেই স্নায়ু উত্তেজনা ফিরে এল। আজকাল অতি সামান্য ঘটনাতেই সে স্নায়ুরোগে বিপর্যস্ত হয়।

কাজ সারা হলে সে মাইনে নিতে গেল। দুশো রুবল মাইনে আর আরো পঞ্চাশ রুবল পরিদর্শনের জন্য হাত খরচা। এই পঞ্চাশটি রুবল সে নিজের খরচের জন্য পৃথক করে রাখবে এলিনার অজ্ঞাতে। অতি হিসেবী স্ত্রীর কাছে প্রত্যেকটি পাই পয়সার হিসেব দিয়ে দিয়ে তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে আজকাল।

একদিন কি একটা দুর্বল মুহূর্তে স্ত্রীকে খুসী করার জন্য সে এই অতিরিক্ত পঞ্চাশটির কথাও তাকে বলে ফেলেছিল। নিজের এই বোকামীর জন্য নিজেকে সে একটু ভৎর্সনা করলে। ভগবান, যদি এলিনার না মনে থাকে !

কিউতে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই পুরাতন বিরক্তি এসে মনের মধ্যে ভিড় করল। এমনিভাবে দাঁড়াতে তার চিত্ত বিদ্রোহী হয়। তার মত সম্ভ্রমশীল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ যে, মাইনের জন্য নরশৃংখলের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে এ চিন্তায় মন কিছুতেই সায় দেয় না। নিজের পূর্বতন জীবনের সত্যকে অস্বীকার করে সে যে এই যাদুঘরে এসে আশ্রয় নিয়েছে তাতে নিজেকে দলত্যাগী বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক

জীবনের প্রত্যেকটি অসন্তোষের কারণ সেই নির্মম লজ্জাকেই উজ্জল আলোয় তুলে ধরে।

আঁন্দ্রে, গ্যালহফ এবং গুসেভকে সে এলিনার জন্মদিনে আমন্ত্রন করলে।

'কেন হে? স্ত্রীর বয়স বাড়ছে বলে সান্ত্বনা দিতে যেতে হবে নাকি? যাবো, যাবো! বৌকে নিয়ে যাব?

'নিশ্চয়—নিশ্চয়'—দ্রুতকণ্ঠে বলে কিসলিয়াকফ বাড়ীর দিকে পা ফেরালে।

৪

বুক চেপে ধরে ও যখন ফ্ল্যাটের উপরের চাতালে এসে থামল নিজের ঘর থেকে একটা চীৎকার ও শুনতে পেল। প্রথম চিন্তা যা ওর মনে এল সে এই যে হয়ত ওর ঘর থেকে ও বঞ্চিত হোল। সমস্ত গোলযোগের মধ্যে ও স্ত্রীর উচ্চকণ্ঠ পরিষ্কার শুনতে পায়। ওর নিজের ঘরটি বৃহৎ, তাই সকল প্রতিবেশী বাসিন্দারই অবিশ্রান্ত আক্রমনে ও বিধ্বস্ত।

যাই হোক গিয়ে ও দেখল যে গোলযোগের কারণ সামান্য। প্রাচীন ফ্যাশানের প্রফেসর পত্নীটি সাধারন স্নানের ঘরে তার দুটি কুকুরকে স্নান করিয়েছেন। পাতলা কাপড়ে ঢেকে তাদের ঘরে নিয়ে যাবার মুখে মহিলাটি ধরা পড়েছেন।

রাজমিস্ত্রীর বৌ চীৎকার করছিল—'যেখানে আমাদের ছেলেমেয়েদের স্নান করাই সেখানে কুকুরদের ধোয়াচ্ছ—নোংরা মেয়ে মানুষ।'

'ছেলেমেয়ে নিয়ে গোল্লায় যাও'—বুকের ভিতর কুকুরগুলিকে

চেপে ধরে রাগে ফুলতে ফুলতে প্রফেসর পত্নী কর্কশ চীৎকার করছেন।

খর্বাকৃতি সুডৌল এলিনা সর্বদাই গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকার দরুণ সাজের সময় পায় না। একটা বেগুনি সেমিজ পরে সেও দাঁড়িয়ে ছিল। হুংকার ছাড়ছিল সেও।

স্বামীকে দেখে তখুনি থেমে গিয়ে সে ঘরে ঢুকল।

স্ত্রীর পিছনে ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই স্ত্রী প্রশ্ন করে—'টাকা পেয়েছ'?

'হ্যাঁ পেয়েছি'—বিরক্তিকর একটা বোধের সংগে কিসলিয়াকফ জবাব দেয়। নিজের মনকে ও বোঝায়—এই দেখ ওর স্ত্রী প্রথম যা জিজ্ঞাসা করল সে ওর টাকার সম্বন্ধে। আর এবার সে সব টাকাগুলিই নিয়ে নেবে—শেষ কপেকটি অবধি। বুদ্ধি করে যদি ও পঞ্চাশটি রুবল আলদা করে না রাখত তবে স্ত্রীর বিদায়ের পর ওকে স্ত্রীর রেখে যাওয়া টাকা কয়টিতেই চালাতে হোত—শেষ কপেকটি অবধি গুনে গুনে।

স্বামীর প্রত্যুত্তরে নিজেকে শান্ত করে এলিনা বলে—মনের ঝাঁঝ হয়ত সামলাতে পারে না—'মানুষ কি রকম হয়ে গেছে ভাব দেখি। অমন চমৎকার স্বামী বিবাহ বিচ্ছেদ করে বসল। পুরুষটি আর কোনও প্রেমিকা জুটিয়েছে। স্ত্রী আড়াইশো রুবল দাবী করেছে আর স্বামী দেবে দেড়শ'। স্বামীর কোন কর্তব্যবোধ নেই। তবু ভাল যে ওদের ছেলেপুলে হয়নি।

অংগভংগির ফলে এলিনার গা থেকে সেমিজটি খুলে আসে। রাগে গরগর করতে করতে সেটিকে আটকাতে আটকাতে আবার বলে সে—'স্বামীর যত্ন করত না ও? আজকাল লোকে শুধু আত্মসুখ খোঁজে। যত সব হতভাগা।'

স্ত্রীর তপ্ততায় সহসা কিসলিয়াকফেরও রাগ হয়। এমনকি সেই

স্বামীটির প্রতি ঈর্ষা হতে থাকে। তবু ত সে বিবাহ বিচ্ছেদ করে একটি তরুণীকে বধূরূপে পেয়েছে।

মনে পড়ে এলিনা ওর চেয়ে পাঁচ বছরের বড়—দিব্যি মোটাসোটা বেঁটে গড়ন। সবুজ দড়ি দেওয়া বেগুনী সেমিজটি গায়ে দিয়ে হয়ত ভাবে যে এই সাজে তাকে মনোহর দেখায়। বিচ্ছিন্ন স্বামীটির প্রতি স্ত্রীর অত্যুগ্র আক্রমনে কিসলিয়াকফ নিজের প্রতি একটা ঘোরান আক্রমনের ভাব দেখতে পায়—যেন পুরুষ সাধারনের বিরুদ্ধেই ও কথা বলছে। যেন এলিনা নিশ্চিত যে যদিও চল্লিশের উপর ওর বয়স—ওর তনু কলেবর—তবু অশেষ আরাধনা আর অনুরাগ পাবার অধিকার সম্বন্ধে ও নিঃসংশয়।

যখনই কোন ঘটনা নিয়ে ওরা পরস্পরে আলোচনা করে—এই সব চিন্তা কিসলিয়াকফের মগজে আসা যাওয়া করে। যদি এর একাংশও ও প্রকাশ করে ফেলে ত ফল কি হ'বে তা ও জানে। একটা নাটক গড়ে উঠবে যা' পুরো এক সপ্তাহ ধরে চলবে। সেই কারণে এই সব চিন্তার প্রকাশকে ও ভবিষ্যতের কোন বিশেষ দিনের জন্য চেপে রাখছে—এমনি দিনের জন্য, যখন ক্ষুদ্র এই বৈচিত্র্যহীন জীবনের প্রতি ওর বিতৃষ্ণা শেষ সীমায় পৌছবে। কবে এবং কেমন করে যে সেদিন আসবে তা ও জানে না।

এলিনার খুড়ী কুকুর দুটিকে নিয়ে বাজার করে ফিরল। একটি বিষন্ন, গম্ভীর বুলডগ আর একটি চঞ্চল, কলরব মুখর ফক্স টেরীয়ার। খুড়ী দ্রুতবেগে পর্দার পিছনে চলে যায়। যখনই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে উত্তেজিত কোন আলোচনা চলে খুড়ী অদৃশ্য হয় পর্দার পিছনে।

খুড়ীর উপস্থিতিতে বোধ হয় এলিনার রাগ পড়ে। সে বলে—'টাকাটা দাও।'

পকেটে হাত দিয়ে ভুলক্রমে কিসলিয়াকক দু'শ রুবলের পরিবর্তে পঞ্চাশ রুবল বার করে ফেলে প্রায়।

'এই যে দু'শ'—ও বলে। কিন্তু সেই মুহূর্তে ও প্রমান পায় যে ওর স্ত্রীর কাছ থেকে কিছুই গোপন রাখবার জো নেই। কতবার ও চেষ্টা করে দেখেছে আর প্রতিবারই কি বিপত্তিতেই তা শেষ হয়েছে।

—'বাকী পঞ্চাশ'—

—'কিসের পঞ্চাশ'—

—'বাইরে যাওয়ার জন্য যে পঞ্চাশ পাবার কথা ছিল।'

—'ওঃ সেইগুলো! এই যে—আমি আলাদা করে রেখেছিলাম' —স্ত্রীর নির্বাক সন্দিগ্ধ চাউনি দেখে কিসলিয়াকক বুঝল যে স্বামীকে ও জোচ্চোর ঠাউরেছে। বিরক্ত হয়নি—এই মিথ্যাবাদীতায় ভীতত্রস্ত হয়'ন—শুধু এই স্থির করে ফেলেছে যে প্রতিটি কপেক গুনে নিতে ওকে যত্ন করতে হবে।

এমন একান্ত অধীনতায়—এমনি অপমানকর কর্তৃত্বের জন্য ও ভারাক্রান্ত হয় - নিরাশার প্রান্তে পৌঁছোয়।

এবারও মনোভাব প্রকাশ করল না ও। কিন্তু ও যে বিচলিত হয়েছে তা ওর মুখে মূর্ত হোল। ওর হৃৎপিণ্ড বেদনার্ত ভাবে অস্বস্তিতে নাচতে লাগল।

—'নিমন্ত্রন করেছ?'

'হ্যা।'

'আমাদের দু'জনকে আর খুড়ীকে নিয়ে সব সমেত ন'জন হবে।'

'ন'জনের বেশী না হলেই হোল'—এলিনা বলে—'খেতে বস। তুমিও বস। বসে যাও। ওসব পরে করলেও চলবে।'

মুখের সেই অখুশী নিয়ে কিসলিয়াকফ বসল। স্ত্রীর সংগে আলাপে ওর যে বিরক্তির ভাব জমা হয়েছিল তার সংগে আরো বিরক্ত হোল ও খুড়ী আর কুকুর দু'টির উপস্থিতিতে।

ওর স্নায়ু দৌর্বল্যের কারণই হোল কুকুর আর খুড়ী।

স্বামী স্ত্রীতে টেবিলের কাছে বস্‌লে খুড়ী বহুক্ষণ ধরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে এ ও তা করতে থাকে। যেন দেখাতে চায় যে সে খাবার রাক্ষস নয়—টেবিলে ছুটে গিয়ে বসে না সে।

—'থাম দিকি, ও করবার অনেক সময় পাবে।'—এলিনা বলে। কিসলিয়াকফ কথা কয় না—বিরক্ত হয়।

টেবিলে বসে খুড়ী গল্প করে জিনিষ না পাওয়ার কথা। সেই পাঁচটা থেকে কিউতে দাঁড়িয়ে তবেই কিছু কিনতে পেরেছে সে।

কিসলিয়াকফ ভাবে, খুড়ী এই সব বলে শুধু এই বোঝাতে চায় যে, থাকা খাওয়ার বিনিময়ে এদের সংসারে কত কাজ করছে সে।

'না, আমি ত ওকে কিছুই বুঝতে পারি না'—খুড়ীর কথার জবাব না দিয়ে এলিনা বলে, 'আমি ওর ব্যবহারের মানে বুঝি না। প্রাণের টান যখন থাকল না লোকে কেমন করে টাকার কথা তোলে।'

বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারটা এলিনা বোধ হয় মন থেকে তাড়াতে পারছে না। সেই কথায় ফিরে আসে।

'মেয়েমানুষরা সব মর্যাদাবোধ হারিয়ে বসেছে। এরকম অবস্থায় ওর উচিত ছিল সব ফেলে রেখে চোখ কান বুঁজে কিছু যাতে না দেখতে হয়, কিছু না শুনতে হয়—এমন ভাবে পালান! বরং ধোপানী বা চাকরাণী হোক্—তবু যেন এই সব শয়তানদের কাছে কিছু প্রত্যাশা না করে।'

'শয়তান কিসে'—নিজেকে নিজে প্রশ্ন করে কিসলিয়াকভ—'পুরুষটি মেয়েটির সংগে থাকতে চায় না এই ত ?'

'আমার থেকে তোমার কোন ভয় নেই'—এলিনা বলে—"যদি কোনদিন এই উপলব্ধি আসে যে, তোমার আমার মধ্যে আত্মিক সম্বন্ধ শ্লথ হয়েছে তক্ষুণি আমি বিদায় নেব—ব্যাস সব শেষ।' এই কথাগুলো বেশ জোরাল করে ও বলে—'কোন ভৎর্সনা, কি টাকার জন্য কোন দাবীই করব না তোমার কাছে।'

স্ত্রীর প্রতি একটা কৃতজ্ঞতা—প্রায় একটা অনুরাগের বোধ ও অনুভব করে এইজন্যে যে নিঃশব্দেই এলিনা বিদায় নেবে—কোন সর্তই চাপাবে না ওর ঘাড়ে। বোধ হয় জীবনের সর্বাংগীন শান্তি শৃংখলার দিনেও ওর মনে স্ত্রীকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা গোপন আশা আছে। স্ত্রীর হাতে হাত বুলিয়ে দেয় কিসলিয়াকভ। স্যুপটুকু শেষ করে আর্মচেয়ারে স্বচ্ছন্দভাবে বসবার চেষ্টা করে কিসলিয়াকভ; কিন্তু বুলডগটির নির্বাক দৃষ্টির সংগে ওর চোখাচোখী হয়ে যায়। বিরক্তির সংগে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

মিউজিয়মের কর্মীদের "শ্রমিক করণের" আসন্নতায় মনে মনে যে উত্তেজনা ও অনুভব করছে তার সম্বন্ধে স্ত্রীকে কোন কথা না বলাই স্থির করল।

সেকথা এলিনা শুনলে এমন হৈ চৈ লাগাবে যে স্বামীর পক্ষে গলায় দড়ি দেওয়াও অসম্ভব হবে না। তার চেয়ে বন্ধু আর্কাডির আসার কথাই আলাপ করতে লাগল।

'একটা চমৎকার খবর আছে। আমার তরুণ বয়সের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আর্কাডি—যার কথা তোমায় বলেছি—সে স্মোলেনস্ক থেকে মস্কোতে আসছে।'

যেটুকু আনন্দের সংগে কিসলিয়াকফ খবরটা দিল তার সবটুকু বাদ দিয়েই এলিনা খবরটা শুনল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে এলিনা বললে—'একা আসছেন?'

ওর বলার ইচ্ছা হচ্ছিল যে—'আর্কাডির মত ব্রহ্মচারীও যে এমন একটি কিশোরীর পাণিগ্রহন করেছে এতে একেবারে অবাক হয়ে গেছি।' কিন্তু মনের কি সব জটিল চিন্তাধারা সে-কথা ওকে বলতে বারন করল। ও বললে যে আর্কাডি একাই আসছে।

এলিনা আর কথা না কয়ে আহারে মন দিল। আর কিসলিয়াকফ আর্কাডির স্ত্রীর সম্বন্ধে নিজের নিঃশব্দতার কথা চিন্তা করতে লাগল। যার সংগে পাশাপাশি তুমি বাস করছ-প্রতি মুহূর্তে যে তোমার সংগে প্রেম, ঐকান্তিকতা আর আত্মিক ঐক্যের কথা কয়—তেমনি একটি প্রাণীর সংগেও কত কি গোপন রাখবার প্রয়োজন হয়। আর্কাডির আসা সম্বন্ধে ও নিজের কথা এমনি ভাবেই বলতে পারত—'এত খুশী আমি হচ্ছি যে এতদিনে এমন একজন লোক আসছে যার সংগে আলাপ করে আমার সত্বা আবার জাগ্রত হবে। যে-সত্বা আমার মধ্যে মুমূর্ষু। হারানো আত্মবিশ্বাসকে আবার ফিরে পেতে সাহায্য করবে আমায় সে।

কিন্তু এ ধরনের মন্তব্য করলে এলিনার কাছ থেকে প্রশ্ন আসত 'তাহলে আমি তোমার কিছুই নই? আমার সান্নিধ্যে তুমি তোমার বিশ্বাস হারাও?'

—এক্ষুনি সহরে যাব'—এলিনা বলে—'আজ রাতের প্রয়োজন মত সব কিছুই কিনতে হবে। তাছাড়া গাউন বানানোর কিছু কাপড় কিনতে চাই। আমার সংগে আসবে তুমি?'

স্ত্রীর সংগে বেরোতে ওর ইচ্ছা না থাকলেও কিসলিয়াকফ যেতে

স্বীকৃত হোল। ও মনে মনে স্থির করলে যে স্ত্রীর আসন্ন বিদায়ের কথা চিন্তা করে ও ধৈর্য সঞ্চয় করবে। বাইরে বেরিয়ে স্ত্রীর উপর বিরক্ত হবে না—ঝগড়া করবে না—তুচ্ছতম জিনিষ নিয়ে একটা প্রকাশ্য শত্রুতা বাধিয়ে ঘরে ফিরবে না।

তবু অফিসের বিপদ সংকেত মন থেকে যায় না। বারে বারে এলিনা ওকে বলে—'আজ তোমার কি হয়েছে, বলত ?' 'না, না, কিছুত হয়নি।' কিসলিয়াকফ স্ত্রীর প্রশ্ন এড়িয়ে যায়।

৫

এলিনা বেশ পরিবর্তনের জন্য পর্দার পিছনে চলে যায়। কিসলিয়াকফ ঠিক করে যে এই সুযোগে ও আর্কাডিকে চিঠি লিখবে। সামান্য একটু ইংগিত দিয়ে ও প্রকাশ করতে চায় যে ওর নূতন ধর্মবোনের-আর্কাডির স্ত্রীকে ও এই বলে নিজে নিজে ঠাউরে নেয়—আসার অপেক্ষায় রয়েছে। ওর হৃদয়ের সব চেয়ে স্নিগ্ধ ভ্রাতৃপ্রেম ও তার উদ্দেশ্য জানিয়ে দেবে।

কাগজখানি সরিয়ে রেখে ও ঠিক করল যে আর্কাডিকে তারই পাঠাবে।

পর্দার অন্তরাল থেকে এসে এলিনা লেখার টেবিলের উপড় টাঙানো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হ্যাট পরে। লেখার টেবিলের উপর আয়না টাঙায় কেন ও? কতবার ও যখন হয়ত জরুরী কাজ করেছে এলিনা ওর পিছনে দাঁড়িয়ে কিছু একটা পরে। স্বামীকে কাজ থামাতে দেখে অর্থাৎ নিজের প্রসাধনের শেষ অবধি অপেক্ষা করিতে দেখে ভারী অবাক হয় সে।

এলিনার এই পিছনে দাঁড়িয়ে থাকা সহ্য করিতে পারে না ও।

কিসলিয়াকফ দরজার কাছে হ্যাট আনতে যায়। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এলিনার প্রসাধন শেষের অপেক্ষা করে ও। নিজের বিপুল শরীর সত্ত্বেও এমন টান টান করে এলিনা জামা পরেছে যে ওর স্তন দুটি প্রায় চিবুকের কাছে উঠে এসেছে আর ওর শরীরের পাশ থেকে ওর দুটী হাতের কনুই বিশ্রী ভাবে বেরিয়ে রয়েছে। এলিনার মুখ সর্বদাই রক্তাভ। তার নরম চুল কপালের উপর ছোট ছোট গুচ্ছে তরংগিত। গলায় একটা ছোট্ট কালো ভেলভেটের বো' পরেছে এলিনা।

করিডরে ছুটন্ত ছেলেমেয়ে ওদের ঘাড়ে এসে পড়ে। কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করতে থাকে আর নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মেয়েটি দরজা দিয়ে উঁকি মেরে দেখে কে বাইরে যাচ্ছে।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে এলিনা বলে—'ওভার কোটটা পর। পরে নাও ওটা—শুধু যাওয়া বড় বিশ্রী। মুচিরাই কোট ছাড়া রাস্তায় বেরোয়।'

—'কিন্তু পিঠের ছেঁড়াটা, সেটাও অভদ্র'—

—'ওতে কিছু নেই আজকাল—ওরকম ভাবে সবাই ঘোরে—'

বাধ্য হয়ে ওকে আবার ফিরতে হয়। পিঠে সেলাই করা সেই জঘন্য ওভার কোটটা আবার পরতে হয়।

পথে বেরিয়ে পরে ওরা। যখনই স্বামীর সংগে এলিনা পথে বেরোয় একটা উদ্ধত মর্যাদা বোধের ভাব নেয়। আর কিসলিয়াকফ কেমন যেন দুর্বল হা হতোস্মি অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। কোন একটা নির্বোধ কল্পনায় ও নির্বীর্য হয়ে পড়ে (হয়ত ওর স্নায়ুবিক দুর্বলতাই এর কারণ)। এই রকম মোটা স্ত্রীর সংগে পথে চলতে ওর ঘেন্না বোধ করে। হয়ত ওর স্ত্রীর চুল অরুচিকর ভাবে সাজান। হয়ত ওর স্ত্রী অতিমাত্রায় সচেতন আর গর্বিত। হয়ত এলিনার মাথায় কথনো আসেনা যে ওর স্বামী ওকে ছাড়াও অন্য কোন মেয়ের প্রতি কৌতুহলী হতে পারে। সেই সংগে

আবার এলিনা নিজের রুচিবোধের অব্যর্থতা সম্বন্ধে এত আস্থাবান যে যখনই কিসলিয়াকফ ওর অভদ্র ভেলভেট বো'র অর্থহীনতা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করতে চায় এলিনা ওর দিকে অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এগিয়ে যায়। সংগীহীন হয়ে বেড়ানোর ভিতর দিয়ে ও যেন নিজের বিরক্তি প্রকাশ করতে চায়।

যে কারণেই হোক লাল রুমাল নেওয়া মেয়েগুলি ওদের দিকে চেয়ে যেতে যেতে হাসে। কিসলিয়াকফ লাল হয়ে ওঠে। ভাবে ওরা হয়ত ওর দিকে চাইছে। ফুটপাতে স্থানাভাবের অছিলায় এমনি ভংগীমা করে যাতে কেউ না বোঝে যে ও স্ত্রীর সংগে বেরিয়েছে।

'পিছিয়ে পড়ছ কেন? হাত দাও'—থেমে পড়ে এলিনা বলে।

আবার চলা সুরু হয়। ট্রামে উঠতে চায় ওরা। প্রথম ছুটো ট্রামে উঠতে পারে না এলিনা। তৃতীয় ট্রামে ওরা কোন ক্রমে কুঁকড়ে উঠে পড়ে—আর এই করতে গিয়ে এলিনা দরজায় আটকে যায়—প্লাটফর্মে পৌঁছতে পারে না। গোয়ালিনী কয়েকটি মেয়ে বড় বড় খালি টিন নিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে ওকে পিছন থেকে চেপে ধরে। চটে ওঠে এলিনা। ভিতরে প্রবেশ না করে ও ঘুরে দাঁড়িয়ে গালমন্দ করতে আরম্ভ করে। মেয়েগুলিও এক কণ্ঠে চীৎকার সুরু করে দেয়।

—'মোটা মেয়ে মানুষ! সব পথ জুড়ে বসেছে, তোমার জন্য এ থানাও আমরা পেতাম না।'

—'আমাকে অপমান করবার কোন অধিকার তোমার নেই—'

—'সেকি? তোমায় অপমান কেউ করেনি। যা নেহ্য তাই বলেছি আমরা।'

—'হ্যাট মাথায় দিয়ে ভাবছ কেউ ওর কাছ ঘেঁসবে না। মোটরে চড়া উচিত ছিল।'

রাজ্য পাবলিক লাইব্রেরী
স্থাপিত ১৯৩২
কিজুলিয়ারপাড়া

এই সব কথায় জবাব না দিয়ে পারে না এলিনা। যতই তাকে গোলমাল এড়িয়ে যেতে উপরোধ করে এলিনা ততই রেগে ওঠে—ওর কথা শোনে না—কমুই দিয়ে স্বামীকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়।

নিঃশব্দে ওরা ট্রাম ত্যাগ করে; স্ত্রী রক্তিম মুখে, উত্তেজিত অবস্থায়। আর স্বামী স্ত্রীর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে।

'কি ইতরামি—মোটরে যাওয়া উচিত। তোতাপাখীর মত একটা শেখান বুলি আউড়ে যাচ্ছে। নূতন কিছু বলবার মগজ নাই ওদের।' স্বামীর মুখ খোলবার জন্য এলিনা চেষ্টা করে। এই বিশ্রী নৈঃশব্দের শেষ চায় ও।

বেশ খানিকটা হাঁটতে হয় ওদের। তিন দিন আগে একজোড়া চটি পছন্দ করেছিল এলিনা এক দোকানে। সেইখানে যেতে ও জোর করে।

ওরা যখন দোকানে পৌছয় দেখে দোকান বন্ধ।

আর একটা দোকানে যায় ওরা। সেখানে কোন সুবিধামত জিনিষ পাওয়া গেল না। টেলিগ্রাফ অফিসের কাছে তৃতীয় একটি দোকানে এলিনা পছন্দসই একজোড়া জুতা পরীক্ষা করতে বসে।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কিসলিয়াকফ জানত যে এলিনা যা' চায় তা' পেতে অন্ততঃ আধঘণ্টা সময় পার হবেই যার মধ্যে দোকানের কর্মচারাকে আলমারী থেকে সব বাক্সগুলিই নামিয়ে ওর পাশে জমা করতে হবে। কিসলিয়াকফ দোকান থেকে বেরিয়ে টেলিগ্রাফ অফিসে চলে যায়। যেটুকু ও তার করে পাঠায় তাতেও ভারী খুশী হয়—'তোমাদের জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি।' এর পর আর একটু চিন্তা করে ও যোগ করে দেয়—'আমার ভালবাসা জেনো।' শুধু আর্কাডির প্রতি, না ওদের দুজনের জন্যেই এই ভালবাসা তা' স্পষ্ট করে বলা হয় না। দু'দিক থেকেই কথাটা বোঝা যাবে। অন্ততঃ আর্কাডির কিশোরী বৌ এটা

উপলব্ধি করবে যে তার নিজের সংগে এর কিছু যোগ আছেই, বিশেষ করে অধীরতা কথাটিতে। এই মুহূর্তেও জানতেও পারলে না যে কেমন ভাবে তাদের সাক্ষাতের পরিণতি ঘটবে— পয়লা অক্টোবর আর্কাডির জন্মদিনে কি ট্রাজিডিতে শেষ হবে। 'রিসিট নেবেন?' কাউন্টারের পিছন থেকে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে। আগামী বন্ধুত্বের স্বপ্নে বিভোর ওর মন যান্ত্রিক ভাবে বলে 'দিয়ে দেবেন।' 'কোথায় গিয়েছিলে?' দোকানের প্রবেশমুখে এলিনার সংগে দেখা হওয়া মাত্র সে প্রশ্ন করে। কিসলিয়াকফ বলতে বাধ্য হোল যে ও বইয়ের দোকানে গিয়েছিল। টেলিগ্রামের কথা উল্লেখেই এ প্রশ্ন উঠত যে তার এত জরুরী দরকার কি ছিল।

ওরা আবার হাতে হাত দিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার মতই দোকান থেকে দোকানে ঘোরে। পার্শেলগুলি নিয়ে স্ত্রীর হাত ধরে কিসলিয়াকফ চিন্তা করে যদি এলিনাকে ও এর আগেই এক মাসের জন্য সরাতে পারত পূরো আড়াইশো রুবল নিয়ে ও বড়লোক হোত। আর এখন পঞ্চাশটি রুবল নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির ফলে হাত খরচের টাকাটাও নিতে পারেনি।

'আমাকে ছাড়া একটু— মানে বেশ একটু একলা বোধ করবে তুমি' মোড় ফিরে এলিনা ওকে জিজ্ঞাসা করে। যখন এলিনা ছিল তরুণী, ছিল তন্বী—তখনকার সেই চিকণ গলায় ও কথা কয়। একটু'তে ছোট্ট মীড় জুড়ে দেয়। স্ত্রীর কণ্ঠস্বরেই কিসলিয়াকফ বুঝতে পারে যে এ প্রশ্নের কি জবাব হ'বে। কিন্তু এখন ওর নিজের মনে অন্য সব চিন্তা ঘুরছে। তাই ও শুধু স্ত্রীর বাহুতে কনুই দিয়ে একটু চাপ দেয়।

'সে ভাল। কিন্তু তোমার আর্কাডি আসছে—এক হপ্তার মধ্যেই আমায় তুমি ভুলে যাবে, হয়ত খুশীই হ'বে যে আমি চলে গেছি। বন্ধুকে জবাব দিয়েছ ত?' এলিনা প্রশ্ন করে।

'কাকে?' কি কথা বলছে তার মর্ম্ম ভাল করে জেনেও কিসলিয়াকফ বলে।

'আর্কাডি কে' —

'সে অনেক সময় আছে।'

'উঃ—দেখত আজ কত টাকা খরচা করে ফেললাম। আর সব আমারই জন্যে শুধু।'

পাঁচটি পার্শেল যা ও বহন করছিল তার দিকে চেয়ে কিসলিয়াকফও ঠিক সেই কথা চিন্তা করছিল। কিন্তু মুখে বললে 'তাতে কি? রোজই ত আর নিজের জন্য খরচ কর না।'

এই সব সান্ত্বনার কথা বলতে থাকে কিসলিয়াকফ এই মনোবৃত্তি নিয়ে যে যখন এলিনা চলে যাবে—ওর নিজের বেশী খরচ করবার অধিকার থাকবে—কেন না এলিনাও অনেক খরচ করে গেছে আর শুধু যে কিসলিয়াকফ তাতে আপত্তি করেনি' তা' নয় বরং অনুমোদনই করেছে।

'কিন্তু এই শেষ'—এলিনা বলে—'তাছাড়া আমি যখন চলে যাব তোমায় বেশ মিতব্যয়ীর মত থাকতে হবে।'

একথা শুনে কিসলিয়াকফ মানসিক স্থিরতা হারাতে বসে। প্রাণের গভীর অতলতায় ওর মন বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠে এই চিন্তায় যে এই মোটা মেয়েটা অনবরত খরচ করছে, দিবারাত্রই সাজ করছে—আর এখন ভলগার ধারে বোনের কাছে হাওয়া খেতে যাচ্ছে। কোন দিনই প্রচুর হাওয়া ও পায়না। আর সে নিজে সব সময় কয়েদীর মত বসে থাকবে —খাটবে আর অধিকন্তু আরো মিতব্যয়ী হ'য়ে চলবে। তবু নিজেকে সংযত করে নেয় কিসলিয়াকফ।

আর একটা দোকানে ঢুকে ওরা আহার্য আর পানীয় কিনে নেয়। তারপর ট্রামে চড়ে ঘরে ফেরে। পথে দস্তানা পরা ফ্যাশানেবল হ্যাট-

মাথায় একজন বিদেশীর গায়ে পড়ে যায় কিসলিয়াকফ—বিদেশী ভদ্রলোক কঠিন ভাবে প্রতিবাদ জানায়।

বাজার করার পর ক্লান্ত কিসলিয়াকফ চেঁচিয়ে ওঠে—'তার মানে? কি একেবারে ললিত লবংগলতা এসেছেরে? একটু ঘা সইবে না। মোটরে চড়গে! আবার হ্যাট গ্লোভস পরেছেন!'

এরপর খোশমেজাজে ওরা ঘরে ফিরে আসে। স্বামীর সংগে এতক্ষন ঘুরে এল ওই চিন্তায় এলিনা খুশী থাকে। আর কিসলিয়াকফ পুলকিত এই কারণে যে এই শেষ বার ও স্ত্রীর সংগে ঘুরল—তারপর পুরো এক মাস ও তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

৬

অতিথিদের আমন্ত্রণ করা যে আপন শ্রেণীর নরনারীর সাহচর্যের জন্য যারা একধরণের চিন্তা করে, অনুভব করে, তা নয়। বহুদিন বন্ধুদের আপ্যায়ন না করা ভদ্র রীতি বহির্গত বলেই বিবেচিত।

এই সব বন্ধু যদিও অতি পরিচিতের দল তবু এদের মধ্যে হৃদয়ের বন্ধন কিছুই নেই। রাজনৈতিক আলোচনা মোটেই উদ্দীপক হয় না। মোটামুটি আলোচনাটা সীমাবদ্ধ হ'য়ে থাকে বাজারের জিনিষের অপ্রাচুর্যের ব্যাপারে, বিশেষতঃ সাদা ময়দার ক্ষেত্রে। যিনি রাজনৈতিক আলোচনা সুরু করেন তিনি প্রথমে শ্রোতাদের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষন করেন আর দেয়ালগুলির দিকে একবার দ্রুত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিচার করে নেন যে সেগুলি কতখানি শব্দগ্রাসী।

অতি ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও বেশী বাক্য বিন্যাস না করবার চেষ্টাই করে। সহানুভূতি, পারস্পারিক ঔৎসুক্য, ওরা স্বাস্থ্য সম্বন্ধের জিজ্ঞাসায়

অথবা আগামী শীতের আয়োজনের আলোচনায় কম বিপজ্জনক সীমার মধ্যেই আবদ্ধ রাখে। যে চক্রের তলায় ওরা পীড়িত হচ্ছে তার সম্বন্ধে ওদের অব্যক্ত অথচ সুপষ্ট মনোভাবই আছে—সেখানে ওদের সম্পূর্ণ মতৈক্য কিন্তু এই সব কারণে সে সব আলোচনা ওরা বাজারের জিনিষ অথবা মদের সংকীর্ণতম সড়কেই চালায়। তবু এই সব বুদ্ধিজীবী মানুষদের চেতনায় এ প্রশ্ন ওঠে না, কিসের কারণে ওদের জীবন—কি সে রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম যা' ওদের সংঘবদ্ধ করেছে।

এই কারণেই নিমন্ত্রণ কর্তা ও তার স্ত্রীর সবচেয়ে একঘেয়ে কঠিন সময় সুরু হয় যখন থেকে প্রথম অতিথি আসা সুরু করে। যতক্ষণ না অন্যসব অতিথিরা এসে উপস্থিত হচ্ছে ততক্ষন অবধি কথাবার্তা কোন প্রকারে চালু রাখতেই হবে। আর সব এসে পড়লেই টেবিলে বসে আলোচনা এড়িয়ে যাওয়া যায়। এ সময়টুকু অতিথিদের পক্ষেও অরুচিকর। প্রথম এসে পড়বার সন্ত্রাস তাই সকলেরই। তা হলেই একাকী গৃহস্বামীর সংগে নিস্তেজ সব কথাবার্তা সুরু করতে বাধ্য হতে হয়, আহার পর্ব আরম্ভ হওয়ার জন্য অনিশ্চিত অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়।

প্রথম আসা অতিথি শূন্য ঘরে প্রবেশ করেই চারিদিক চেয়ে তৎক্ষণাৎ সন্ত্রস্ত বিপর্যস্ত কণ্ঠে বলে—'একি, আমিই প্রথম এলাম মনে হচ্ছে।'

এ কথায় নিমন্ত্রণ কর্তা অমনি তাকে সান্ত্বনা দেওয়া সুরু করেন। প্রশংসা করেন তার সময়জ্ঞানকে—যারা বিলম্ব করেছে তাদের জন্য ক্ষুন্নতা প্রকাশ করেন। তবুও অতিথি বিপর্যস্ত হয়ে ভাবে হয়ত নিমন্ত্রন কর্তা ভাবছেন যে ইনি নিমন্ত্রনের পুলকে ছুটে এসেছেন।

যে সব লোককে আলাদা নিমন্ত্রন করা হয় তারা সবাই চেষ্টা করে নিজেদের উপস্থিতিকে বিলম্বিত করতে যতক্ষণ না আর সকলে নিশ্চিতরূপে সেখানে উপস্থিত হয়। তার মানে যারা আটটায় সময় নিমন্ত্রিত তারা আসে ন'টায়—আর যাদের করা হয় দশটায় তারা উপস্থিত হয় মধ্য রাত্রে।

এক্ষেত্রে সবই বেশ চমৎকার হোল। অতিথিরা সব একসংগেই এসেছে—প্রতিবারেই আলাদা করে চা দেবার প্রয়োজন নেই—প্রতিটি ঘণ্টাধ্বনতে কাঁপতে হবেনা। কিন্তু তবু দু'টি অনিমন্ত্রিত অতিথির উপস্থিতিতে কিসলিয়াকফ দম্পতির পক্ষে সবই বিগড়ে গেল।

আহার্যের দিকে মনোনিবেশ করার সময় শান্ত গম্ভীর গ্যালা--হফ এত পরিমানে আর এমন কোয়ালিটির শাদা রুটি আনার জন্য গৃহস্বামীণীকে ধন্যবাদ জানায়। এলিনা প্রত্যুত্তরে জানায় যে তার খুড়ী আজ সকাল পাঁচটা থেকে কিউতে দাঁড়ানোর জন্যই ওরা এত সাদা রুটি পেয়েছে। সামান্য আলোচনা তক্ষুনি মোড় নেয়। ইতি মধ্যেই কণ্ঠস্বর নীচু হয়ে আসে, তবু সজীব ভাবে আলোচনা হতে থাকে আহার্যের সম্বন্ধে সেই সংগে চাষীদের অবস্থার কথাও স্পর্শ করা হয়। তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে আলোচনা করে গঠনমূলক পরিকল্পনা সম্বন্ধে—সেই সংগে শিক্ষিত শ্রেনীর ক্রম মৃত্যুর কথাও। এইসব আলোচনা ওরা এত নিম্নকণ্ঠে করতে থাকে যে পরস্পরের কথা শোনার জন্য ওরা টেবিলের উপর এমন ঝুঁকে পড়ে যে বাইরের লোক হয়ত দেখলে মনে করবে যে এরা আধিভৌতিক মজলিস বসিয়েছে। সেই সংগে কিসলিয়াকফ ইসারা করে পুরুষদের জানিয়ে দেয় যে মিউজিয়মের অবস্থা সম্বন্ধে ওরা যেন আলোচনা না করে।

ফিসফিস করে আঁদ্রে বলে,—'প্রেরনা মূলক সৃষ্টি আমরা কেমন করে করব যখন দেখেছি শাসন তান্ত্রিক শক্তি শুধু শ্রমিকদের প্রতিই মনোযোগী। শিক্ষিতদের সংগে তাদের উদাসীন ব্যবহার। ভবিষ্যতের কোন আশা না রেখেই আমাদের কাজে বাধ্য করছে ওরা। কিন্তু কাজ করতে হয়ত বাধ্য করতে পারে—সৃষ্টি করতে বাধ্য করতে পারে না।'

পার্শ্ববর্তিনীর গ্লাস ভরে দেয় কিসলিয়াকফ বারেবারে, আর লজ্জাকুন মেয়েটা আরো দ্রুততার সংগে আরো মনোহর ভাবে তার আধ জাগ্রত চোখ দুটি মিটমিট করতে থাকে। টেবিলের নীচে কিসলিয়াকফের পা মেয়েটির পায়ে অতি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। মেয়েটি স্বীকার করে এই আচরণ।

আলাচনায় খুবই বিব্রত বোধ হচ্ছিল কিসলিয়াকফকে কিন্তু সব সময় ওর মন এই বন্ধুস্ত্রীর সংগে এমনি অপ্রত্যাশিত রোমান্সের চিন্তায় একাগ্র হয়ে ছিল।

সাধারণ আলোচনায় নিজের উৎসাহ দেখানর জন্য কিসলিয়াকফ আঁদ্রের কথার জের টানে—'মানুষকে বাধ্য করে সৃষ্ট করান যায় না'। ও বলে—'একটা ইংরেজী কথা আছ না—গাধাকে জলের কাছে টেনে আনা যায় কিন্তু তাকে জোর করে জলপান করান যায় না।'

একটু পরেই ও পাংশু হয়ে যায়—কেমন সন্ত্রস্ত ভাবে নির্বাক হয়ে যায়। যেমন ও ডিক্যান্টারের দিকে হাত বাড়ায় ওর নিকটে উপবিষ্ট গুসেভ ওর পায়ে ঠেলা মারে। হঠাৎই করে গুসেভ, না এই সব লোকের কাছে ঘনিষ্ঠ ভাবে এসব কথা না বলতে অনুরোধ করে—বোঝা বড় কঠিন হয়।

'তার ফল বোঝ?' হঠাৎ চুপ করে যাওয়া গৃহস্বামীর দিকে বিস্মিত ভাবে চেয়ে আঁদ্রে কথা কয়—'তার ফল হোল এই যে যদিও আমরা সকাল থেকে রাত্রি অবধি কাজে ব্যস্ত—কিছু করছি এমন ভান আমরা করছি কিন্তু আসলে আমরা কিছুই করছি না। আমাদের চিন্তা ধারাটা এই রকম—জেলের বাইরে থাকার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু কাজ আমরা করব। সব জিনিষের উপর শিক্ষিত শ্রেনীর সংখ্যাগরিষ্ঠের নির্লিপ্ততা এতেই বোঝা যায়।'

—'সব থেকে ভয়াবহ হোল নৈতিক অধঃপতন'—এলিনা বলে। 'ভীত ভাবে মানুষ নিজেকে প্রশ্ন করে যে এই কিছুদিন আগে অবধি যারা ছিল মর্যাদা সম্পন্ন, গুনী, সম্মান সচেতন—তারা এমন হয়ে যায় কি করে? সে সবের কিছুই আর অবশিষ্ট নেই আজকাল সবাই স্বার্থমগ্ন—শুধু স্বার্থরক্ষার কথাই সবাই চিন্তা করে।' 'সে কথা সত্যি'—মিলিত কণ্ঠে জবাব আসে।

এই সর্বসম্মতিতে উৎসাহিত হয়ে এলিনা বলতে থাকে—'প্রাচীন আদর্শবাদের কিছুই কি আর অবশিষ্ট আছে? গতদিনের বীর্যের এতটুকুও? আর সেই দৃঢ়তা—যার সংগে লোকে নিজের প্রত্যয়ের কথা বলত—নিজেদের আদর্শের সম্বন্ধে আস্থা রাখত—কোন কিছুর বিনিময়েই যা ত্যাগ করত না?' আরো উদ্দীপিত ভাবে নিজের সন্মুখ থেকে গ্লাসটি সরিয়ে দিয়ে এলিনা বলে যায়—'এইসব পুরুষেরা বিশেষভাবে—এই এখন যে সময় শাসনতান্ত্রিক শক্তি—'

হঠাৎ ঘরের কোন থেকে কে যেন চাপা হাঁচে। ওরা সবাই কেঁপে ওঠে—পরস্পরের দিকে চায়।

কিছুক্ষণের জন্য খুড়ীর অস্তিত্বের কথা ভুলেই গিয়েছিল এলিনা।

তখন অভ্যাগতদের সামনে সেটা বুঝিয়ে বলে—'উনি আমার আণ্ট। উনি অসুস্থ বলে বিছানায় শুয়ে আছেন'।

অনিমন্ত্রিত অতিথি দু'জন এ পর্যন্ত কোন কথা বলেনি'। কেবল খেয়েই গেছে-যেন ওদের আসার উদ্দেশ্যই হচ্ছে পেট ভরান। এলিনা অন্য সব অভ্যাগতদের তুলনা করে যখন তাদের প্রশংসা করে আধা ব্যাংগের সংগে আর একটা টার্কি তাদের দিকে এগিয়ে দিল এরাও নিঃশব্দে (ওদের মুখ ভর্তি) নিজেদের প্লেট এগিয়ে দিয়ে আবার নূতন করে আক্রমন সুরু করে।

কি কারনে জানিনা মুখ চেপে হাসতে হসেতে গুসেভ বলে—'মেয়েরাও সমান। আমি একটি মহিলাকে জানি। তিনিও বেশ ভদ্রবংশের—তিনটি ভাষা জানেন। অন্তসত্বা অবস্থায় তাকে ফেলে চলে যায় তার স্বামী। এই সময় একটী দরদী বন্ধুর আমন্ত্রনে মেয়েটি তার সংগে থিয়েটারে যায়। তারপর সন্তান প্রসব করে মেয়েটি সেই বন্ধুটীকেই দোষী সব্যস্ত করে বলে যে থিয়েটারের পথেই বন্ধুটী নাকি তার উপর সুবিধা নিয়েছিল। সেইজন্য এখন সে তার কাছে খোরপোষ দাবী করে।'

বহুকণ্ঠে জবাব আসে—'উঃ কী ভীষণ।'

'আমি এর মধ্যেই আমার স্বামীকে বলে দিয়েছি'—এলিনা বলে—'যদি কখনো স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করেন আমি নিজের নারীত্বের মর্যাদা নিয়েই চলে যাবো। আমার কাছ থেকে একটা ভৎসনার কথাও তাকে শুনতে হবে না। বরং ক্ষুধার্তভাবে ঘুরব সেলাই করেও নিজের রুটি সংগ্রহ করব, তবু ওর কাছ থেকে একটি কড়ি অথবা একদানা আসবাব নোবো না'।

সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে মহিলারা গ্লাস ঠুখে বলেন—'আমরা তৎক্ষনাৎ আপনাকে আমাদের কাজ করতে দোব।'

পানীয় পাত্র দেওয়া হয়ে গেলে আলোচনা সাধারন ভাবেই হ'তে থাকে। সবাই এক সংগে কথা কয়—হাসে - টেবিল ক্লথের উপর মদ ছিটকে ফেলে আর মহিলাদের পানীযে বাধা করে।

এক অপূর্ব উল্লাস বোধ করে কিসলিয়াকফ। নিজের কথায় অপরের কথায় ও হাসতে থাকে। স্ত্রীর প্রতি ওর উষ্মাজাত যে অবসন্ন ভাব আর ওর সব অস্বস্তি কোথায় লোপ পায়। কি যেন কারনে ও মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে লেখার টেবিলে আয়নায় নিজের দিকে দেখে। ওর সুসংবদ্ধ চুল অবিন্যস্ত হ'য়ে গেছে —চোখ দু'টি চঞ্চল। এ চাঞ্চল্য ওর মনে হর্ষ আনে। এই প্রথম ও নেশার স্তরে ওঠে।

ওর প্রতিবেশিনী বহুমদ্যপানের পর এখন অসুস্থ বোধ করে। এলিনা তাকে বাথরুমে নিয়ে যায়। সব পুরুষই একে একে সেদিকে যায়। কে যেন বলে যে এই অবস্থায় মাষ্টার্ড উপকারী। সকলেরই মস্তিস্ক ঘোলাটে আর হাত অসংযত বলে মেয়েটির সারা অংগেই মাষ্টার্ড মাখান হয়। এরপর ওরা কিসে যেন বিভ্রান্ত হয়ে ভিড় করে করিডরে যায় আবার ঘরে ফিরে আসে। কিসলিয়াকফও তাদের সংগে যায় কিন্তু বাথরুমে ফিরে আসে।

পুতুলের মত মেয়েটি—সব পরিত্যক্ত হয়ে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওর একটি অলক উর্ধমুখী—ওর সারা মুখে মাষ্টার্ড। কিসলিয়াকফ তার হাত আপন করতলের মধ্যে নেয়। মেয়েটি কোন রকম সাড়া দেয় না। তার চোখ নিমীলিত। কিসলিয়া-কফ জড়িত চোখে একবার দরজার দিকে চেয়ে মেয়েটিকে

জড়িয়ে ধরে—তারপর তাকে বুকের ভিতর চেপে চুম্বন করে। মনে মনে ভাবে ও যে, এই অবস্থায় সকালে ওর কিছুই মনে থাকবে না।

তারপর মেয়েটিকে সাবধানে ঘরের কোনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ও চলে যায়। নিজের মনে বিড় বিড় করতে করতে ও করিডর দিয়ে চলে—'ভগবান! কত নীচে আমরা নেমেছি—তাই হোক—সবই ত সমান।'

নিজের নাকের প্রান্তভাগ কেন সির্ সির্ করে ও বুঝতে পারে না।

ভোর অবধি যতক্ষন না মদ না ফুরোয় অতিথিরা বিদায় নেয় না।

ওরা সবাই চলে গেলে কিসলিয়াকফ স্ত্রীর কাছে গিয়ে বলে—'আমি তোমায় টেলিগ্রামের কথা বলিনি তার কারণ তুমি নিশ্চয় বলতে তাহলে—এত তাড়াতাড়ি কিসের। একটা চিঠিতে যা জানান যায় তাতে টেলিগ্রামে খরচা করে লাভ কি?'

—'দুষ্ট ছেলে আমি ত ভাবতে সুরু করেছিলাম যে আমাদের জীবনেও কোথাও বুঝি ছলনা সিঁদ কেটেছে।'

এতক্ষণ এলিনার মনে পড়ে যে ওর খুড়ী সান্ধ্য আহারের বদলে সারা রাত্রি পর্দার পিছনে অনড় হয়ে বসে আছে।

৭

পরের দিন সকালে কিসলিয়াকফ যখন ঘুম থেকে উঠল—ও স্পষ্ট বুঝতে পারলে যে গত রাত্রির উচ্ছ্বসিত সব বোধ কোথায় উধাও হয়ে গেছে মন থেকে আর তার স্থান অধিকার করে বসেছে আসন্ন বিপদের এক উগ্রতর চেতনা। অনাগত বিপদের

এই আভাষের মধ্যে অবশ্য রহস্যময় কিছুই নেই। সেদিনই মিউজিয়াম যে সভা হবার কথা আছে তার সংগেই এর নিরংকুশ সম্বন্ধ।

ধূসর মলিন সকাল। চোখ দুটি অস্বাচ্ছন্দভাবে পিটপিট করে—সময় সময় মনে হয় বুক দমে আসছে।

যখন বাথরুমের মুখে কিউয়েতে তৃতীয় স্থান নিলে ও—রান্না-ঘর থেকে একটা কথাবার্তার টুকরো কানে ভেসে এল।

'কী করে এসব হচ্ছে জানতে পারলে ভাল হোত······'

'কী উপায়ে হচ্ছে—আজকালকার দিনে সে-প্রশ্নই ওঠে না'—কিসলিয়াকফ বুঝতে পারলে—তারা কালকের উৎসবের বিষয় নিয়েই আলোচনা করছে। হৃৎপিণ্ডের আরও দু'টো স্পন্দন যেন ও শুনতে পেলে না। লেখার ঘরে বসে আর্কাডিকে চিঠি দেবার তাগিদ এল মনে। বন্ধুকে নিজের পরিস্থিতি ও বুঝিয়ে বলবে।

'তুমি আসবে শুনে আমি অপরিমিত খুসী হয়েছি। এখনকার এই কঠিন দুঃসময়ে অন্য সব সময়ের চেয়ে বেশী দরকার একজন বন্ধুর—যার কাছে মনের সেই সকল কথা খুলে বলতে পারা যায়—যা পাষাণের মত চেপে বসে থাকে মনের উপর—যে সব কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিশ্বাস সম্পর্কিত তোমার কথাগুলো আমার মনের কোমলতম অংশে স্পর্শ করেছে। আমার ট্র্যাজেডি সেখানেই। আমি আমার কাজ ছেড়ে দিয়েছি এবং নূতন কাজ নিয়েও সৃষ্টির নেশায় মেতে উঠতে পারছি না। এ অবস্থায় পৃথিবীতে টিকে থাকা চলে কিন্তু বিশ্বাস ছাড়া বাঁচা চলে না। মনের সর্বশক্তি দিয়ে আমি চেষ্টা করছি বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখতে। কিন্তু সেই সংগে এচিন্তাও মনে আসে হয়ত বিশ্বাস বলে যাকে

আমি যাঞ্চা করছি সে বিশ্বাসই নয়—বিশ্বাস ঘাতকতা মাত্র। সেই আবার দুটো পথ এবং পথের শেষে মহাশূন্যতা। যে কোন নিরপেক্ষ দর্শক আমায় দেখে বলবে আমি একজন উচ্চাংগের কর্মী কিন্তু আমার সব কাজ কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেছে।

আমি অধীর আগ্রহে তোমার উত্তরের প্রতিক্ষায় রইলুম।

যদি কিসলয়াকফ ঘুনাক্ষরেও জানতে পারত যে—ছয় সপ্তাহ পরে অক্টোবরের প্রথম দিবসের বিয়গান্তক ঘটনার পর এই চিঠি পাবলিক প্রসিকিউটারের হাতে এসে পড়বে—তাহলে নিশ্চয়ই ও আজ এ চিঠি লিখত না।

বৃষ্টি ধারার মধ্য দিয়ে চলতে চলতে জীবনটা আজ ওর কাছে এত তিক্ত ঠেকতে লাগল যে, কোন কিছুর প্রতি দৃকপাত করবার অভিরুচি পর্যন্ত রইল না।

ঐ ত একটা ট্রাম যাচ্ছে—লোকে ঠাসা—বৃষ্টিতে তাদের সারা দেহ ভিজে যপ যপ করছে। কখনও একখানা ঢাকা গাড়ী পাশ দিয়ে যেন উড়ে চলে যায়—উঁচুনীচু পথের উপর দিয়ে যাবার সময় চারিদিকে কাদা ছিটোয়। অ্যাভিনিউয়ের দু'ধারে গাছের সারি —গতকাল যারা উজ্জ্বল সোনালী আলোয় হাসছিল—আজ যেন গভীর বিষাদে তারা মাথা নীচু করে আছে। পথপার্শ্বের ঘাসের জমি বিন্দু বিন্দু জল ধারায় সিক্ত করে দিচ্ছে।

একটি বাড়ীর দুয়ার গোড়ায় বসে শীতে কাঁপছে একটা হতভাগা কুকুর।

যেন জীবনের নিষ্ঠুরতা ও অশান্তির নগ্ন প্রতিমূর্তি। এরাও তবু বেঁচে আছে। কিন্তু কেন?

মানসিক এই বিপর্যয়ের মুখে কিসলিয়াকফের মনে হতে লাগল

—পৃথিবী থেকে এখন দূরে পালিয়ে যাওয়াই হবে পরম আশীর্বাদ —যেখানে কারুর সংগে সাক্ষাৎ হবে না—যেখানে নিজের মনের গড়া ছোট্ট পৃথিবীতে বাস করতে পারবে। এই ভাবে পালিয়ে গেলে এলিনা পর্যন্ত জানতে পারবে না। মুহূর্তের জন্য এ চিন্তাতেও ও গভীর তৃপ্তি অনুভব করলে।

প্রতিদিন যে ট্রামকে দেখতে অভ্যস্ত সেই নম্বরের গাড়ীখানাকে মিউজিয়মের পাশে থামতে দেখে ওর মনে পড়ে গেল আসন্ন মীংটিংয়ের কথা।—মিউজিয়মে ওর চাকুরীটি হয়ত খতম হয়ে যেতে পারে............কিন্তু তাহলে ?

যাদের এই ধরণের কাজের প্রতি মোহ আছে তারা পুরাতত্বকে নিছক পুরাতত্বের জন্যই ভালবাসে। অতীতের স্মৃতির প্রতি প্রলি-টেরিয়াটদেরও কারুর চেয়ে কম মমতা নেই। তারা অবশ্য এর সঠিক মূল্য উপলব্ধি করতে পারেনি কিন্তু যখন তাদের বলা হল এই প্রাচীন ঐশ্বর্য্য রক্ষার প্রয়োজনীতা আছে, তারা শিক্ষিত শ্রেণীকে এসব প্রতিষ্ঠান নিয়ে থাকতে সুযোগ দিলে। কারণ জাতীয় গঠন মূলক বহু ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজন তখনও ফুরোয়নি।

বিপ্লবের শৈশবের বছরগুলিতেই প্রায় অন্য সকল প্রতিষ্ঠানকে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হোল। দাসবৃত্তি তুলে দেওয়া হোল। জনসাধারন বড় বড় প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করতে লাগল ময়লা জুতা পায়ে, ভিজা ওভার কোটে। মেঝেতে সিগারেটের টুকরো জমে উঠতে লাগল। বিপ্লবের পূর্বে রাজকীয় প্রতিষ্ঠান গুলিতে যে গাম্ভীর্য ও বাহ্যিক শান্তি বিরাজ করত সে সব ওলট-পালট হয়ে গেল। শুধু শিল্প ও পুরাতত্বের প্রতিষ্ঠানগুলি প্রলিটে-রিয়াটদের আক্রমন থেকে রেহাই পেলে।

যে বিরাট মিউজিয়মে কিসলিয়াকফ কাজ করে সেখানে তখনও পুরান দিনের গীর্জার শান্তি ও পরিচ্ছিন্নতা অক্ষুণ্ণ ছিল। প্রবেশ মুখে যে কার্পেট পাতা থাকত এখনও তা সেখানে রয়েছে—এখনও গম্ভীরমুখ দুয়ারী সার্জি কাজ করে সেখানে। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনায় শালীনতায় উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারীদের প্রতি নিম্ন কর্মচারীদের শিষ্ট ব্যবহারে একটুকুও তারতম্য ঘটেনি। সার্জি কোন কর্মচারীকে নিজের ওভারকোট ঝুলিয়ে বা মেঝে থেকে পড়ে যাওয়া রুমাল বা ছাতা তুলে নিতে দিত না কখনও। পুরান কালের নার্সের মত অভিজাত বংশীয় কর্মচারীদের আপন কর্তত্বাধীনে রাখা সে আজও গৌরব বলে মনে করে। তাদের দেখাশোনা করা যেন তারই কর্তব্য।

আগে যিনি ডিরেকটার ছিলেন তিনি একজন অভিজাত। সুশিক্ষিত এবং আগেকার দিনের একজন নামজাদা জমিদার। একজন অভিজ্ঞ ও পূরাতাত্বিকও। কর্মচারীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল ভদ্র এবং নিরেট বিশ্বাসের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। কী ভাবে ভদ্রতার অভিনয় করতে হয় তাও তিনি জানতেন। কর্মচারীরা যখন তাঁর পুরু কার্পেট পাতা বিরাট ষ্টাডিতে প্রবেশ করত তারা কেমন এক প্রকার ভীরুতায় আনত হয়ে পড়ত। অবশ্য অনেকে এটা পছন্দ করত কারণ সমাজ ব্যবস্থার প্রাচীন কাঠামোর সংগে এ গুলি যেন অংগাংগী হয়ে গেছে।

যারা এখানে কাজ করে বিপ্লব তাদের অনেকের মনেও অনুরণ জাগিয়ে তুলছে। ইতি মধ্যেই তারা সোভিয়েট প্রনালীতে প্রবেশ করেছে—সে সড়কে অভ্যস্ত হ'য়ে উঠছে—শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিভূদের সংগে সখ্য স্থাপন করেছে। সে-সব প্রতিভূরাও এদের অতীত গুনাবলীর

জন্য সম্মান দেখায়, বিশেষতঃ এরা সেই নূতন শাসন প্রনালীর দিকে বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে। এখান কার কর্মীরা নিজেদের অধিকারী নাগরিক বলে মনে করে। কিন্তু শাসক সম্প্রদায় আবেদনের সময় যখন কেবল শ্রমিক দেরই আহ্বান করে, এই সব শিক্ষিত মানুষের মন নূতন শাসন ব্যবস্থার উপর বিরূপ হয়ে ওঠে। অবশ্য তারা এটাকে নূতন শাসন তন্ত্রের একটা অপরিহার্য রীতি বলেই উপেক্ষা করতে চেষ্টা করে। তবু শ্রমিক প্রতিনিধিদের আলাপে আচরনে বিপ্লব সত্বেও মনে হোত যেন শিক্ষিত 'শ্রেণীর লোকেরাই সমাজের মণি—এরাই তারা যারা চিরদিনই মাথায় থাকবে।

এই সেণ্ট্রাল মিউজিয়মটি ঠিক একটি দ্বীপের মত। বিপ্লবের বন্যা স্রোত যাকে গ্রাস করেনি। এখানকার যারা শাসক সম্প্রদায় তারা অন্যান্য শ্রেণীর লোকেদের সংগে পরম শান্তিতে বাস করত, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও এই সব লোক অনুভব করত যে তারাও প্রগতিশীল—তাদেরও মনের বিস্তৃতি ব্যাপকতর—কেন না প্রথম তারাই এই নূতন শাসন তন্ত্রকে সাদরে বরন করে নিতে পেরেছে।

তবুও আতংক জনক লক্ষণ সব ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করেছে; প্রলিটারিয়েটরা সকল দিক থেকে অভিযান সুরু করেছে—পূর্বে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে তারা প্রবেশ করেনি এখন সেখানেও তারা প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে। সংবাদ পত্রগুলি আজকাল বলতে সুরু করেছে যে বিপ্লবের সংগে যাদের কোন রকম সম্পর্ক নেই তাদের আস্তানা হচ্ছে এই সব মিউজিয়ম। পুরানদের ছাঁটাই করে শ্রমিক প্রতিনিধিদের মিউজিয়মের কার্যে নিযুক্ত করায় এই কথাটাই প্রকাশিত হয়েছে যে প্রেস নোটিশে গুরুতর কিছু ছিল বইকি। এই সব স্থানে যে কর্ম পদ্ধতি অনুসৃত হয় তা আদৌ যুগোপযোগী নয়। কর্মচারীরা বাইরের পৃথিবী

থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে এখানে একটা স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর গড়ে তুলেছে চারিধারে। খুব বেশী হ'লে এরা কতকগুলো প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে মাত্র—তাও এমন সব প্রদর্শনী যা কারুর মনে সত্যিকার কোন কৌতূহল উদ্দীপিত করে না। এটাকে বৈপ্লবিক মিউজিয়মের পরিবর্তে মান্ধাতার আমলের হযবরলত্বের সঞ্চয় কেন্দ্র করে রাখা হয়েছে।

পুরান ডিরেকটারকে সরিয়ে দিয়ে তার স্থানে কমরেড পলুখিনকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ইনি শ্রমিক দলের একজন সদস্য। শ্রমিকদের মধ্য পরীক্ষা পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছেন। নূতন ডিরেকটারের আগমনের সংগে সংগে পুরান দলের কিছু লোক যাদের শ্রেণী স্বাতন্ত্র্য বোধ অতি মাত্রায় টনটনে তারাও বরখাস্ত হয়েছে। এখন সুরু হয়েছে সুনিয়ন্ত্রিত পরিশোধনের পালা। ইতি মধ্যেই অনেক মাথার মণি পরিত্যক্ত হয়েছেন। এখন কর্মচারীরা অনুভব করতে পেরেছে যে প্লাবনের তরংগ অবশেষে এ তটেও লাগল। অনেককেই এখন সরে পড়তে হবে।

ইতি মধ্যেই মিউজিয়মে ছোট একটি কেন্দ্র গঠিত হয়েছে। সমস্ত টেকনিক্যাল কর্মচারীদের নিয়ে স্থানীয় সভাও হয়েছে। সভা ডাকাও হচ্ছে। এই সব অজ্ঞাত কুলশীল শ্রমিক কর্মীদের বক্তৃতা শোনার একটা কৌতূহলে শিক্ষিত কর্মীরা সভায় গিয়ে বসে কাঁধ ঝাঁকুনি দিত।

যদিও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্মচারীবৃন্দ অনুভব করত যে তারা এখনও যথেষ্ট দলে ভারী—হলের দারওয়ান—সিঁড়িতে পাতা কার্পেট এবং পরস্পরের সংগে আদান প্রদানের নির্ভুল শালীনতায় যদিও তারা নিখুঁত —তবুও চারিদিকের আবেষ্টনীতে যে রূপান্তর ঘটছে তার দুর্দমনীয় প্রভাব গভীর ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে তারা।

সাধারণ সুটের স্থানে দেখা দিল 'একসার সাইজ সার্ট'—নগ্নপায়ে

স্যাবট—পিঠে মৃদু সুপরিচিত চাপড় এবং এমন সব ভাষা যা' মারিয়া প্যাভলভনার মত সম্ভ্রান্ত মহিলার পর্যন্ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে লাগল।

অভিজাত কর্মচারীরা এ সব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হলেও মারিয়া প্যাভলভনার মত যারা গোঁড়া তারা সত্যই আহত হ'তে সুরু করেছেন।

'এরা কি করতে চায়? একটা কথাও এদের বোঝা যায় না?'—প্রায়ই সে হতাশায় এই প্রকার মন্তব্য করে।

এখানকার পুরাতন কর্মীরা কর্মঠ—যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল। কি ভাবে চাকরী বজায় রাখতে হবে সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা তাদের প্রচুর। কর্তা যারা তারা নিজেদের অতি দয়ালু প্রভু হিসেবে অনুভব করতেন এবং তারা বিশ্বস্ত, মনোযোগী ও অনুরক্ত ভৃত্যদের দ্বারা সেবিত। এই কারনেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল কর্মীরাও বিনীত, ভদ্র ও দয়াপরবশ। যেমন তাদার ভাষা—'মাসা-ভাই দয়া করে আমায় একটু চা এনে দেবে' বা 'প্রিয় আইভ্যান আইভ্যানোভিচ্ এই বইগুলো সরিয়ে নিয়ে যাবে।' কিন্তু পরিবর্তনের আভাস পেয়ে তাদের মধ্যেও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে—তারাও প্রভুত্বের ভয় দেখাচ্ছে। এতদিন সাধারনতঃ অফিসারদের পাশ দিয়ে যাবার সময় কর্মীরা মাথা নীচু করে গেছে—যাতে না চোখে চোখে পড়ে যায়, নমস্কার করতে হয়। আর অফিসাররাও চক্ষু নত করে পথ চলতেন এই ভয়ে যে সাধারণ কর্মীরা হয়ত সোজা সুজি তাঁদের দিকে চেয়ে নমস্কার না করেই চলে যাবে।

পূর্বে লাইব্রেরী থেকে বই নেবার অনুমতি পত্র দিতেন একজন অফিসার কিন্তু এখন সেই কাজের ভার পড়েছে নীল জামা পরা উঁচু বুটজুতা পায় দেওয়া একজন বিশিষ্ট লোকের উপর। শুধু অনুমতি সই করার জন্যই না, শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের কর্তব্য কার্য্যে যথোচিত মনোযোগ দিচ্ছে কি না তা লক্ষ্য করবার জন্য সে বসেছে—বলা কঠিন।

সব কর্মীরাই আজকাল কেমন একটা অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলেছে। কখন কখন বিষয়ান্তরে গভীর ভাবে মগ্ন তাদের দৃষ্টি ইতস্ততঃ ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ যদি নীল এ্যাপরনপরা লোকটির দিকে আকৃষ্ট হয়—তারা এমনই ভীত চকিত হয়ে ওঠে এই ভেবে যে তাদের অন্য মনস্কতা হয়ত সে ধরে ফেলেছে। হয়ত কালো খাতায় তাদের নামে দাগ পড়ে গেল। অথবা এই রকম মুহূর্তে তারা এমন ভান করে যেন তাদের সকল চিন্তা সমগ্র ভাবে কাজেই নিবিষ্ট আছে।

এই ত সে দিনও যারা নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন ছিল—আজ হঠাৎ যেন কেমন তারা ভীরু হয়ে পড়েছে—এত ভীরু যে তাদের অফিসাররা পর্যন্ত বিস্ময় বিমূঢ় হ'য়ে গেছে—যদিও তারা নিজেরাই অতি মাত্রায় ভীরু।

বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই শ্রেণীযুদ্ধ অনেকের কাছে প্রথম অধ্যায়ের ঝড় ঝাপটার চেয়েও অধিকতর ভীতিপ্রদ। কারণ বিপ্লবের সময়ে তারা কোন না কোন পার্শ্বে লাফ দিয়ে চলে যেতে পেরেছে—ক্ষুব্ধ ঝটিকা শান্ত হয়ে আসার প্রতীক্ষা করেছে—তারপর প্রথম সুযোগেই হাত প্রসারিত করে দিয়েছে নূতন শাসন তন্ত্রের দিকে।

তারা বেশ করেই মনে করতে পারে—কী সংশয়চিত্তে নূতন ডিরেক-টারের আগমন অধীর ভাবে প্রতীক্ষা করছে তারা। অনেকেই এই নূতন ডিরেকটারের আবির্ভাবকেই আসন্ন সর্বনাশের প্রথম সুস্পষ্ট লক্ষন মনে করেছে—ক্রমশঃ তাদের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে এই ক্রমোন্নত শ্রমিক সম্প্রদায় সেই স্থান অধিকার করবে। প্রত্যেকেই তাঁর উঁচু বুট ও নীল ব্লাউজ দেখে বিস্মিত হয়েছিল—কেন না এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষতঃ ডিরেক-টারের ষ্টাডিতে এরকম পোষাকে তারা আদৌ অভ্যস্ত ছিল না।

প্রত্যেকেই বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হোল তার মৃতের মত নিষ্পলক,

ভ্রূর কাঁচ চক্ষু দেখে। জীবিতের কোমল দৃষ্টিকে যে কোন মতে এ যেন অভিভূত করে ফেলে।

প্রথম দিনই পলুখিন পাঠাগারে এসে ঢুকেছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে সে চেয়ে দেখছিল কতজন লোক এখানে কাজ করে। কর্মচারীরা দাঁড়াবে, না যে যেমন কাজ করছে করে যাবে—এমনি একটা সংকটে পড়ে গেল। ইতিমধ্যে ডিরেকটার নিকটতম অফিসারকে অভিনন্দন জানিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলে তার দিকে। তারপর গুসেভের কাছে পরিচয় শুনতে শুনতে একে একে সব হল ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। কেন যেন সে প্রথম নিকোলাসের শয্যা ও দু'টো বর্মের সামনে এসে দাঁড়িয়ে রইল। কী তাকে আকৃষ্ট করল বলা কঠিন। তারপর যেন কিসের খোঁজে চারিদিকে চোখ বুলতে লাগল।

'স্মৃতি চিহ্ন'—গুসেভের দিকে চেয়ে হঠাৎ বললে সে।

এ শ্লেষ না শ্রদ্ধা ধরতে না পেরে গুসেভ বললে—'হ্যাঁ'।

সহকর্মীদের কাছে ফিরে এসে গুসেভ মন্তব্য করলে যে, নূতন ডিরেকটার তাকে বিস্মিত করেছে। প্রথম নিকোলাসের বর্ম আর শয্যার প্রতি এমন বিশেষ মনোযোগ দেখাবার কারন কি? হল পরিদর্শনের সময় অফিসাররা নিজেদের মধ্যে কিছুক্ষন দৃষ্টি বিনিময় করেছে। এর পর থেকে নূতন ডিরেকটারের প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক আবির্ভাবের সময় তারা এর পুনরাবৃত্তি করেছে—যদিও মনে হয়েছে ডিরেকটার এসবের কিছুই লক্ষ্য করেনি। কিন্তু যখন ডিরেকটার সমস্ত কর্মচারীদের 'শ্রমিক করণের' কথা বললে তখন তারা একবার সম্পূর্ণ নূতন ভাবে দৃষ্টি বিনিময় করলে পরস্পরের মধ্যে।

যদি জানত তা হলে তারা বুঝতে পারত যে শ্রমিক সংঘের প্রতিনিধিদের প্রতি তাদের এই বার বার উপেক্ষাই তাদের আত্মবিনাশের

কারণ হোল। এই কারনেই একদিন পলুখিনকে এসে দাঁড়াতে হোল প্ল্যাটফর্মের উপর—মস্তিস্কজীবী কর্তৃক শ্রমজীবীদের বয়কট সম্পর্কিত বিষয়ের বিবেচনা করতে।

৯

ছেলেরা যেমন বিমর্ষচিত্তে পরীক্ষা দিতে যায় তেমনি বিষন্ন মানসিক অবস্থা নিয়া কিসলিয়াকফ মিউজিয়মের প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল—মনে আশা যেন নূতন ডিরেকটারের সংগে দেখা না হয়। ডিরেকটারের সংগে ওর সম্পর্কটা দাঁড়িয়েছে যেন ঠিক প্রধান শিক্ষকের সম্পর্ক। ও যে কোন অপরাধ করেছে তা' নয় কিন্তু দেখা হলেই ওর মনে হয় নিশ্চয়ই কোন দোষ আছে ওর, অথচ পলুখিনের সংগে কয়েক-বার কথাবার্তাও হয়ে গেছে ওর।

প্রথম ঘরে ঢুকতেই পলুখিনের সংগে তার ধাক্কা লেগে গেল। পলুখিন তখন গভীর মনোযোগের সংগে প্রথম নিকোলাস হলের চারিদিক তাকিযে দেখছিল—যেন একটা প্ল্যান নিয়ে চিন্তা করছিল মনে মনে। কিসলিয়া-কফের হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হয়ে উঠল এই সাক্ষাতের আকস্মিকতায়। কোন কথা না বলে তখন তাকে অতিক্রম না করে যাওয়াও সম্পূর্ণ অসম্ভব। কাজেই থামতে হোল ওকে—জিজ্ঞাসা করলে:

—'এত মনোযোগের সংগে কী দেখছেন আঁদ্রে জাহারোভিচ?'

—'শুভদিন, কমরেড কিসলিয়াকফ......আমি কি পরীক্ষা করে দেখছিলাম? ওঃ—একটা চিন্তা হঠাৎ মাথায় এল কিন্তু এখনই তাকে রূপ দেওয়া যাবে না সংগে সংগে। সমগ্রভাবে চিন্তা করবার পর বলব তোমায়। আমার মতে এ একটা উচ্চাংগের কল্পনা এবং আমার

বিশ্বাস যে তোমার কাছ থেকেও সাড়া পাওয়া যাবে কিন্তু পাওয়া যাবে না তোমার সহকর্মীদের কাছ থেকে। গভীর সন্দেহ আছে এবিষয়ে......... ।'

কিসলিয়াকফের দিকে মুখ ফেরাল পলুখিন—তার জীবন্ত চোখ যদিও আনন্দোজ্জ্বল ও হাসিভরা কিন্তু তার কৃত্রিম চক্ষু নিষ্ঠুর।

যে বিশেষণের দ্বারা পলুখিন কিসলিয়াকফকে তার অন্য সহকর্মীদের থেকে পৃথক করলে—তাতে হঠাৎ যেন ও নিজের প্রাণশক্তি ফিরে পেল।

কী পরিকল্পনা ডিরেকটারের মনে উদিত হয়েছে তা জানতে কিসলিয়াকফের ভারী কৌতুহল হচ্ছিল—কৌতূহল হচ্ছিল জানতে কেনই বা বিশিষ্ট সহকর্মীদের বাদ দিয়ে শুধু ওর মনেই সে চিন্তা সাড়া জাগাবে কিন্তু ওর অনুপ্রেক্ষা ওকে সাবধান করে দেয়—প্রশ্ন না করতে আর কিসলিয়াকফের মুখের হাসিতে পলুখিন বোঝে কিসলিয়াকফের সহকর্মীদের সম্বন্ধে তার যে ধারণা তা প্রায় ঠিক। কিন্তু তখনও খুটিনাটি করে সব কথা জানতে চাইলে না ও।

পলুখিনের সংগে প্রতিবার সাক্ষাতের সময় ও যেন বিশেষ ক্ষমতা বলে বুঝতে পারে—কী ওর পক্ষে বলা উচিত বা অনুচিত। এই প্রকার অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা পুরান শাসন-তন্ত্রের কর্মীদেরই বৈশিষ্ট্য।

এ ব্যাপারের সূত্রপাত হোল প্রথম এইভাবে। নিজেকে সম্পূর্ণ বিদেশী, একাকী বোধ করে একদিন পলুখিন কিসলিয়াকফের সংগে কয়েকটি কথা বললে। একটা মতলবকে পলুখিন এমন সরলভাবে এমন বন্ধুভাবে প্রকাশ করলে যা পুরান আমলের ডিরেকটাররা কখনই করত না। তারা যে ডিরেকটার এ কথাটা তারা কোনমতেই নিজেদের ভুলতে দিত না।

যে লোকের উদ্দেশ্যই হচ্ছে বরখাস্ত করা তার প্রতি যেমন বিরূপ না

হয়ে পারা যায় না—তেমনি কিসলিয়াকফ পলুখিনের প্রতি একটা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করত। কিন্তু এই প্রকার সম্ভাষণের আকস্মিকতায় ওর মন আর্দ্র হয়ে উঠল—ও উত্তর দিল সহানুভূতির সুরে। সেদিন থেকে পলুখিন মনে করতে আরম্ভ করল যে, কিসলিয়াকফের চিন্তা ও যুক্তির ধারা তার সংগে একই সুরে বাঁধা। মিউজিয়মে যে সব স্কাউটরা কাজ করে তাদের সংগে যেমন কিসলিয়াকফের সংগেও তেমনি সমান স্বাচ্ছন্দতার সংগে সে আলাপ আলোচনা করতে লাগল।

এই ভাবে নিজের স্বাচ্ছন্দ্য পেয়ে পলুখিন ইচ্ছা করলে মিউজিয়মের অন্য কর্মচারীদের সংগে ও সুনিশ্চিত রূপে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারত। আর সময় হলে বিনা সংকোচে তাদের বরখাস্তও করতে পারত। কিন্তু পলুখিন সবার ভিতর থেকে কিসলিয়াকফকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করে বেছে নিয়েছে। এতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে পুরস্কার পাওয়া ছেলের মত একটা আনন্দের অনুভুতি জাগল এখন কিসলিয়াকফের। পলুখিন পার্টির রীতি অনুসারে এখন ওকে সম্বোধন করতে আরম্ভ করেছে হিপোলিট কিসলিয়াকফের পরিবর্তে কমরেড কিসলিয়াকফ বলে। কিসলিয়াকফ কিন্তু তাতে লজ্জিত হয়ে পড়ত না- তার পরিবর্তে কৃতজ্ঞতা অনুভব করত। পুরান দিনে এই কৃতজ্ঞতাকে 'কুকুরের সুখ' বা 'লেজ নাড়ানর' সংগে তুলনা করা হোত। শক্তিমানের সংগে মধুর সম্পর্ককে মস্তিস্কজীবীদের অভিধানে তখন এই ভাবে ব্যাক্ষা করা হোত। অবশ্য এটাও ঠিক যে কিসলিয়াকফের মনের তখনকার অবস্থা ওর বিবেকের নিকট এর চেয়ে সুক্ষ্মতর শ্রেণীবিচারের যোগ্য ছিল না।

এখন ওর মধ্যে যে আত্মপরীক্ষা সুরু হয়েছে কঠোর মনন শক্তির সাহায্য তাকে দমিয়ে দিলে ও। 'আপন জন ভিন্ন গঠন মূলক কাজ করা কঠিন' —পলুখিন বলে—'আর দেখ গোড়াতে আমি কিছুই বুঝিনি'...কিন্তু আমি

লক্ষ্য করেছি ওরা কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়েছিল আমার দিকে, হয়ত ভেবেছিল—'এই দেখ একটা চাষা এসে ঢুকেছে এই সব সুন্দর ঘরে যেন সিল্ক ব্যবসায়ীর দোকানে ঢুকেছে একটা শূয়োর'। ওরা আমাদের লোকজন দের প্রতি একটুও সদয় নয়—ওরা সকল শক্তি দিয়ে চেষ্টা করছে এদের বিতাড়িত করতে। আমরাও দেখে নেব। ………আজ আমি একটা সভা ডাকছি; তুমি আসবে ত কমরেড'।

'নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই'—উত্তর দিলে কিসলিয়াকফ শংকিত ক্ষিপ্রতায়।

—'আমি দেখছি মস্তিস্কজীবীরাই এখনকার হাওয়া চালায়'—পলুখিন আবার বলে—'কাজেই একটু বাছাই করা প্রয়োজন। আজ আমি এ প্রশ্ন তাদের সম্মুখে উপস্থিত করব—কে এখানকার কর্তা—তারা না শ্রমিকরা?'

পলুখিন ওকেই তার একমাত্র আস্থাভাজন মনে করে সহকর্মীদের থেকে ওকে পৃথক করে নিয়েছে—কি ভাবে যে এটা ঘটে গেল কে জানে! একি শুধু মনের খেয়াল অথবা ওর মধ্যে এমন কিছু আছে যে সম্বন্ধে ও নিজেই সজ্ঞাত নয়। তবু যে নৈরাশ্যের অন্ধকারে ও পড়েছে সেই অন্ধকারের ওপারে এই অনুভূতি যেন এক অপ্রত্যাশিত আলোর সংকেত।

পলুখিনের অভিযোগের উত্তরে কিসলিয়াকফ ওর সহকর্মীদের পক্ষ খানিকটা সমর্থন করতে চেষ্টা করলে—'অবশ্য কালের গতির সংগে পা ফেলা ওদের পক্ষে কঠিন—ওরা মনে করে জোর করে যে সব আইনের কাঁটাতার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের উপর তার ফল অত্যন্ত খারাপ। এটা মস্তিস্কজীবীদের প্রধান বিশেষত্ব; আপনি যদি একটু চাপ দেন তাহলে নিশ্চিত ওরা বাগে আসবে।'

—'ঠিক কথা, আমরা জোর খাটাব এবং যাদের কাছে তা অপ্রিয় ঠেকবে সময় থাকতে তারা সরে দাঁড়াতে পারে।'

কে যেন হলের পাশের বারান্দা দিয়ে চলে গেল। মুখ ফিরিয়ে কিসলিয়াকফ দেখতে পেলে গুসেভকে। মন তার দমে গেল এই আশংকায় যে নূতন ডিরেকটারের সংগে এই সখ্যতার ভিতর দিয়ে নিজের শ্রেণীর সংগে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে কিসলিয়াকফ—এই ওরা ভাবতে পারে।

হঠাৎ ও অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'কি, কাজে যাবে নাকি ?'—পলুখিন জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ সময় হয়েছে ত'—

'বেশ বেশ! নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু'—

৯

কিসলিয়াকফ তাড়াতাড়ি পাঠাগারে চলে এল। ও দেখতে চাইছিল গুসেভ তার সহকর্মীদের বলছে কি না যে, সে কিসলিয়াকফকে নূতন ডিরেকটারের সংগে বন্ধুভাবে কথা বলতে দেখে এসেছে। গুসেভ বসে আছে কিন্তু বিষন্নমুখ গ্যালাহফ দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহের কেসের সামনে দু'জন খর্বাকৃতি লোকের সংগে কথা বলছে—এরাই দু'জন অনাহুত এসে জুটে ছিল পার্টিতে। এদের মধ্যে টাক মাথায়ালাটি উত্তেজিত চাপা কণ্ঠে কথা বলছিল—গ্যালাহফ অবশ্য স্বভাবানুযায়ী মেঝের দিকে চেয়ে শুনে যাচ্ছিল। তৃতীয় লোকটিও টাকমাথায়ালা কী বলছে শুনছিল আর মাঝে মাঝে গ্যালাহফের দিকে তাকিয়ে দেখছিল তার উপর কী রকম প্রভাব বিস্তার করছে।

কিসলিয়াকফ ঘরে প্রবেশ করার পরও কিছুক্ষণ তারা কথাবার্তা বলল পরস্পরের মধ্যে—তারপর বিদায় নিল। গ্যালাহফ নিজের

সীটে ফিরে আসবার সময় একবারও কিসলিয়াকফের দিকে তাকাল না বা কোনও কথা বলল না। এটা হঠাৎ সন্দেহ জনক হয়ে উঠল ওর কাছে; ও ঘরে প্রবেশ করার সংগেই কেন এদের আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটল? কেন এরা নীচু কণ্ঠে কথা বলছিল? কেন গ্যালাহফ ওকে নিঃশব্দে অতিক্রম করে গেল?

অবশ্য এসব প্রশ্নের একটা অতি সরল উত্তর দেওয়া যায়। ওর ঘরে ঢোকবার সংগে সংগে কথাবার্তা বন্ধ করেছে কারণ এক সময় না এক সময় ওদের কথাবার্তা থামতই ত। তারা নীচু কণ্ঠে কথা বলছিল—তার কারণ লাইব্রেরীতে এইভাবে চাপা গলায় কথা বলাই রীতি। তা ছাড়া ঐ নীল এ্যাপরণ পরা লোকটা এখানে কাজ সুরু করার সংগে সংগে আজকাল তারা পূর্বের চেয়ে আরও স্তিমিত কণ্ঠে কথা বলতে সুরু করেছে। গ্যালাহফ নিঃশব্দে ওকে অতিক্রম করে গেছে কারণ স্বভাবতঃই সে একটু কম কথা বলে। একদিন ও তাকে নিমন্ত্রণ করেছিল বলে এটাও আশা করা যায় না যে, চিরদিনই সে এরজন্য ওর নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে—দেখা হলেই অমায়িক ভাবেই সাদর সম্ভাষণ না জানিয়ে যাবে না।

হয়ত ব্যাপারটা এই রকমই ছিল কিন্তু তবুও কিসলিয়াকফের নিকট আগাগোড়া সন্দেহজনক ঠেকতে লাগল।

যে বইগুলি নিয়েছে সেগুলি নিয়ে রেফারেন্‌স রুমে ফিরে যেতে হবে—অবশ্য যে বইগুলো দরকার এ সেগুলো নয়। কিন্তু চলে যেতে ওর ভয় হচ্ছিল—কারণ ওর অনুপস্থিতির সুযোগে হয়ত আবার তারা আলোচনা সুরু করবে—হয়ত গুসেভ সকলকে বলবে যে, সে দেখে এসেছে কিসলিয়াকফ পলুখিনের সংগে কথা বলছিল—

ওর শেষ কথাও সে শুনেছে—ও পলুখিনকে তাদের উপর চাপ দেবার জন্য উপদেশ দিচ্ছিল।

হলের দ্বারপথে দেখা দিল মাসলভ—দীর্ঘদেহী, কৃষ্ণকায় স্কাউট। এর মুখশ্রী অত্যন্ত নিরাসক্ত, শান্ত—গম্ভীর। এই নিরাসক্তি আরও গভীরতর ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ওর ঘন কালো ঋজু ভ্রূ দুটির জন্য। মাসলভ স্বভাবতঃই স্বল্পভাষী। তার এই নৈঃশব্দের জন্য সবাই তাকে অপছন্দ করে। যেন সে সকলকে নিজের অধীন কর্মচারী বলে ঘৃণার চোখে দেখে, নিজেকে এদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর মনে করে। বিশেষ করে কিসলিয়াকফ একে পছন্দ করত না; মাসলভের মধ্যে যেন এমন একটা শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে যা কিসলিয়াকফকে তার দিকে ভীরুর মত তাকাতে বাধ্য করে।

'কমরেডরা তৈরী হয়ে নাও'—মাসলভ বললে। কমরেড বলে সম্বোধন করলে বিশেষ করে ঐ নীল এ্যাপরন পরা লোকটিকে আর দুজন টেকনিক্যাল কর্মীকে।

কিসলিয়াকফ এই প্রথম কেন যেন তার দিকে নির্ভীক ভাবে তাকালে—যেন তার কাছে গোপন করবার কিছুই নেই। উঠে পড়বার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়েই ছিল ও কিন্তু তবুও কয়েক মুহূর্তের জন্য ও অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইল। টেবিলে যে সমস্ত কাগজপত্তর এলোমেলো ভাবে ছড়ান ছিল সেগুলি গুছিয়ে তুলতে লাগল। এরকম অভিনয় করা দরকার যাতে না সহকর্মীরা ওর ক্ষিপ্রতা দেখে ভুল করে বসে যে ও ডিরেকটারের হাতের পুতুল। স্কাউটটি কক্ষ ত্যাগ করে গেলে ও ইচ্ছা করেই আবার বসে পড়ল —একটা ড্রয়ার খুলে কতকগুলো কাগজপত্তর নাড়াচাড়া করে দেখত লাগল। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের তরফ থেকে এটুকু ভদ্রোচিত

বিলম্বতাই। ডিরেকটারের প্রথম আহ্বানেই ছুটে যাওয়া রীতি নয়।

অবশ্য বেশী দেরী করাও উচিত নয়, তাতে গুসেভের কাছে ব্যাপারটা আরও সন্দেহ জনক হয়ে উঠবে। সে হয়ত ভাববে—'ডিরেকটারের কাছে কী ও বলেছে আর এখন যখন মিটিংএ যাবার ডাক পড়েছে তখন এটাকে উপেক্ষা করার ভান করছে মাত্র এবং প্রতিবাদের চিহ্ন স্বরূপ সবার শেষে যাচ্ছে।'

যে কারণেই হে ক ও একাকী পড়ে গেছে—এতে ও সত্যই অতিমাত্রায় শংকিত হয়ে উঠল। একদল লোক ওর পাশ দিয়ে চলে গেল উত্তেজিত ভাবে কথা বলতে বলতে। তারপর তিনজনের আরো একটি দল গেল। একাকী পড়ে থাকতে না হয় এই জন্য চার জনের একটি দলের সংগে ও যোগ দিতে বাধ্য হোল।

মনে মনে ও জেনেছে সবচেয়ে মারাত্মক দুঃসময় তখনই যখন মানুষ নিজের মনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কোন্ দিকে তার সহানুভূতি এবং তার পথ তাকে কোথায় নিয়ে যাবে—এইটে স্থির করে নিলে আর তা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হবার কিছু থাকে না। এই মূহুর্তে ও পলুখিনের দলে—সে সকলের থেকে ওকেই বাছাই করে নিয়েছে। তার নিজের জনেরা এমন কি কালকেও যারা ওর অতিথি ছিল তারা একবারও ওর সংগে কথা বলেনি—অথবা ওর সম্বন্ধে কী তাদের ধারণা তাও ব্যক্ত করেনি।

তবু আর একটা দিক আছে। ওর প্রতি পলুখিনের এই অনুরাগ যদি একটা আকস্মিক ঘটনাই হয়—যদি আগামী কাল সে ওর কথা ভুলে বসে…………তা হলে?

পূর্বে যখন ওর যোগ্য কাজ করত ও—তখন কোনটা করা

উচিত বা অনুচিত—সে সম্বন্ধে সব সময়ই ও পরিষ্কার ভাবে মনের অনুমোদন নিত। এখন ওর বিচার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। এখন পরিস্থিতি বিচার করে কোন্ দিকে যোগ দিলে আত্মরক্ষা হবে তাই ওকে ঠিক করে নিতে হবে। গত কিছুকাল ধরে মনের সেই দৃঢ় ঋজুতা ও হারিয়ে বসেছে; সেই সংগে আত্মচেতনাও। সম্প্রতি নিজের এই দুর্বলতাকে জয় করার জন্য ও আত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করতে সুরু করেছে। সমসাময়িক পরিস্থিতির কাছে যদি ওর দেহ মন বশ্যতা স্বীকার করে তবু ওর আত্মা যে অপরাজেয় এই আশ্বাসে মনকে ও শান্ত করে।

অবিনশ্বর আত্মাকে নিয়ে এই নিশ্চিন্ত নির্ভরতা ওর নবতম আবিস্কার। কেননা মৃত্যুজয়ী আত্মায় কোন কালেই ওর আস্থা নেই। তবু সব প্রতিষেধক ব্যবহার করে ব্যর্থকাম হয়ে রোগী যেমন দৈবশক্তির শরণাপন্ন হয়—তেমনি ও এখন ওর আত্মার চিন্তায় আশ্রয় নিয়েছে, কারণ আর কিছুই এখন ওকে বাঁচতে পারছে না এই বাঁচার অভিনয় থেকে।

তবু সব যখন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে তখন মানসিক শান্তি কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে। কোন কিছুতেই ও আর বিশ্বাস করবে না, প্রতি মুহূর্তের ঝলকানিতে নিজেকে আত্মবিনাশের পথে ঠেলে নিয়ে যাবে। এমনি মানসিক দ্বন্দ্ব নিয়ে ও সভায় গিয়ে বসল।

কিসলিয়াককের মনে হোল সবাই যেন তীক্ষ্ণ ভাবে লক্ষ্য করছে ওকে—কোথায় ও বসে দেখতে। ওর প্রতি পলুখিনের ধারণায় কথা ও চিন্তা করলে—নিজেকে বোঝাতে লাগল যে ওর বিবেক এখনও স্বচ্ছ আছে—নিঃসংশয় ভাবে ও বেছে নিয়েছে নিজের মনোমত দিক—কাজেই নিরুদ্বেগে যে কোন জায়গায় বসতে

পারে। তাছাড়া এই মিটিংএ ওর চেয়ে ওর সহকর্মীদেরই স্বার্থ বেশী।

প্ল্যাটফর্মের উপর লাল কাপড়ে ঢাকা একটা টেবিল। টেবিলের পিছনে বসে রয়েছে দু'জন কমিউনিষ্ট স্কাউট—মাসলভ আর চুরীকভ।

'কোত্থেকে ঐ লাল টেবিল ক্লথটা জোগাড় করেছে'—বিমর্যভাবে কিসলিয়াকফ মনে মনে চিন্তা করতে লাগল। ঠিক চারটের সময় পলুখিন পাশের একটা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে এল। কিসলিয়াকফের মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। যার সংগে এইমাত্র গোপনে ঘনিষ্টভাবে আলোচনা হয়েছে তেমন লোককে সভামঞ্চে দেখলে যে মনোভাব হয় এও তাই।

পলুখিন সোজাসুজি চেয়ারের দিকে এগিয়ে গেল। এক মূহুর্ত নষ্ট না করে চারিদিকের সমবেত লোকজনদের দিকে চেয়ে নিজেকে বিভ্রান্ত না করে সে সভার কার্য আরম্ভ করে দিল।

হাতের তালুতে টেবিলের উপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে সভার উদ্বোধন করতে যাবে সে এমন সময় সুকেশ স্কাউটটি পিছনের সার্ট ধরে টেনে তাকে একটা কাগচ দেখাল। মাসলভও ঘুরে পলুখিনের আর এক পাশে বসে কাগচের উপর তার দৃষ্টি মেলে ধরল। নীরব শ্রোতাদের সন্মুখে তাদের তিনজনের মধ্যে কী একটা গোপন আলোচনা কানাকানি হোল।

কিসলিয়াকফ পলুখিনের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল যদি একবার চোখাচোখি হয়—যেন তাকে দেখাতে চায় যে ও এসেছে। 'আচ্ছা এত দম্ভ ওদের কোথা থেকে হোল বলত? ছুটির পর যাদের ডেকে এনেছে তাদের যেন নজরেই নিচ্ছে না।' পিছন থেকে একজন সহকর্মী কিসলিয়াকফের দিকে হেলে ফিস ফিস করে বলল। ঠিক সেই মূহুর্তে

পলুখিনের দৃষ্টি এসে পড়ল কিসলিয়াকফের উপর। কেমন একটা আতংক হোল মনের মধ্যে।

অবশেষে স্কাউট দুজনকে দুহাতে দুদিকে ঠেলে—হাতের তালুর উপর ভর দিয়ে পলুখিন টেবিলের উপর ঝুঁকে দাঁড়াল। সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ।

'কমরেডগণ'—আরম্ভ করল সে—তারপর নিশ্ছিদ্র নীরবতার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। তার বক্তৃতার সারমর্ম শুনে শিক্ষিত শ্রেনীর কর্মীরা নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করতে লাগল।

—'আমি এখানে কাজ করতে এসে প্রথমে শুধু চারিদিক দেখেই নিয়েছি। আমি কী দেখছি বলতে চাই। আমি যা বলব সে সম্বন্ধে আপনারা যদি একমত হন তবে এক শ্রেণীর কর্মচারীর প্রবল প্রতিবন্ধকতা সত্বেও আসুন কিছুটা পরিবর্তন করি। এই বিরুদ্ধ দল যত বড়ই হোক না কেন—তাদের আমরা কমিয়ে ফেলব বিশেষ ভাবেই।'

সামনের সারিতে যারা বসেছিল তাদের মুখের ছবি অসহায় দুর্বিপাকের। উঠে যেতে যখন পারছি না যা বলছ শুনব। ঘোড়াকে জলাশয়ের কাছে নিয়ে আসা যায় মাত্র—তাকে জল খাওয়ান যায় না।

পিছনের সারিতে ইতি মধ্যেই অস্থিরতা প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

'আমি দুটো দিক থেকে অনুসন্ধান করছি'—শ্রোতাদের চাঞ্চল্যে দৃকপাত না করে পলুখিন সমান ভাবে বলে যেতে লাগল—'প্রথমতঃ কার্য প্রণালীর দিক থেকে বিচার করেছি। এখানকার চালু কর্মপদ্ধতি সোভিয়েট তন্ত্রের পক্ষে কলংক স্বরূপ। আমরা এখানে বিজ্ঞানের জন্য কাজ করছি কিন্তু চারিদিকের এই দেওয়ালের অন্তরালে বিজ্ঞান এমনভাবে সমাধিপ্রাপ্ত হয়েছে যে কোন দিনই সে জনসাধারণের নিকট পৌছতে পারবে না। এমন বিজ্ঞান অনুশীলনে আমাদের কী প্রয়োজন।'

উত্তরবেনের প্রতীক্ষায় ও একটু থামল। প্রথম সারিতে লোকেরা তেমনি ব্যঞ্জনাহীন মুখে চেয়ে রইল।

'আমরা কেবল সংগ্রহ করেই চলেছি কিন্তু শ্রমজীবীরা যদি আসতে এবং দেখতে না পায় তাহলে সে সংগ্রহের কী মূল্যই বা আছে তাদের কাছে? তাছাড়া আমরা কি কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করি? আর সত্যি কীই বা আছে দেখাবার? জারের শয্যা আর পুরাণো জলের কুঁজো— এইত? বিপ্লবের আগেও এসব তাদের দেখান হোত এখানে।'

কিসলিয়াকফ চারিদিকে চেয়ে দেখছিল অকুণ্ঠিত ভংগীমায়—যেন ওর বিবেক সম্পূর্ণ দ্বিধাহীন। হঠাৎ পিছনের এক সহকর্মীর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল ওর। অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে সে তাকাল কিসলিয়াকফের দিকে কিন্তু কিসলিয়াকফ সে দৃষ্টির উত্তর দিলে না।

'এই হোল প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে এখানে কর্মীবৃন্দের এক গোষ্ঠীর মধ্যে একটা গোপন চুক্তি আছে……' (কিসলিয়াকফের পিছনের সেই সহকর্মীর ভ্রূযুগল এবার যেন উঠে গেল কপালের শেষ সীমায়) তারা এই 'নবাগত প্রোলিটারিয়েট' কর্মীদের ও তাদের কাজের পথে বাধা সৃষ্টি করার জন্য তাদের সকল শক্তি নিয়োজিত করেছে—তারা বন্ধুর সাহায্যে ও উপদেশ নিয়ে এগিয়ে আসছে না তাদের দিকে। তারা নিজেরা কেরানীদের মত কাজ করে—কোন মতে নির্দিষ্ট সময় কাটিয়ে দেয়—ব্যাস্ তাহলেই সব শেষ হয়ে যায়। এই একমাসের মধ্যে কই একটিও ত সম্মিলন বা শিক্ষা পর্য্যটনা হয় নি'। প্রত্যেকেই শুধু নিজের নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত। এখন একটা ছোট তরুণ স্কাউটদল গঠিত হয়েছে। আমার আসার পূর্বে সে রকম কোন কিছুই ছিল না এখানে। আপনারা নিজেরাই একটা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে চাইছিলেন…' …হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সকলকে সম্বোধন করে সে বলে উঠল—

তার কাঁচ চক্ষুর নীচের কপোল কম্পিত হয়ে উঠল—'আমরা নিজেরাই সে পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হব!' ডিরেকটার প্রায় চীৎকার করে উঠল হাত দিয়ে শূন্যে সহসা একটা আলোড়ন সৃষ্টি করল।

চিন্তার খেই যেন হারিয়ে গেল পলুখিনের—সম্মুখের জল পাত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল সে। তবুও সে বলে যেতে লাগল—

'শ্রমজীবরা তাদের লৌহ কঠিন পথ ধরে চলে—তারা জানে কী ভাবে সরিয়ে দিতে হবে তাদের, যারা সেই পথে বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করে—যারা কাজের চাকায় শলাকা ঢুকিয়ে দিচ্ছে—যারা স্বভাবতঃই সমবায় সংঘে প্রবেশ করতে অক্ষম। প্রায়ই আমাদের ভয় দেখান হয়—পুরাণো বিশেষজ্ঞদের বাদ দিয়ে আমরা কোন কিছু করতে পারব না। তাদের বাদ দিয়েই এবার আমরা কাজ চালাব। গোড়ার দিকে হয়ত কিছুটা হয়ত বা বিরাট ক্ষতিই স্বীকার করতে হবে, কিন্তু একটা কথা জেনে আমরা সন্তোষ লাভ করব যে, এবার থেকে আর নিজেদের পকেট সামলাতে হবে না—কারণ সেখান থেকে যা কিছুই নেবার নিজেদের হাতই তা গ্রহণ করবে। তাই নয় কি?'

আবার সে বাতাসে ঘুসি চালাল। দর্শকবৃন্দের বেশীর ভাগই—স্কাউট, টেকনিক্যাল কর্মী এবং কলিগদের কেউ কেউ হাত তালি দিয়ে উঠল।

'কার্যারম্ভের গোড়াতে আমাদের দল থেকে দশজন লোক নিতে হবে আর পুরাণোদলের থেকে বিদায় দিতে হবে দশজনকে।'

বক্তৃতা শেষ করে গর্বিত মুখে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল পলুখিন। প্রশান্ত দৃষ্টিতে হলের চারিদিকে তাকাতে লাগল যেন কোন কিছুই বলেনি সে।

তারপর হঠাৎ আবার সে লাফিয়ে উঠে বলল

—'কারুর কিছু বলবার আছে'—

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সবাই চুপ করে রইল। আর সেই নিঃশব্দতার মাঝ থেকে শুধু গুঞ্জরিত হয়ে উঠতে লাগল মারিয়া পাভলোভার করাসী হতাশ কণ্ঠ। সে তার প্রতিবেশী মেয়েটির দিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিল।

আঁদ্রে ইগানিচ উঠে দাঁড়াল। তার দীর্ঘ ভদ্রোচিত চেহারায় একটা বিনীত মর্যাদার ভাব সুপরিস্ফুট এবং সেই সংগে এমন একটা কিছু বলবার দৃঢ় আকাংখা যা' কমরেড ডিরেকটারের পক্ষে আদৌ শ্রুতিমধুর হবে না।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সবাই তার ভংগী দেখে সেটা বুঝতে পারলে। বিক্ষুব্ধ অথচ শুভ ইচ্ছার দৃষ্টি দিয়ে তারা প্রতীক্ষা করতে লাগল—তার স্পষ্ট বক্তৃতার জন্য।

ইগানিচ একবার তাকিয়ে নিলে চারিদিকে—সাধারণ সমর্থনের ভাব উপলব্ধি করে। সে বলল—'আমাদের নূতন কমরেড ডিরেকটার চান বিজ্ঞানকে জোর করে পথে বার করতে—চান তাকে বাধ্য করে বাজারে কাজ করাতে।'

মুহূর্তের জন্য সে থামল। প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করে আছে—নিঃশব্দে দৃষ্টি বিনিময় করছে—তাদের চোখ বলছে যেন—তারা তারিফ করছে তার সাহসের—তাদের পূর্ণ সহানুভূতিও রয়েছে তার জন্য।

—'প্রোপাগাণ্ডা হিসেবে এ খুবই কার্যকারী হবে—যাকে বলে আগ্নেয় প্রোপাগাণ্ডা। কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানের এতে ক্ষতিই হবে—কারণ বিজ্ঞান হচ্ছে এমন এক ক্রমিক অনুশীলন যা' গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে নির্জন সাধনায়। একমাত্র এই রকম পারিপার্শ্বিকতাতেই বিজ্ঞানের সর্বোত্তম সৃষ্টি সম্ভব পর।'

এবার সে যেন সভায় উপস্থিত সকল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বন্ধুত্ব সূচক সমর্থন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছে—কাজেই আর চারিদিকে না তাকিয়ে সোজা প্ল্যাটফর্মের দিকে লক্ষ্য করে বলে যেতে লাগল।

—'এখানে আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে—বিজ্ঞান ত কো-অপারেটিভ সোসাইটির দোকান ঘর নয়।' একটা ভীত, কিছুটা উল্লসিত চাপা ফিস ফিসানি গুঞ্জরিত হয়ে উঠল সারা হলে।

—'বলছিলাম যে এতো দোকানদারী নয়'—আঁদ্রে ইগানিচ বলতে লাগল—'কোন বিনিময় টিকিটও এ নয়। ব্যক্তির অপব্যবহার করা চলে না। বিজ্ঞানের কাছে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের মর্যাদা আছে। যেখানে এই স্বাতন্ত্র্যকে চেপে রাখা হয় সেখানেই বিজ্ঞান অতি নিষ্ঠুর ভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহন করে। যত ইচ্ছা বৈজ্ঞানিক দপ্তরই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন',—হাতের একটা বিস্তৃত আন্দোলন করলে সে—'যত খুশী উচ্চ কণ্ঠে তার জয়গান ঘোষণা করা হোক না কেন তাতে তার বৈজ্ঞানিক মূল্য একটুও বর্ধিত হবে না।'

উত্তেজিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে সে বসে পড়ল।

একটা অপ্রীতিকর নিস্তব্ধতা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। হয়ত আঁদ্রে ইগানিচ আশা করেছিল যে যারা চোখের ভাষায় সদিচ্ছা ও সমর্থনের ভাব দেখিয়েছে এবার তাদের উচ্চ চীৎকারে সমস্ত কক্ষ মুখরিত হয়ে উঠবে। কিন্তু সে রকম কিছুই হোল না।

'কমরেড চুরীকভ'—তাকে যে কাগজখানা চুরীকভ দিয়েছিল সেটাকে গুটিয়ে নিয়ে পলুখিন বলল—'এবার তোমার বলবার পালা'

চুরীকভ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল—যেন প্রতিমূহূর্তেই সে আহ্বানের প্রতীক্ষা করছিল। পিছন থেকে ব্লাউজ টেনে নিয়ে সভাপতির দিকে চেয়ে আরম্ভ করল—

'এই মাত্র আমরা তথাকথিত বিজ্ঞানীদের মৃতপ্রায় গোষ্ঠীর একজনের বক্তব্য শুনলুম। তারা কী আমাদের দিতে চায়? বিজ্ঞানকে রাজপথে টেনে এনো না—এই তার কথা। তাহলে কোথায় সে যাবে? এই সব বিজ্ঞানাদের নিভৃত বীক্ষনাগারে? বিপ্লবোত্তর রাশিয়ায় যে নূতন আন্দোলন গড়ে উঠছে তার কোন খবর রাখেন না এরা। অকার্যকরী বিজ্ঞান নিয়ে কি করব? যে-বিজ্ঞান কাজ করে চলেছে শুধু অজ্ঞাত ভবিষ্যতের জন্য, জন সাধারণকে যা প্রত্যক্ষ ফল কিছু দেয় না! এই সব স্বপ্নবিলাসা স্বার্থপর বিজ্ঞান সাধকের মুখে চেয়ে আর আমরা ধৈর্য ধরতে রাজা নই।

—'বিজ্ঞান সাধকদের সংগে আমাদের সম্বন্ধ শেষ হয়ে গেছে'—চুরীকভ বলতে লাগল—'তারা যদি যুগের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে না পারেন—তাদের আমরা সরিয়ে দেব এবং তাদের প্রতিবন্ধকতা সত্বেও বিজ্ঞানকে টেনে নিয়ে আসব রাজপথের ধূসরতায়'—

অসমাপ্ত বক্তৃতা শেষ করে চুরীকভ বসে পড়ল।

নিঃশব্দে কেটে গেল কয়েকটি মূহূর্ত—তারপর প্রতিধ্বনিত হতে লাগল উদ্দীপিত বিজয়োল্লাস।

এবার পলুখিন উঠে বলতে লাগল—

'কমরেড চুরীকভ সংক্ষেপে আসল কথাটি বলেছে। নিজেদের তরফ থেকে উভয়দলই অবস্থার পূর্ণ বিবৃতি প্রদান করেছে। এনিয়ে আমরা আর অধিক কিছু আলোচনা চালাব না। এই সভা তাহলে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহন করছে। 'মার্কসীয় নীতি অনুসারে মিউজিয়ম সংস্কৃত হবে।'

এতক্ষণে নিশ্চিত এলিনা বাঁধাছাদার কাজ শেষ করে ফেলেছে। আর প্রতিমুহূর্তে ওকে বিরক্ত করবে না ভেবে হিপোলিট কিসলিয়াকফ বাড়ী ফিরে এল মিটিং ভাঙার পর। যে ঝঞ্ঝামেঘ ওর মাথার উপর ঝুলছিল এতক্ষণ, অপ্রত্যাশিত ভাবে তা যেন কেটে গিয়েছে—আবার সোনালী সূর্য ঝলমল করছে। দিন যদিও বিষণ্ন মলিন কিন্তু এখন আর সকালের মত ওর মনে অবসন্নতার ভাব এতটুকুও নেই। বরং সবই যেন অপূর্বসুন্দর, যেন আরামের ঠেকছে। পথচারীরা আর ওর বিরক্তি উৎপাদন করছে না—বরং একটু কারুণ্যেই ও স্বেচ্ছায় সরে তাদের যাবার পথ করে দিচ্ছে। এমন কি একজন বৃদ্ধকে তার ঝুড়ি ট্রামে তুলে দিতে সাহায্য করল ও। স্ত্রীর চলে যাওয়ায় যেন ওর ঘরে অফুরন্ত স্বাধীনতা আর শান্তি ওর জন্য অপেক্ষা করছে।

শুধু একটি ব্যাপারে ও একটু বিচলিত হচ্ছিল। মিউজিয়মের অবশিষ্ট মস্তিস্কজীবীর ইগানিচের প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তার জন্যে ও ইগানিচের প্রতি নিজের সহানুভূতি প্রদর্শন করেনি। একটি লোকও প্রস্তাবের বিপক্ষে হাত তোলেনি'—তাছাড়া ও দেখেছে সভা ভংগের পর অনেকেই ইগানিচের কাছে এসে সহানুভূতি জানিয়েছে। কিন্তু ও সেরকম কিছু করতে পারে নি'—তার কারণ ঠিক সেই সময় পলুখিন করিডয় দিয়ে যাচ্ছিল।

এখন আঁদ্রে ইগানিচ কী ভাববে?………কিসলিয়াকফের মেজাজ আরও খারাপ হয়ে গেল এই চিন্তায় যে, স্ত্রীর সংগে ওকে ষ্টেশনে যেতে হবে—তার খুড়ী ও কুকুরের সংগে তাকে গাড়ীতে তুলে দিতে হবে। মাঝে ওর মনেও হয়েছে যে অসুস্থতার ভান করে ও এই বিদায় অভিনয় এড়িয়ে যাবে।

বাড়ীর দরজায় প্রায় পা দিয়েছে এমন সময় ও ফিরে দাঁড়াল। একটি মহিলা ওর দিকে আসছে—ও দেখতে পেলে। মহিলাটি ওর এক ঘনিষ্ঠ ইনজীনিয়র বন্ধুর পত্নী—বন্ধুটি এখন জেলে। বহু-পূর্বেই মহিলাটির সংগে দেখা করা উচিত ছিল কিন্তু সেটুকু কষ্ট স্বীকার করেনি' ও। এই কারণেই এখন সাক্ষাৎ করা আদৌ সুবিধা জনক নয়। এর আগে যতবার রাস্তাঘাটে দেখা হয়েছে ও এড়িয়ে গেছে তাকে। এটা লজ্জার কথা এই জন্যে যে মহিলাটির মনে হয়ত এই বিশ্রী চিন্তা আসতে পারে যে সুসময়ে ও এখানে বহুবার এসেছে, চা মদ পান করেছে কিন্তু এখন যখন বিপর্যয় এসেছে অন্য বন্ধুদের মত এ লোকটিও সরে পড়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ও দেখা করতে যায়নি তার কারণ— মানুষ যখন বিপর্যস্ত হয় তাকে সমবেদনা জানানো ভাল। কিন্তু সে যদি কৃত্রিম হয়ে পড়ে ত তার চেয়ে বিশ্রী পরিস্থিতি আর ভাবা যায় না।

ও যখন এল এলিনা ইতিমধ্যেই তার গোছান শেষ করে ফেলেছ। তীক্ষ্ণভাবে ওর দিকে চেয়ে এলিনা জিজ্ঞাসা করল।

—'তোমার কি হয়েছে?'—

—'কেন বলত?'—

—'শ্রান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে'—

—'আমার কেমন ভাল লাগছে না'—

—'তাহলে আর তোমায় আমাদের পৌঁছে দিতে ষ্টেশনে যেতে হবে না'

—'তুমি কী যে বল? পূরো মাসের জন্য তুমি চলে যাচ্ছ আর আমি তোমায় গাড়ীতে তুলে দিতে যাব না?'

নিঃশব্দে এলিনা এগিয়ে এল স্বামীর দিকে—তার কপালে চুমু খেল।

কখন কখনও এলিনা বলে—'সারা দিনই কাজের জন্য বাইরে থাক কেন? আমি একবারও তোমার দেখা পাই না। আর বাড়ী ফিরলেও তুমি কোন বইয়েতে মুখ গুঁজে থাক।'

এলিনা স্বামীর পাশে বসে হাতটা তুলে নেয় নিজের হাতের মধ্যে—তারপর বলে—

'তোমায় ছেড়ে যেতে ভারী কষ্ট হয় আমার। মনে হয় সব খুলে ফেলে দিয়ে তোমার পাশে থাকি। এবার সত্যিই তোমায় অসুস্থ অবস্থায় রেখে যেতে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সহরে আবার পীতজ্বর দেখা দিয়েছে।'

কিসলিয়াকফ এতক্ষণ হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে বসেছিল—হঠাৎ ওর ভয় হোল এলিনা বুঝি বা যাবে না। ও বললে—

—'ও কিছু নয়। সত্যিকারের কোন অসুস্থতা আমি বোধ করছি না।'

—'যখন লোকে দূরে যায় তখনই সে বুঝতে পারে যে নিজেকে নিজের কাছে একটুও ভাল লাগে না। জায়গার অকুলান নিয়ে ছোটখাট জিনিষের জন্য আমরা কষ্ট পাই কিন্তু সম্পূর্ণ ভুলে যাই যে প্রিয় জনের পাশে একই ঘরে থাকতে পারায় কী গভীর আনন্দ। তার সব চিন্তা ভাবনা একান্ত আমারই—এই কল্পনায় কত সুখ'—স্বামীর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে জোরে চেপে ধরে এলিনা।

—'এখন যখন আমাদের চারিদিকে এই ধরণের ঘটনা ঘটতে দেখি'—ভেনিগোরডসকির ঘরের দিকে মাথা তুলিয়ে এলিনা বলে যেতে লাগল—'নিজেদের এই সম্পর্কের মর্যাদার মূল্য তখনই বুঝি। বার বার একথা বলব যে সভ্যতার এই সন্ধিক্ষনে অহং এর নাগপাশ থেকে আত্মাকে মুক্ত রাখতে আমাদের সকল শক্তি প্রয়োগ করতে হবে'—সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদের মতপ্রেমকে বাঁধিয়ে রাখতে হবে—আরও সুদৃঢ় করতে হ'বে পরস্পরের ভালবাসার বন্ধনীকে।

১১

একটা অধীর মনোভাব নিয়ে বাসায় ফিরল কিসলিয়াকফ। অবশেষে এই একাকী থাকার আনন্দ ও দ্রুত উপভোগ করতে চাইলে। এতদিন একটি মুহূর্তও একান্ত আপনার করে না পাওয়ায় ক্লান্ত হয়ে উঠেছে ও।

ঘরে ঢুকে বইগুলির দিকে তাকাতেই হঠাৎ কেমন একটা ক্লান্তিকর—অনুভূতিতে মন ভরে গেল। নিজেকে নিয়ে কী করবে ও বুঝতে পারে না। কোন বই স্পর্শ করতেও মন চায় না। শূন্য ঘর মনকে আনন্দ দিতে পারে না—শুধু মনকে দমিয়েই দেয়। উঠে বাইরে বেরোল কিসলিয়াকফ।

মাঝের এই কয়েকটি বছর ওর আদর্শবাদী মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হয়ে দিন কাটিয়েছে। এই বিরতি যেন পক্ষাঘাত ঘটিয়ে দিয়েছে জীবনে স্ত্রী, খুড়ী, আর কুকুর গুলোর মধ্যে দিন কাটিয়ে ও ভাবত যে তার সত্বার সব কিছুই আজো বেঁচে আছে। শুধু পরিবেশের শত্রুতায় তার দিন কাটছে বন্ধ্যা হয়ে। আজ হঠাৎ নিজের শূন্যতায় ও চমকে ওঠে।

বহুদিন ধরেই এই আশংকা জনক লক্ষণ লক্ষ্য করেছে ও; একটি ঘণ্টাও একাকী বসে থাকতে পারে না। বাইরে ঘুরে বেড়াতে হয় নয়ত থিয়েটারে ছুটতে হয়। ভিতরের রুদ্ধ স্রোতকে চঞ্চল করবার জন্য বাইরের উত্তেজনার কাঙাল হয়ে উঠেছে মন।

যৌবনে যে ছাত্র সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল ও তাদের মতই ওর মধ্যে শিক্ষিত শ্রেণীর ঐতিহ্য বেঁচে ছিল। সকল প্রগতিশীল গোষ্টীর কার্য নিষ্টার ও ছিল উৎসাহী সমর্থক। তখন ধ্যান ছিল পৃথিবী থেকে হিংসাবৃত্তি লোপ করা। আদর্শের জন্য যারা জীবন বিপন্ন করছে, সেই সব শহীদদের প্রান বলি জাগ্রত করত ওকে—মুগ্ধ করত। এ মুগ্ধতা আদর্শগত সে কথা সত্য। সেই কারণে বিপ্লব যখন এল নিজের হৃদয়ের নীতি তাতে সায় দিয়েছিল। এই বিপ্লবের পথেই ব্যক্তি সত্বা মুক্তি পাবে, শাসন ও শোষণের অবসান হবে।

কিন্তু প্রকৃত বিপ্লব যখন এল দেখা গেল বিপ্লবীরা মরার চেয়ে বাঁচা পছন্দ করছে বেশী। দেখা গেল বিপ্লবে যারা জড়িত তারা বিপ্লবোত্তর যুগের শাসন যন্ত্রের ঘাঁটিগুলি আগলে বসে রইল। তার ফলে পুরাণো শাসন তন্ত্রের পুনরাবৃত্তিই ঘটতে লাগল।

অন্য শ্রেণীর দ্বারা যখন নিপীড়িত হোত তখন এই শ্রমিক শ্রেণীকে কত বিপর্যস্ত ও কাঙাল দেখাত। কিন্তু আজ যখন তারাই অন্য শ্রেণীকে শাসন করছে তারা অতি নগ্নভাবেই সেই কর্তৃত্বের জানান দিচ্ছে।

প্রাক্ জীবনে কিসলিয়াকফ ছিল একজন রেলওয়ে ইনজিনীয়ার। রেল ও রেল সংক্রান্ত সব জিনিষকে ও ভালবাসত হৃদয় দিয়ে। যুদ্ধের আগে সরজমিনের কাজে সমস্ত রাশিয়া ঘুরে বেড়িয়েছে ও। মাঝে মাঝে সারারাত ও মানচিত্রে দেখে কাটিয়েছে। তখনই সাইবেরিয়া ওকে

আকর্ষন করত। বন্ধ্যা পতিত সাইবেরিয়াকে ও সৃষ্টি করবে এই ছিল ওর সাধনা। রেলস্নায়ু দিয়ে মৃত সাইবেরিয়ার ও প্রাণ সঞ্চার করবে। গড়ে তুলবে উপনিবেশ—প্রতিষ্টা করবে সুস্থ মানব সমাজ।

কিন্তু বিপ্লবের প্রথম মাসগুলিতেই কিসলিয়াকফ বুঝতে পারলে যে ওর ব্যক্তিত্ব ক্রমশঃ অলক্ষ্য উপায়ে ম্লান হয়ে আসছে। আশ্চর্য পন্থায় ও দলপতি থেকে সাধারণ কর্মীর স্তরে নেমে আসছে। কেন, তা ও বুঝতে পারে নি।

এখন যে দিন আসছে তাতে আবার বাঁচতে হলে ওকে সাধারণ শ্রমিকদের সংস্পর্শে আসতে হবে তাদের কর্তৃত্বাধীনে থাকতে হবে। এমন কি তাদের কাছে মাথা নামাতে হবে। এ চিন্তায় ওর মন আতংকে শিউরে ওঠে। শ্রমিকদের অগ্রগতির সংগে পা মিলিয়ে চলতে হলে ওকে দুটি কাজ করতে হবে। প্রথমতঃ শ্রমিকদের সভায় বক্তৃতা দিতে হবে এবং কার্যক্ষেত্রে তাদের ধ্বংসমূলক কাজে উদ্দীপিত করতে হবে। কিন্তু এ দুটিতেই ওর শিক্ষিত মনের এতদিনের প্রিয় সব আদর্শ চিরকালের মত নির্বাসিত হবে।

এই সব নানা কারণে ও নিষ্ক্রিয়তার সাধনা সুরু করল।

কাজ যদিও ওর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ তবুও ও কাজ ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষা করবে স্থির করল। ভূকম্পের মত এও এক মৌল বিপর্যয়। এই একই কারণে যারা কাজ ছেড়ে দিয়েছে—এই রকম যত লোকের সংগে সাক্ষাত হতে লাগল ততই ওর বিবেক শান্ত হতে লাগল। তাহলে একমাত্র ওই এই অবস্থায় নেই।

কিন্তু জীবিকার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে ও নির্দলীয় কর্মকেন্দ্রে যোগ দিল। নিজের ভরন পোষনের জন্য যতখানি দরকার ততটুকুই ও করবে প্রকৃত কিছু সৃষ্টি করার পরিবর্তে শুধু কাজ করার ভান করবে। নিজের

তরফ থেকে এরকম অভিনয় করার প্রশস্ত ক্ষেত্র হচ্চে মিউজিয়মের কাজ। নিজের বিশেষত্ব গোপন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তার এক বন্ধুর সহায়তায় মিউজিয়মেও প্রবেশ করল। তখনও ওর বিশ্বাস যে অন্তঃরের ঐশ্বর্য ওর অটুট আছে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তখন ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখত শিক্ষিত শ্রেণীর সেই সব লোককে যারা শুধু কাজ করে। আত্মিক ঐশ্বর্য চিরকালের মত হারিয়ে দেউলে হয়ে গিয়েছে যারা।

ষ্টেশন থেকে ফিরে আসার পর আজকের মত আর কোন দিনই ও শংকিত হয়ে ওঠেনি' হৃদয়ের এই শূন্যতা উপলব্ধি করে। স্ত্রীর চলে যাওয়ার পর এই প্রথম ওর মনের রিক্ততায় ও চমকে উঠল।

যে সম্প্রদায় ভুক্ত ও তাদের সংখ্যাও কমে আসছে দিন দিন। শুধু রাষ্ট্রগত জীবনেই নয়—আত্মিক জীবনের যে নিঃসংগতায় পীড়িত হচ্ছে তার হৃদয় তা থেকে একমাত্র মুক্তি দিতে পারে পলুখিন।

পলুখিনকে ও তাই আঁকড়ে ধরতে চাইল।

১২

শিক্ষিত মানস হচ্ছে চিন্তায় এবং সাহচার্য নিষ্ঠা।

তবু এ পর্যন্ত কিসলিয়াকফ নিজেকে প্রশ্ন করেনি—পলুখিনের সংগে ওর সম্পর্ক কত একনিষ্ঠ। শুধু বেঁচে যাওয়ার একটা আনন্দ অনুভব করছিল কিসলিয়াকফ। সেই সংগে পলুখিনের প্রতি একটা কৃতজ্ঞতার ভাবও অংকুরিত হয়ে উঠেছে ওর মনে—যা ভালবাসারই নামান্তর।

একটা হর্ষিত মন নিয়ে ও মিউজিয়মে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। সেখানে পলুখিনের সংগে দেখা করতে হবে—তার সংগে মৈত্রীক

আরো নিবিড় করতে হবে। কারণ এই মৈত্রীর বন্ধনী ধরেই ও আবার প্রকৃত জীবনের স্বাদ পাবে।

ঘরে থাকতে থাকতেই হঠাৎ বাঁদিকে কেমন একটা যন্ত্রনা বোধ করতে লাগল ও। একটা কোথাও যে গোলমাল হয়েছে—একটা বিরক্তিকর কিছু আছে এখনও যার সম্মুখীন হয়নি ও আজও—এসব তারই লক্ষণ।

ওর মনে পড়ে গেল—নিজের ও সহকর্মীদের মধ্যেকার সম্পর্ক নিয়েই এ যন্ত্রনা। হয়ত এ শুধু ওর কল্পনা, হয়ত বা সত্য সত্যই তারা কিছু লক্ষ্য করেছে তারপর তার সংগে নিজেদের কল্পনা জুড়ে দিয়ে ভাবছে—'এর পর আর কি লোকের সততায় বিশ্বাস করা চলে? একে আমরা আমাদেরই একজন বলে মনে করতুম যার সামনে কোন সতর্কতার দরকার হয়নি—সেই শেষে বিশ্বাস ঘাতকতা করল!'

এই চিন্তা ওকে এত অন্যমনস্ক ও বিচলিত করে তুলল যে বারান্দা দিয়ে যাবার সময় ও যে কোন কিছুর উপর পা দিয়েছে তা লক্ষ্যই করলে না। হঠাৎ পিছন থেকে এল তীব্র চীৎকার।

—'চোখ বুঁজে কোথায় যাচ্ছ? এখানে যে রংগুলো রয়েছে দেখতে পাচ্ছ না?'

মনে পড়ে গেল রং মিস্ত্রীরা দরজার পাশেই এক টিন রং রেখে গিয়েছিল।

—'অদ্ভুত'—মনে মনে ও বললে—'লোকে কী ভাববে তা নিয়ে অনবরত মাথা ঘামান'র অর্থ কি? আমি কি আমার ইচ্ছানুসারে চলতে বা আমার পছন্দ মত আমার জীবনকে চালাতে পারব না? প্রত্যেক পদক্ষেপে কেন চারিদিকে তাকাতে হ'বে? আমার গন্তব্য পথ নির্দিষ্ট করে নিয়ে সেই দিকেই যাব আমি। কোন দ্বিধা না করেই আমি বলতে

পারি—পলুখিন চমৎকার লোক। তার সংগে বন্ধুত্বে আমি সুখী।'

এর উত্তরে তারাও ত বলতে পারে—

—'কে ভাল বা মন্দ—সে কথা ত হচ্ছে না। এটা আদর্শের প্রশ্ন—দলগত বিশ্বাসের প্রশ্ন। তোমার কথার সরলার্থ হচ্চে, তুমি তোমার শ্রেণীর সংগে বিশ্বাস ঘাতকতা করেছ এবং এমন লোকের সংগে বন্ধুত্ব করেছ যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে—আমাদের পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া।'

এর উত্তরে ও কি বলতে পারে না—মানুষের আদর্শের পরিবর্তন হ'তে পারে ত। এটা ত প্রায়ই ঘটে থাকে যে মানুষ নিজের সম্প্রদায় ছেড়ে অন্য সম্প্রদায়ে যোগ দিয়েছে যাদের সংগে তার আদর্শের সমতা ঘটেছে বেশী।

এবার ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে দাঁড়াল—কারণ এখন ওকে জিজ্ঞাসা করা হতে পারে —

—'অনেকদিন ধরেই কি এই শ্রেণীর লোকের সংগে তোমার আদর্শের মিলন ঘটেছে? এই ত সেদিনও তুমি ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণে উষ্মা প্রকাশ করেছিলে? চব্বিশ ঘণ্টাও অতিবাহিত হয়নি' তুমিই ত অবতারনা করেছিলে সেই গাধার গল্প—যাকে জলের ধারে টেনে আনা যায়—ইত্যাদি ইত্যাদি। খুব বেশীক্ষণ হয়নি' তুমিই ত বলেছিলে—পলুখিন একটা বর্বর—যে নিজের নির্বুদ্ধিতায় যা' কিছু মহৎ তাকে শুধু ধ্বংস করতেই ভাল জানে।'

এ সব কথা ও বলেছিল বৈকি। ওর স্বভাবই হচ্ছে মনের গোপন কথা মুহূর্তের ঝোঁকে বলে ফেলা।

পলুখিন যেদিন প্রথম কাজে যোগ দিল সেদিন ও গ্যালাহফের কাছে বলেছিল যে পলুখিন একটা বর্বর। এখন গ্যালাহফের পক্ষে এটা খুবই

সম্ভবপর—কোন একটা সুযোগ্য মূহূর্তে সে পলুখিনকে বলে বসতে পারে :

—'এই লোকটা তোমার বিরুদ্ধে কি বলেছে, জান কি ?......'

এই সব চিন্তা ওর মনকে বিভ্রান্ত করে তুলছে। একটা স্নায়ুবিক উত্তেজনার মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছে। যেন পাহাড়ের খাড়াই থেকে ওকে দড়ী বেঁধে নীচে ঝুলিয়ে দেওয়া হচ্ছে—প্রত্যেক পদক্ষেপে এখন জীবন সংশয় ঘটতে পারে। সর্বক্ষণ ওর বুকের মধ্যে একটা ধুকপুক চলছে—যে কোন মূহূর্তেই যে কোন পক্ষ সে কথা ফাঁস করে দিয়ে ওকে অপমানিত করতে পারে—এই ভয় হচ্ছে ওর।

মিউজিয়মে পৌঁছে গেল কিসলিয়াকফ। পূর্বের মত আজও ও সার্জিকে ওর ওভারকোটটা রাখতে দিলে—সেলাই করা দিকটা ভিতরের দিকে দিয়ে। হঠাৎ ও দেখতে পেল পলুখিনকে সিঁড়ির উপরে। সেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে ওরই প্রতীক্ষায়।

'তোমার সংগে দেখা হয়ে খুব ভাল হোল, কমরেড।'

'কিসলিয়াকফের প্রথমে ভয় হতে লাগল—পলুখিন হয়ত ওকে মিটিং সম্বন্ধে ওর মতামত জিজ্ঞাসা করে বসবে আর লাইব্রেরী থেকে আসার পথে কোন সহকর্মী হয়ত সে কথা শুনে ফেলবে। 'কমরেড কিসলিয়াকফ এ সম্ভাষনও ওর কানে বিরক্তিকর শোনাল—এতে যেন ও আহতই হোল।

পলুখিন কিসলিয়াকফের আগে আগে করিডর দিয়ে যেতে লাগল কথা বলতে বলতে—অবশ্য মিটিং সম্বন্ধে কোন কথাই উঠল না। প্রথম হলের সম্মুখে এসে সে থামল।

—'মনে পড়ে তুমি আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলে, এখানে দাঁড়িয়ে কী আমি দেখছি ? তখন আমি বলে ছিলাম, আমার মাথায় একটা চিন্তা এসেছে'—

—'হ্যাঁ, মনে পড়ে'—

'জানো, প্রথম যখন আমি এখানে এসে চারিদিক দেখলুম তখন আমার কি মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল এ সবই মুখ্‌খুমি।'

'মুখ্‌খুমি কি ?'

'এই সমস্ত কাজ······এখানে তোমরা কি করছ? কতকগুলো প্রাচীন মৃত জিনিষ মজুত করে রেখেছ মাত্র। আর জারের তরবারী গুলো... ..একবার আমরা এদের প্রতি সম্মান দেখাতে সুরু করলে জন সাধারণও এগুলো সম্মানের বলে ভাবতে শিখবে।'

—'সে সত্যি'- কিসলিয়াকফ বললে।

'এখানে সব অতীত শতাব্দীর ব্যাপার। তার মানে—আমরা এখনও অতীতের জগতে বাস করছি। এ সব মৃত জিনিষ সত্যি কিন্তু মৃত অতীতকে সুশৃংখলিত করতে পারলে তবেই না তারা বর্তমানে বেঁচে উঠবে।'

—'খুব সত্যি কথা'—কিসলিয়াকফ বললে কিন্তু তক্ষুনি ও উত্তর দিল না—কারণ ও পলুখিনের চিন্তাধারার অনুসরণ করতে পারছিল না—এবং সে কথা বলারও ওর সাহস হোল না।

—'মিউজিয়মকে এমন ভাবে সাজাতে হ'বে যাতে এ কেবল অতীতেরই রক্ষক হবে না—একে দেখে যাতে বোঝা যাবে কোথা থেকে আমরা এসেছি এবং আমাদের লক্ষ্য কি ? তাই ঠিক নয় কি ? তোমার কি মনে হয় ?'

কিসলিয়াকফ আবার বললে—'এ খুব খাঁটি কথা।' প্রশ্ন শেষ না হতে ও কথা কইলে না। কিছু চিন্তা করার পর বললে। তা না হলে হয়ত পলুখিন ভাববে যে কিছু না বুঝেই শুধু কর্তার কথায় সায় দিচ্ছে কিসলিয়াকফ।

—'স্মৃতিস্তম্ভ রাখবার মত অত টাকা আমাদের নেই—আর এই রকম সব অনাবশ্যক স্তম্ভ। আমরা এমন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করব যা আমাদের অতীত ও ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল আলোয় তুলে ধরবে। সেই হবে মিউজিয়মের প্রকৃত সার্থকতা'—বললে পলুখিন।

পলুখিন কী ইংগিত করেছে—কিসলিয়াকফ বুঝতে আরম্ভ করল। আর সেই সংগে ও অনুভব করতে লাগল, যে-জীবন ওকে পরিত্যাগ করে গিয়েছিল আবার যেন ও তার নিকটবর্তী হচ্ছে।

—'বুঝেছি'—ও বললে—'বাইরের পুনর্গঠনের সংগে সংগে মিউজিয়মকেও সমান তালে তাল রেখে চলতে হবে। মিউজিয়মের প্রতিটি বস্তু কেবল মাত্র অতীতকেই তুলে ধরবে না—জাতীয় প্রগতির প্রতিটি ধাপ আর বর্তমানের প্রতিটি অর্জিত সাধনাকেই উপস্থাপিত করবে। অতীত বস্তু গুলি কেবল মাত্র শ্রেণীবদ্ধই হবে না—তাদের মধ্য দিয়ে দেখাতে হবে বিগত দিনের একটা প্রবাহ'

'চমৎকার। সহজেই ধরতে পেরেছ আমার বক্তব্যকে'—কিসলিয়াকফের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে পলুখিন বললে। অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যে ও পুলকিত হয়ে উঠল। আনন্দের কারণ, ও পলুখিনকে বুঝতে পেরেছে—আরও ঘনিষ্ঠ হ'তে পারবে তার সংগে। আনন্দের কারণ, নূতন শাসনতন্ত্রে যারা অবহেলিত হয়েছে তাদের মধ্যে শুধু তারই একমাত্র প্রয়োজন আছে। সর্বশেষে ওর আনন্দের আর একটা কারণ—ওর মধ্যে নূতন কিছু একটা প্রবাহিত হচ্ছে—ডিরেকটার পলুখিনের নিকট সান্নিধ্যে নবতর কাজের আজ ও সম্মুখীন হয়েছে।

—'আমার কি ইচ্ছা হয়েছে জান?'—সে বললে 'মিউজিয়ম পুর্নগঠনের জন্য আমি একটা স্কীম তৈরী করতে চাই'।

'চমৎকার! সুরু করে দাও'—

—'এই সমস্ত পুরাণো ধর্ম্মাত্মক ছবিগুলিকে পরিহার করতে হবে--

—'গোল্লায় যাক্। এই সব ছবির মূল্য কী ?—প্রবল ভাবে হাত আন্দোলিত করে পলুখিন মন্তব্য করলে—'তুমিই একমাত্র এখানে জীবন্ত লোক···কিন্তু তোমার সহকর্মীরা, ওরা শুধু কবর খুঁড়ছে, আর কিছু নয়। তোমার মত কর্মীই আমরা চাই'।

—'ও নিশ্চয়ই'—কিসলিয়াকফ সম্মতি জানায়—'যোগ্য লোকদের একত্রিত করতে হবে—তরুণের দ্বারাই এসব ভাল হবে'—

গুসেভ পিছন দিয়ে চলে গেল দেখে কিসলিয়াকফের মেরুদণ্ড কেন যেন শির শির করে উঠল।

এই দ্বিতীয় বার উদ্দেশ্য নিয়ে গুসেভ তার পথ অতিক্রম করল। হয়ত সে গিয়ে গ্যালাহফকে বলবে।

'হা ঈশ্বর। এই সব লোকের কথা একবার ভাব দেখি। এই ত সেদিনও বলেছে, নূতন ডিরেকটার একটা বর্ব্বর—সব কিছু সে ধ্বংস করে দেবে—আর আজ ও তারই সংগে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে······।'

কিসলিয়াকফ বলল—'আপনার সংগে আমার সাক্ষাৎ সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত ঘটনা আঁদ্রে।'

—'কেন ?'

—'আপনি যখন এখানে এলেন—আমাদের ধারনা ছিল, এই লোকটা কিছুই জানেনা। সব পণ্ড করতে এসেছে। কিন্তু এখন আপনাকে দেখে আমার মন মুগ্ধ হচ্ছে।'

যেন নিজেকে খুলে ধরল কিসলিয়াকফ। এরপর কোনদিন গ্যালাহফ পলুখিনকে যদি কিছু বলবার চেষ্টা করে, পলুখিন হেসে বলবে—'সে আমি জানি—ও নিজেই একদিন বলেছে সে কথা আমায়।'

'তাহলে সব বুঝতে পেরেছ'—পলুখিন জিজ্ঞাসা করে।

'নিশ্চয়'—

—'বেশ, তাহলে কাজ সুরু করে দাও'—

১৩

পরের দিন আর্কাডি এসে পৌঁছল। বিকেলে কিসলিয়াকফ তার সংগে দেখা করতে যাবার জন্য প্রস্তুত হোল। যতদূর সম্ভব চারু প্রসাধন করলে ও। মনে মনে ভাবলে, অংগসজ্জায় আর্কাডির যে ঔদাসীন্য তার ফলে হয়ত সুবেশ কোন পুরুষকে আর্কাডির তরুণী বধূ বেশী মনোযোগের সংগে লক্ষ্য করবে।

বাস থেকে যেখানে নামল কিসলিয়াকফ সেখান থেকে স্যাডোভায়াতে আর্কাডির ফ্ল্যাট বেশ কিছু দূরে। হেঁটে যাওয়াই সিদ্ধান্ত করলে ও —কারণ জোরে কামান'র জন্য ওর গাল লাল আর গরম হয়ে উঠেছে। বাইরের হাওয়ায় সেটুকু স্বাভাবিক হয়ে আসুক।

আর্কাডি যৌবনে ছিল দীর্ঘদেহী—একটু আনাড়ি প্রকৃতির আর সংযতবাক। তার অন্তরে ছিল করুণা আর মানুষের প্রতি গভীর বিশ্বাস। সাধারণতঃ তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ কিন্তু যাদের সংগে তার ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশী তাদের সম্বন্ধে সে বলত—'ভারী চমৎকার লোক' বা 'খুব চালাক ছেলে ত'।

ছাত্র জীবনে ওরা দু'জন এক সংগেই থেকেছে। সারা শীতকাল পাতলা পুরাণো ওভার কোট মুড়ি দিয়ে আর্কাডি চারিদিকে পড়িয়ে বেড়াত। বুর্জোয়াদের ঘৃণা করত আর নিজের দারিদ্র্যে অত্যন্ত গর্ব বোধ করত।

সেই দিনের স্বপ্ন সে দেখত যেদিন মানব সমাজের এই বিষণ্ণ, ঝিমিয়ে পড়া, জড় বুদ্ধি, সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়কে জীবনের ঝঞ্ঝা উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

আলোচনায় একটা বিষয়ে তাদের প্রায়ই মতানৈক্য ঘটত। কিসলিয়াকফের মতে ব্যক্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতাই সবচেয়ে বড় কথা। আর্কাডি বলত—'ন্যায় ও সত্যেরই প্রথম স্থান পাওয়া উচিত। যদি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে প্রাধান্য দেওয়া হয়—তাহলে আরও অনেক নৈর্ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করতে হবে। সেক্ষেত্রে সকলের প্রতি সমান আচরণ ও ন্যায় বিচার দেখান যাবে না। সমাজের প্রচলিত সংস্কার ও কুপমণ্ডুকতাকে আর্কাডি অবজ্ঞা করত। সে ছিল বৈরাগীর মত—শেষ কপর্দকটি বিলিয়ে বসে থাকত। কোন বন্ধু যদি শীঘ্র ঋণ পরিশোধ করে দেওয়ার কথা বলত ত তাকে অভিসম্পাত করত। অনাবৃত টেবিলের উপর সে ঘুমোত। সব থেকে আক্রোশ তার ছিল ধর্মের উপর। ধর্মই মানুষকে পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করে তাকে বিনম্র ভাবে গ্রহণ করতে বাধ্য করে।

একটা সরু গলিতে ফ্ল্যাটে ঘর নিয়েছে আর্কাডি।

রাস্তাগুলো এরমধ্যেই অন্ধকার হ'য়ে এসেছে—পাড়াটাও কেমন যেন ঝিমোনো।

কিসলিয়াকফ যতই বন্ধুর বাড়ীর কাছে আসছিল ওর হৃৎপিণ্ড ততই দ্রুত স্পন্দিত হচ্ছিল। হাঁটার ফলে মুখের উত্তাপ আবার বেড়েছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তার বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর সংগে সাক্ষাৎ হবে। কি জানি টেলিগ্রামের বিশেষ ইংগিত মেয়েটি কি ধরতে পেরেছে?

কাঁচের দরজাটা খুলে অজ্ঞাত সারেই ল্যাম্পের প্রতিফলিত আলোকে সেই কাঁচে নিজের চেহারা দেখে নিল। ওর গাল তখনও লাল—এমন

কি কান পর্যন্ত লাল হয়ে উঠেছে। একটু ঠাণ্ডার প্রলেপ দেওয়ার জন্য ও কান দুটো হাত দিয়ে চেপে ধরলে কিন্তু তাতে সেদুটি আরও রাঙা হয়ে উঠল। দ্বিতলে প্রশস্ত বারন্দায় হোটেলের মত দুপাশে দুটো দরজা আছে। দেয়াল গুলোতে সবেমাত্র চুনকাম করা হয়েছে—দরজাগুলোয় রং দেওয়া হয়েছে। আর্কাডির ফ্ল্যাটের দরজায় কাগজের সীট আটা যাতে দরজার রং হাতে না লেগে যায়। দরজাটা খোলাই ছিল। ঘরের ভিতরে দেখা যায় ট্রাংকগুলো ডালা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে টেবিলের উপর একটা মোমবাতী জ্বলছে—ঘরের বৈদ্যুতিক আলো জ্বালা হয়নি তখনও। একখানা কাগজের উপর রয়েছে বাঁধা সসেজ—টেবিলের উপর একটা খালি গেলাস ও কাপ। খুব সম্ভবতঃ এই মাত্র তারা চা খেয়েছে।

ঘরের ঠিক মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক সুতির ব্লাউজে। কোমরে বেল্ট নেই জামার আস্তিন গুটান। লোকটির চুল ঠিক মুখের উপরে এসে পড়েছে, একটা কাঠের বাক্স খুলতে সে মহা ব্যস্ত। সাঁড়াশি দিয়ে সে উপরের কাঠের পেরেকগুলো টেনে তুলছিল। সেই দীর্ঘ অবয়ব ও চুল দেখে তৎক্ষণাৎ কিসলিয়াকফ চিনতে পারলে, এই আর্কাডি।

বাইরে পদধ্বনি শুনে আর্কাডি মাথা তুলল—তারপর চুলগুলো পিছনে সরিয়ে দিয়ে সহাস্য মুখে বললে—'খুব খুশী হলাম দেখে।'

প্রথম দৃষ্টি পাতেই কিসলিয়াকফ লক্ষ্য করলে- আর্কাডির মধ্যে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। আগেকার দিনে কোন বন্ধুর সংগে দেখা হলে সে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে বলত—'এই যে রাসকেল।' কিন্তু এখন তার মধ্যে এসেছে কেমন একটা অস্থিরতা। ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে আর্কাডি অতিথিকে বসতে দেওয়ার জন্য আসন খুঁজতে লাগল। পুরাণো দিনের সেই প্রাণের প্রাচুর্য কোথায় হারিয়ে ফেলল আর্কাডি!

আগে ওর চুল ছিল বড় বড—কথা বলবার সময় বার বার সে হাত দিয়ে চুল গুলোকে পিছনে উল্টিয়ে দিত। ছোট একটু দাড়িও ছিল, সেই দাড়িতে পাক দিত সে কেমন যেন এলোমেলো—অতি ভাল মানুষ ছিল আর্কাডি। সর্বদাই পোষাক সম্বন্ধে কোন একটা ভুল করে বসত—হয় কিছু পরতে ভুলত নয়ত উল্টো করে পরত।

—'মোমবাত্তী জ্বেলে বসে আছ যে?'

—'আলো ফিউজ হয়ে গেছে। চা খাবে?'

—'না, না, কেন শুধু শুধু চায়ের জন্য সময় নষ্ট করবে' খুব উৎফুল্ল, তেজী কণ্ঠে বলল কিসলিয়াকফ। ও ভাবল যে আর্কাডির স্ত্রী নিশ্চয়ই এই ঘরের ভেজান দরজার পিছনে আছে।

'এগিয়ে এস কাছে, একটু ভাল করে দেখি' —কনুই ধরে ওকে আলোর দিকে ফিরিয়ে আর্কাডি বলল—'তুমিও বন্ধু বুড়ো হ'তে চলেছে।'…'আমার তার পেয়েছিলে?'—জিজ্ঞাসা করে কিসলিয়াকফ তখনও ওর কণ্ঠে উদ্দীপনার সুর।

—'ও নিশ্চয়—ধন্যবাদ। তোমরা আর আমি মস্কোকে 'প্রতিশ্রুত রাজ্য' বলে কল্পনা করতুম…বাঃ তুমি ত বেশ সুন্দর সেজেছ…কলার, টাই সুট'—বন্ধুকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে আর্কাডি মন্তব্য করে।

—'তুমি জান কী অধীর আগ্রহে আমি তোমাদের প্রতীক্ষা করছি'— বললে কিসলিয়াকফ।

—'ও আজ কত দিন পরে দেখা হোল? এখনও কাজ করছ ত?…

'হ্যাঁ কাজ করছি'—একটু দ্বিধার সংগে বললে কিসলিয়াকফ– 'আচ্ছা, এখন বল দেখি প্রদেশগুলোতে হালচাল কি রকম?'

—'খুব খারাপ। সবচেয়ে খারাপ হচ্চে -সমাজ বলে একেবারে কিছু নেই -প্রত্যেকেই নিজের নিজের কোটরে বসে আছে—কারুর

সংগে কারুর সৌহাদ্য নেই। তারা মেতে শুধু ভডকা গেলবার সময়। প্রচুর ভডকাই তারা পান করে—এমন কি মহিলারা, ছোট মেয়েরা পর্যন্ত'—সাঁড়াশিটা হাতে নিয়ে বাক্সের উপর বসে আর্কাডি বলে যায়—'কিন্তু এর বেশী কী আশা করতে পার তুমি? জীবনে যাদের কোন উদ্দেশ্য নেই।…সেই যে কে যেন বলছেন—উদ্দেশ্যই হচ্ছে জীবন্ত মানুষের ঈশ্বর।'

—'সে কথা সত্যি—'

—'আর কাজেই………কোন কিছুতেই কারুর আগ্রহ নেই; 'সাদা ময়দার' ওপারে আর লোকের আগ্রহ এগোতে পাচ্ছে না। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আধুনিক ধারণাই হচ্চে—তারা যেন সেই পিরামিড নির্মাতা ইজিপ্‌সিও দাস। সেই পিরামিডেই একদিন তাদের সমাধি শয্যা রচিত হবে। আর আমরা যারা আছি তাদের যেন সকল কাজ ফুরিয়ে গেছে এক সময় হয়ত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠছি আবার এক এক সময় সব ভুলে যেতে চাইছি।' আর্কাডি বলতে থাকে—'কোন কাজই কেউ সম্পূর্ণ ভাবে করছে না—প্রত্যেকেই তার প্রতিবেশীর প্রতি অবিশ্বাসী—সব সময় অতি মাত্রায় সতর্ক। সহরের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মাত্র দুটি লোক আমার মনের উপর ভাল ছাপ রেখে গেছে। একজন আংকেল মিশা আর একজন লোভোচকা এই বলে আমরা তাদের ডাকতুম। এরা দুজন খুব উঁচু দরের লোক—এদের আধ্যাত্মিক আকাংখা গভীর, এদের কাছে গেলে একটু নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচা যায়। সারা সহরে মাত্র এই দুটি লোকই আছে।'

আর্কাডি একবারও জানতে চাইলে না যে,ও কমিউনিষ্ট কি না। আর কিসলিয়কফের মনে হোল আর্কাডি হয়ত ভাবছে—'এই লোকটা যখন এ রকম প্রফুল্ল—এ নিশ্চয়ই নিজের কাজ ঠিকমত গুছিয়ে নিতে পেরেছে।'

এই কারণে আর্কাডি যাতে ওকে বিদেশী না ভাবতে পারে সে জন্য কিসলিয়াকফ বললে—'এখানেও ব্যাপার সুবিধা নয়, বন্ধু। কেবল একটুকরো রুটির জন্য আমরা কাজ করি। তুমিই ঠিকই বলেছ, জীবনে আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই। আমাদের প্রত্যেকের জীবনের উদ্দেশ্য মরে গেছে আর নতুন আমদানী করা আদর্শ প্রত্যয় জাগাতে পারছে না। যখন জানি ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই—তখন আমরা কেমন করে নিজের অস্তিত্বকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারব?'

আর্কাডি যদি জিজ্ঞাসা করে—'তুমি এখন কোথায় কি করছ?'—তবে যে ও নিজের কাজের সংগে ছলনা করছে তারও একটা কৈফিয়ৎ যুগিয়ে রাখলে যেন কিসলিয়াকফ।

আর্কাডি বাক্স থেকে উঠে সাঁড়াশি হাতে সারা ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

—'হ্যাঁ'—কিছুক্ষণ চিন্তা করবার পর সে বললে—'রাশিয়ায় বুদ্ধিধর্মীদের অভ্যুদয়—আমাদের মতে বেলিনিসকি যুগে আর লেলিনের সংগেই তার সমাধি। পুরাতনের মৃত্যুর পর এখন কি আমরা আবার নূতন চেতনাবোধের সন্ধান পাব? যদি না পাই তবে আমাদের আপজত্য ঘটবেই—কারণ উদ্দেশ্য না থাকলে কোন সামাজিক দলই টিকতে পারে না।'

আর্কাডির এই শামুকবৃত্তি কিসলিয়াকফ কিছুতেই সহ্য করতে পারলে না—এ কেমন যেন দুর্বল করে ফেলেছে তাকে। নিজের সম্বন্ধে সকল কথা আর্কাডির কাছে খুলে বলবার একটা অধীরতায় ও চঞ্চল হোল। এমন ভাবে বলবে যে আর্কাডি বুঝতে পারবে কিসলিয়াকফ কোন ক্রমেই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জীবন নীতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি।

আর্কাডির স্ত্রী পাশের ঘরেই আছে—এই কল্পনায় আর মনের আবেগে কিসলিয়াকফ গভীর উৎসাহের সংগে কথা বলতে লাগল। যদি ধরা যায় যে আর্কাডির মত মেয়েটিও পোষণ করে তাহলে ওর কথা যে মেয়েটি শুনছে এ ভারী আনন্দের। হয়ত সে এখন ওরই জন্য প্রসাধন করছে।

এখনই বন্ধু পত্নীর সম্বন্ধে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না —কারণ আর্কাডি হয়ত ভাবতে পারে যে, কিসলিয়াকফ বিশেষ করে তার জন্যই এসেছে। কাজেই দরজার পিছন থেকে সামান্যতম শব্দের আশায় ও উৎকীর্ণ হয়ে রইল কিন্তু কিছুই শুনতে পেলে না।

—যখনই কেউ বিপন্ন হয় অমনি তার বন্ধুদের উৎসাহ প্রশমিত হয়ে আসে—তাকে পরিত্যাগ করতে সুরু করে তারা—যাতে না সাহায্য করতে হয়' বলে যেতে লাগল কিসলিয়াকফ।

—'হ্যাঁ, এ বড় ভয়াবহ'—প্যাঁসনের ভিতর দিয়ে দূরের দিকে স্থির দৃষ্টি মেলে আর্কাডি মন্তব্য করলে।

—'আর কী সাংঘাতিক বিপর্যয় বলত। আমাদের ফ্ল্যাটে স্বামী স্ত্রীর একটি পরিবার বাস করে—তারা দেখতে বেশ সুন্দর এবং তখনও যৌবন পেরোয়নি তাদের। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তাদের প্রেম সবার দৃষ্টান্ত ছিল কিন্তু এখন তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেছে। স্বামীটি স্ত্রীকে ফ্ল্যাট থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নূতন একজনের সংগে বাস করছে আর তার স্ত্রী তার বিরুদ্ধে কোর্টে নালিশ করেছে আসবাব পত্র নিয়ে। আদালতে বিচার হবে, এ সুনিশ্চিত।'

আর্কাডি যন্ত্রণার সংগে ভ্রূকুটি করলে।

—'একবার ভাব দেখি যার সংগে এতদিন আত্মিক ও পারিবারিক

আনন্দ উপভোগ করলে, শুধু মাত্র আসবাব পত্রের জন্য তার বিরুদ্ধে কোর্টে যেতে হচ্ছে।'

—'তারা কোর্টে যাচ্ছে তার কারণ আর তারা আনন্দ উপভোগ করতে পারছে না—এইটাই নৈতিক অধোগতি'—বললে আর্কাডি। তারপর একটু চিন্তা করে নিয়ে তার সংগে যোগ করে দিলে—'হ্যাঁ —আমাদের জীবন থেকে দেবতা বিদায় নিয়েছেন। এ সাময়িক নয় চিরকালীন।'

আর্কাডির মুখে ভগবানের উল্লেখ শুনে কিসলিয়াকফ অত্যন্ত বিস্মিত হোল—কারণ অতীতে সে ভগবানের নাম পর্যন্ত শুনতে চাইত না। বিস্ময় গোপন করে ও মন্তব্য করলে—'হ্যাঁ তুমি ঠিক বলেছ, এই রকমই দাঁড়িয়েছে। ভগবান আমাদের জীবন থেকে চলে গেছেন—টিকে থাকার জন্য শুধু আছে একটা পাশব সংগ্রাম প্রবৃত্তি।'

—'বাজারের অবস্থা কেমন?'

—'বাজারের অবস্থা?'—কাঁধটা ঝাঁকিয়ে কিসলিয়াকফ বললে—'সাদা ময়দা প্রতি গড়ে তিরিশ রুবল! জীবন থেকে ব্যক্তিত্ব ও সৃজনী-প্রতিভা পিষে বের করে নেওয়া হয়েছে—এমন একটি রাজত্ব চলেছে পূর্ণ গৌরবে। প্রত্যেক জিনিষটাই তারা পুনর্গঠনের জন্য চেষ্টা করছে সর্বশক্তি দিয়ে। পাথর সৌধ তৈরী করতে গিয়ে তারা মানুষের আত্মা আর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে গোর দিচ্ছে। এরা ভাবে জোর খাটিয়ে সব করা যায় কিন্তু এরা জানে না সেই সুন্দর ইংরাজী প্রবাদটা—'

—'কিন্তু এই কমিউনিষ্টদের মতলবটা কি?'—বন্ধুর বক্তব্যে বাধা দিয়ে আর্কাডি প্রশ্ন করে।

কিসলিয়াকফ প্রায় বলে ফেলেছিল—এরা গোঁয়ার—জীবনের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে পারে না—জোরের নীতিই হচ্ছে এদের

জীবনের মূলনীতি, এরা দেশ থেকে সকল স্বাধীন চিন্তাধারা বিধ্বস্ত করছে ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু হঠাৎ অনুপস্থিত পলুখিনের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় ও নৈতিক লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়ল।

'কিছুদিন হোল কমিউনিষ্টরা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে'—বললে কিসলিয়াকফ—'গভীরভাবে আমি তাদের পর্যবেক্ষণ করেছি এবং জোরের সংগে বলতে পারি যে, যদিও এদের পলিসি গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ভ্রান্ত, তবুও এদের মধ্যে এমন লোক আছে যাদের নিষ্ঠা উঁচু ধরনের; এর চেয়েও বড় কথা এদের ব্যবহার অতি সুন্দর। এরা সৃজনী প্রতিভার যথেষ্ট সুযোগ দেয় এবং যে সব লোকের সুরু করবার উৎসাহ আছে, তারা তাদের কাছে পায় পূর্ণ স্বাধীনতা; কিন্তু কাজ সকলকে করতেই হ'বে। সেই সংগে কতৃ'ত্ব উঠে গেছে। এরা লোক বাছাই করতে জানে—যার যা' যথার্থ প্রাপ্য তাকে তা দেওয়া হয়'—

—'হ্যাঁ, এবিষয়ে তোমার সংগে আমি একমত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিজ্ঞানের জন্য এরা যথেষ্ট করেছে। এরা যা করছে পূর্বের গভর্ণমেণ্ট তার দশভাগের এক ভাগও করেনি। এ সবই সত্যি'—বিষন্নভাবে বললে আর্কাডি।

কিসলিয়াকফ এতে আরও উৎসাহিত হয়ে উঠল—কারণ আর্কাডিও কমিউনিষ্টদের প্রশংসা করছে—তাদের বুঝতে পেরেছে। কিসলিয়াকফ এই চিন্তায় খুশী হয়ে উঠল যে, এখন আরও খোলাখুলিভাবে সাম্যবাদীদের পক্ষে ও যুক্তি খাড়া করতে পারবে। ও বলে যেতে লাগল—

'এদের মধ্যে প্রায়ই এমন লোকের দেখা মেলে যারা সত্যই সম্মানার্হ, কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এরকম দেখা যায় না। এদের নিজেদের একটা উদ্দেশ্য আছে যাকে এরা পবিত্র বলে মনে করে—কিন্তু আমাদের শিক্ষিত গোষ্ঠীর…তাদের মেরুদণ্ড ভেংগে

গেছে'—ঝাঁট দেওয়ার ভংগিমায় দেহটা সম্মুখের দিকে ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললে আর্কাডি—তারপর জুড়ে দিলে—'হ্যাঁ এদের মেরুদণ্ড ভেংগে গেছে·········*অর্ধ মানব জাতির মেরুদণ্ড ভাংগার বিপদ পাতের গভীর* আশংকাও দেখা দিয়েছে। তারা যে প্রাণের প্রাচুর্যের মহড়া করে তা' আত্ম-গরিমা ছাড়া আর কিছুই নয়।' আর্কাডি অংগুলি হেলিয়ে পশ্চিমের দিকে দেখাল। 'মানুষ আজও উপলব্ধি করতে পারেনি' যে পৃথিবীর ঐতিহাসিক পাষাণ গাত্রে এ কি অবিশ্রান্তভাবেই ঘা দেওয়া হচ্ছে। একদিন এই পাথরে চীর ধরবে, ধূলায় ভেংগে পড়বে—সে সময়ও আসন্ন।'

'বৌ কোথায়'—জিজ্ঞাসা করলে কিসলিয়াকক—মনে মনে ও ঠিক করলে এবার বন্ধুকে তার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেসা করা যেতে পারে।·

—'সে তাড়াতাড়ি তার থিয়েটারের বন্ধুদের ওখানে গেল। জানত, তামারা একজন উন্মেষমুখী অভিনেত্রী। এখন এদিক ওদিক খোঁজ করেই বেড়াচ্ছে—কোন জায়গায় স্থিত পাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ওর সম্বন্ধে আমার কেমন চিন্তা—কেমন ভয় হয়'—

কিসলিয়াকক একটু বিরক্ত হোল। ও টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিল কত সুযোগ, ঘনিষ্ট আশা নিয়ে—আর টেলিগ্রামটা ত পাঠান হয়েছিল তাকেই উদ্দেশ্য করে। ও আসবে জেনেও তামারা আজ সন্ধ্যায় বাড়ীতে থাকল না! তামারার সম্বন্ধে একটা সুখকর রোমান্টিক বন্ধুত্বের কল্পনা করত ও—কেমন একটা ভাতৃত্ব ভাব। আর বন্ধু পত্নীকে এছাড়া অন্য কোনরূপে চিন্তা করতেই পারে না ও। তামারা ওর বোন হ'তে পারে। অথচ একটা অন্তর্গূঢ় অনুভূতির মায়াচ্ছন্ন ইংগিতও থাকবে- যা ওদের পরিচয়ের বন্ধনীকে আরো দৃঢ়—আরো শানিত করে তুলবে।

—'দেখবে তার ছবি'—আর্কাডি পাশের ঘরে চলে গেল। ফিরে এসে বন্ধুর হাতে একখানি ছবি তুলে দিলে।

কিসলিয়াকফ দেখলে কুড়ি বছরের একটি মেয়েকে—তার চেয়ে বলা ভাল, একটি কিশোরীর ফটো দেখতে লাগল ও। তার পরণে প্রশস্ত ব্লাউজ—খাটো স্কার্ট—লম্বা মোজা—একবারে জানু অবধি আবৃত করা। বাগানের বেড়ার উপর বসে আছে সে—খুব সম্ভবতঃ কোন গ্রামেতে এই ছবি তোলা হয়েছে। প্রথমেই যা' ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে—সে হচ্ছে তামারার পা। একটি" তন্বী কিশোরীর এত দীর্ঘ পা আর জানুর কাছে এমন ডৌল সত্যাই বড় আশ্চর্য সুন্দর।

—'আচ্ছা, এর সম্বন্ধে তোমার কেমন ধারণা হয়?' প্রশ্ন করে আর্কাডি।

—'খুব সুন্দর'—উত্তরে বলে কিসলিয়াকফ। সংগে সংগে ওর মনে হয়—কই এলিনার সম্বন্ধে এমন গর্বের সংগে আর্কাডিকে ও ত জিজ্ঞাসা করতে পারত না।

আর্কাডি বন্ধুর মত শুনে স্পষ্টতঃ খুশীই হয়েছে বলে মনে হোল কিন্তু সে তা বাইরে প্রকাশ করলে না—নিজেকে বাক্সের কাজে ব্যস্ত রাখলে। বাক্সের ডালাটা উঠাতে চেষ্টা করলে কিন্তু সাঁড়াশী দিয়ে পেরেকের মাথা সে ধরতে পারলে না।

—'এই যে এইটে দিয়ে চেষ্টা কর'—কিসলিয়াকফ ওর জ্যাকেটের ভিতর থেকে ছোরাটা বের করে দিল।

চেয়ে না দেখেই ছোরাটা নিয়ে ডালাটার ভেতর ঢুকিয়ে দিল আর্কাডি কিন্তু উপরের দিকে না উঠে ছোরাটা পাশের এক ফাটল দিয়ে পিছলে এল। চীৎকার করে আর্কাডি আহত আংগুল হাত দিয়ে চেপে ধরল। রক্ত ছিটকে মেঝেতে ও আর্ম চেয়ারের ঢাকনিতে

পড়ল। কাটা হাত ধুয়ে ব্যাণ্ডেজ করতে আর্কাডি যখন শোয়ার ঘরে চলে গেল ওর পিছনে মেঝেতে দেখা গেল একটা রক্তের রেখা পড়ে রয়েছে।

—'তুমি বড় অসতর্ক'—মন্তব্য করে কিসলিয়াকফ।

সর্বক্ষণ কিসলিয়াকফ বসে ছিল এই আশায়—যে তামারা ফিরে আসবে কিন্তু এগারটা বেজে গেছে। সাড়ে এগারটায় বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এর পরে ঢুকতে হলে দ্বারোয়ানকে ঘুষ দিতে হবে।

তামারার কাছ থেকে কোন সাড়া না পেয়ে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করল কিসলিয়াকফ। আজকের সব প্রসাধন ব্যর্থ হোল।

—'তুমি তাকে ক্ষমা কোরো; সে এত তাড়াতাড়ি মস্কোতে ছুটে এসেছে যে তার পক্ষে সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থাকা অসম্ভব'—একটু বিব্রত কণ্ঠেই আর্কাডি বলল। বন্ধুকে এই ভাবে বিদায় দেওয়া যে অন্যায়—এমনি একটা অস্বস্তি হোল তার।

কিসলিয়াকফ বাড়ী ফিরতে ফিরতে আর্কাডির যে পরিবর্তন হয়েছে তার কথা ভাবতে লাগল। হয়ত কোন কারণে আর্কাডি ধর্মের দিকে ঝুঁকে পড়ছে কিন্তু কিসলিয়াকফ এরকম আর্কষণের হেতু বুঝতে পারলে না; ওরা দুজনে যদিও স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক জগতের বাসিন্দা তবুও তারা দুজনেই এই নূতন শাসন তন্ত্রের প্রতি একটা বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে। অন্যের মতবাদের প্রতি প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তিই ক্ষমাশীল। তাই নিজের কাছে সম্পূর্ণ বিদেশী হলেও—বন্ধুর প্রিয় সব কথা—ও গভীর মনোযোগের সংগেই শুনে এল।

১৪

পরের দিন কিসলিয়াকফ আরো আগে বন্ধুর সংগে দেখা করতে গেল—বাইরে যাবার ইচ্ছা তামারার থাকলেও নিশ্চয়ই ও আজ তার দেখা পাবে এই আশায়। কিন্তু এসে দেখলে তামারা আজও বাড়ী নেই।

একা আর্কাডি ঘরের মধ্যে পায়চারী করছে—তাকে যেন বিচলিত দেখাচ্ছে।

জানলার ধারে যেখানে সব বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে কিছুটা তরল পদার্থ রাখা একটা ফ্লাস্ক ঝাঁকিয়ে আর্কাডি আলোর সামনে ধরল। তার চেহারা দেখে মনে হোল, সে যেন বন্ধুকে কিছু বলতে চায় কিন্তু সাহস পাচ্ছে না।

অবশেষে সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে মুখ খুললে—

—'আজকাল সে এমন সব লোকের সংগে মিশছে যা' দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ছি। আমার জীবনে এখন তিনটি জিনিষ আছে যা আমি অমূল্য বলে মনে করি—যার জন্য বেঁচে আছি। সে হচ্চে আমার বিজ্ঞান সাধনা, বন্ধুত্ব আর তামারার ভালবাসা। মেয়েদের আমি চির-দিনই আমার চেয়ে গরিয়সী বলে মনে করেছি। মেয়েদের সাহচর্যে কখনই কুচিন্তা আমার মনে উদিত হয়নি'। তাছাড়া আমি তাদের মা, বোন, বন্ধু বলে কল্পনা করি। তামারা আমার জীবনকে সুন্দরতর করতে সাহায্য করছে'।—আর্কাডি বলে যেতে লাগল সেই পুরাণো লাজুকতার সংগে। মনের গোপন ভাব প্রকাশ করতে চিরদিনই সে এমনি সলজ্জ।

—'তুমি হয়ত বলবে মানুষের প্রতি বিশ্বাসে আমি অদ্ভুত আদর্শবাদী'—

—'না, তুমি অদ্ভুত আদর্শবাদী সে-কথা বলব না'—কিসলিয়াকক্ষ মন্তব্য করে—'আজকের দিনে এই বিশ্বাস প্রবৃত্তি এত বিরল যে তোমাদের মত মানুষদের আমরা মহামূল্যবান মনে করি।'

—'তুমি বাড়িয়ে বলছ'.........

—'মোটেই নয়'।

—'আজকাল ও যেসব লোকদের সংগে মেলামেশা করে তাদের সম্বন্ধেই বলছিলুম। আর কীই বা বলতে পারি? এযুগ হোল লক্ষ্যহীন যুগ। পুরাণ জীবনকে ছেড়ে এসেছে এরা অথচ নূতনও এদের গ্রহণ করছে না—কাজেই এদের নৈতিক নগ্নতা প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। এই গোষ্টীর না আছে কোন চিন্তার ঐশ্বর্য—না আছে কোন গভীর অনুভূতি। সে সবের যোগ্যই এরা নয়। এদের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে কোন প্রকারে জীবন যুদ্ধে জয়ী হওয়া—যে কোন পথেই নিজেদের অবৈধ আসন গ্রহন করা।' একটু থেমে বন্ধুর দিকে চেয়ে আবার আর্কাডি বললে—'যাকে বলে ওদেরই ভাষায় পথপ্রান্তে পৌছান। কোন আদর্শকে লাভ করা নয়—কেবল মাত্র প্রাগৈতিহাসিক জীবদের মত কোনমতে নিজেদের শ্রেণীবদ্ধ করা। তামারার সমস্ত মেয়ে বন্ধুর সংগে আমার পরিচয় আছে—তারা কেমন আশ্চর্যভাবে বাঁচে। পুরুষের সংগে এক বিছানা ভাগ করাকে তারা কিছুই মনে করে না। আগে কোন ছেলে মেয়ের মধ্যে বিবাহ বন্ধন হলে নারী পুরুষকে তার হৃদয় উজাড় করে দিত—নিজের সত্বার গভীরতম সূত্রটি সংযুক্ত করত দয়িতের সংগে। কিন্তু আজ দেবার মত কিছুই

তাদের নেই—যে কোন মিলন "ক্ষণিকের আনন্দ" বলে তারা মনে করে—মনে করে একটা উদ্দেশ্য লাভ করার উপায় মাত্র'—

—'*আর পুরুষরা? মেয়েদের সংগে তাদের সম্পর্ক আগের মতই* আছে। যা' পাওয়া সহজ সাধ্য তাই তারা গ্রহন করে। নারীর সবচেয়ে মূল্যবান বলে কি মনে করে তারা আজকাল—জান'?

আর্কাডি থেমে তার বন্ধুর দিকে তাকাল।

—'মেয়েদের পা'— সামান্য নীরবতার পর সে বললে—'সে নারীর মুখের দিকে তাকায় না—তার চোখ, তার আত্মা, কোন দিকেই না—তার দৃষ্টি একমাত্র ঐ পায়ের দিকে।'

—"হ্যাঁ এটা সাংঘাতিক। কাজেই তুমি বুঝতে পারছ আমি কি বেদনা অনুভব করি যখন ভাবি—কোন শয়তান হয়ত "ক্ষণিকের আনন্দের" লোভে আমার কাছে যা' সবচেয়ে পবিত্র তাকে কলংকিত করবে। এটা খুবই আনন্দের কথা যে, সে আংকেল মিশা, লেভো-চকার তুল্য শিষ্ট ভদ্রলোকের সমাজে মেশে যারা ঐসব শয়তান আর তামারার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। অবশ্য আমার প্রতি তার গভীর ভালবাসাও তাকে রক্ষা করছে। কিন্তু সবচেয়ে আমায় যা' ভীত করে তুলেছে সে হচ্চে তামারার নিজের আত্মিক রিক্ততা। নিজেকে নিয়ে সে একটুও থাকতে পারে না। সব সময় ও বাইরের উত্তেজনা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঘরেও সে ঘরনী নয়। দশটা অবধি ঘুমোয় সে। আমাকে নিজে কফি তৈরী করে নিতে হয়। আমার ঘরের দারিদ্র্যে সে তিক্ত হয়ে উঠেছে। আজকালকার ফ্যাশান মত সিল্কের মোজা না পাওয়ায় সে ক্ষুব্ধ। তাছাড়া ভারী আত্মকেন্দ্রিক তামারা। যাদের সে পছন্দ করে—তাদের সংগে ও খুব ভাল। বাকী সবাই ওর জীবনে কেউ নয়। সবচেয়ে যা আমায় বিচলিত

করছে সে হচ্চে তার অদম্য যৌন কৌতূহল·········ওঃ বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে'—জানালার দিকে এগিয়ে গেল আর্কাডি। বাইরে গাছের মাথায় প্রবল বেগে ভেংগে পড়ছে বৃষ্টি।

'কিন্তু যা তাকে রক্ষা করছে সে হচ্ছে তার সরলতা—কেমন একটা ছেলেমানুষী,—আদিম সারল্য। অবশ্য তার সংগে যৌন চেতনাও আছে'। আর্কাডি এটুকুও জুড়ে দিল।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে আর্কাডি দরজার দিকে তাকাল। তারপর স্বস্তির সংগে বললে—

—'ঐ এসে পড়েছে সে—যাক্ ধন্যবাদ ঈশ্বরকে! এস, ভিতরে এস —বড্ড দেরী হয়ে গেছে'—দরজাটা খুলে দিল সে।

১৫

প্রবেশ পথে দেখা গেল দীর্ঘাংগী একটি মেয়ে—চিকণ তার ঠোঁট শুভ্র তার মুখশ্রী। 'একদম ভিজে গেছি'—হাসতে হাসতে বললে সে। যদিও এখনও সে অতিথিকে অভিনন্দন জানায়নি, তবু এই অভ্যাগতের উপস্থিতি ও ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছে। এটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠল যে তার উত্তেজনার কারণ বৃষ্টিতে ভেজার জন্য নয়, বহুলাংশে এই অতিথির উপস্থিতির জন্যই—যার সম্বন্ধে সে তার স্বামীর কাছ থেকে বহু কথাই শুনেছে এবং উত্তরকালে যে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে যাবে তার জীবনে।

—'আমি একা নই'—তামারা জানায়—'রাস্তাতে যখন বৃষ্টি এল আমি দৌড়ে গেলুম আংকেল মিশার বাসায়। বড় লোকদের মত সে একটা ট্যাকসি করে আমায় এখানে পৌঁছে দিল। এই দরজা টুকু আসতেই একেবারে ভিজে গেলুম।'

—'ভিতরে এস, ভিতরে এস'—চেঁচিয়ে উঠল আর্কাডি—অনর্থক হৈ চৈ আরম্ভ করে দিল—দৌড়ে গেল করিডরে বন্ধুকে নিয়ে আসতে। তারপর স্ত্রীর কাছে ছুটে গেল তার ভেজা জামাকাপড় ছাড়তে তাকে সাহায্য করতে।

—'ছাড় ছাড়'—তামারা প্রতিবাদ জানায়—'তুমিও ভিজে যাবে।'

মাথাটা ঝাঁকিয়ে তামারা হ্যাটটা খুলে নিলে। ওর মাথার সুন্দর চুলে সুচারু ছাট। দুই জানুর মধ্যে অদীর্ঘ স্কার্টটিকে চেপে ধরে ও সামনের ম্যাটের উপর টুপিটা ঝাড়তে লাগল।

তামারার সংগী লোকটি দীর্ঘ, প্রশস্ত বক্ষ পুরুষ। তার পরণে নীল সার্ট—একটা বেল্ট দিয়ে বাঁধা। সে আর্কাডিকে অভিনন্দন জানাল কিন্তু ভিতরে আসতে অস্বীকার করলে। একটু তাড়াতাড়ি আছে তার।

—'একে আমি নিরাপদে বাড়ীতে পৌছে দিয়ে গেলাম—এখন আমাকে যেতে হবে'—সে জানায়।

আংকেল মিশা চলে গেলে আর্কাডি কিসলিয়াকফকে বললে—'অতি চমৎকার লোক।'

স্ত্রী ফিরে এসেছে—এক্ষুনি ওর বন্ধুর সংগে আলাপিত হবে—এই কারণেই আর্কাডির এই উচ্ছ্বাস। সে তখনও তাদের মধ্যে পরিচয় করে দেয়নি। নীল জ্যাকেটটা খুলে নিতে সাহায্য করবার জন্য ও স্ত্রীর চারিপাশে ঘুরছে যেন। গলা খোলা একটা সাদা ব্লাউজ আর নীল স্কার্ট যা কোনমতে হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছেছে বলা চলে—তাই গায়ে দিয়ে তামারা রইল।

—'এইবার নিজেরা পরিচয় করে নাও'—স্ত্রীর দিক থেকে বন্ধুর দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে বললে সে। যেন এদের মধ্যে আগে থেকেই পরিচয় রয়েছে।

এই প্রথম তামারা আগন্তুকের দিকে চাইলে। পুরুষের মত দীর্ঘ তার বাহু প্রসারিত করে দিলে সে অতিথির দিকে। তার আংগুলের নখগুলো পালিশকরা। একটু যেন পিছনে হেলে বসল সে। ওর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠ নিভে এল। কয়েকটি মুহূর্তের জন্য কিসলিয়াকফের চোখের দিকে তার স্থির নগ্ন দৃষ্টি তুলে ধরল।

তামারার মুখের এই অতি শুভ্রতা—যা অধরের চিকনতাকে আরো তীক্ষ্ণ করেছে—তাই সব থেকে প্রথমে নজরে পড়ে। যখন জিভের ডগা সে ঠোঁটের উপর দিয়ে বুলিয়ে নেয়—ঠোঁট দুটি আরো বেশী সিক্ত, আরো আরক্ত হয়ে ওঠে।

প্রথমেই যা কিসলিয়াকফের চোখ পড়ল—সে হোল তামারার পা আর তার পাতলা সিল্কের মোজা। ছবির মতই জানুর কাছে ওর পা এত সুন্দর আর এত ডৌল—বিশেষ করে যখন বসে ছোট স্কার্ট টি জানুর উপর টেনে দেয় সে।

—'এক পলকের মধ্যেই আমরা একেবারে ভিজে গেলুম'—তামারা বলে—'এক্ষুনি চা তৈরী করে আনছি। তোমারও নিশ্চয় চা চাই।'

—'সে জিজ্ঞাসা করতে হবে না—তৈরী করে নিয়ে এস'—ছলকরা কাঠিন্যের সংগে আর্কাডি বলে। যেন কিসলিয়াকফকে দেখাতে চায়—সে তার সুন্দরী স্ত্রীর সংগে কেমন ব্যবহার করে।

—'যাচ্ছি, যাচ্ছি'—উচ্চগ্রামে জবাব দেয় তামারা। তারপর অনুগত ভাবে দ্রুত পাশের ঘরে চলে যায়।

দরজা বন্ধ করবার সময় কিসলিয়াকফকে ভাল করে দেখবার সুযোগ নেয় সে। এবার আর কথা বলার সময় যে শিষ্ট হাসি হেসে চেয়েছিল সে-দৃষ্টিতে নয়—তেমনি করে, যেমন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় একটি

মেয়ে পুরুষকে ভাল করে দেখে নেবার জন্য—পরে যার সংগে আরো বহুবার সাক্ষাৎ হবে জীবনে।

আগেকার আবেষ্টনীতে পড়ে দু'বন্ধুই চুপ করে থাকে—যেন কি কথা বলবে তা তারা জানে না—যেন সমস্ত ঘরের আবহাওয়ায় হঠাৎ পরিবর্তন ঘটেছে। মনে হোল একটা সম্পূর্ণ নূতন কিছু ঘরে ঢুকে তাদের মনোযোগ হরণ করে নিয়েছে—তাদের পারস্পারিক কৌতূহলকে ঘরছাড়া করে দিয়েছে। আর্কাডি যতই তাদের বাধাপ্রাপ্ত আলোচনার পুনরারম্ভ করতে চেষ্টা করতে লাগল ততই স্পষ্ট দেখা গেল—কোথায় যেন সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। হাতে হাত ঘর্ষণ করতে করতে অধীরভাবে আর্কাডি ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। থেকে থেকে ওর কথা শোনা যায়—'এই ত জীবন, এই ত জীবন'।

বন্ধুর মনে তার স্ত্রী কী ধারণার সৃষ্টি করেছে তা ভেবে সে যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে—এটা সহজেই তার আচরণ দেখে প্রত্যক্ষ করা যায়। কিন্তু ইচ্ছা করেই একটা নিরুদ্বেগ ভাব দেখাতে চেষ্টা করলে আর্কাডি—যেন এসব কথা সে চিন্তাই করছে না। কিসলিয়াকফের দিকে পিছন ফিরে সে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে কাঁচের সারসীর উপর যেখানে বৃষ্টি কণাগুলো মাথা ঠুকে প্রবাহ রচনা করে নেমে আসছে —সেই দিকে চেয়ে ও মাথা নাড়তে লাগল।

'তোমাকে দেখে ঈর্ষা করা উচিত—'বন্ধু যে একটা মন্তব্য শোনবার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে এই ভেবে কিসলিয়াকফ বললে।

আনন্দোজ্জল মুখে তাড়াতাড়ি জানলার দিক থেকে ফিরিয়ে বললে আর্কাডি—'সত্যই খুসী হয়েছি'।

'অসাধারণ মহিলা' আর্কাডি যে নিশ্চয়ই তামারাকে একথা বলবে এইটে মনে মনে নিশ্চিত হয়েই বললে কিসলিয়াকফ। কাজেই ও তার

সম্বন্ধে একটা মৌখিক এবং অত্যন্ত সুখকর কিছু বলতে চেষ্টা করলে —কারণ তাহলে নারী হিসেবে নিশ্চয়ই তামারা ওর দিকে আকৃষ্ট হবে।

—'শিশুর মত সরল, অপাপবিদ্ধ ওর চোখ; ঠোঁট ও মুখের নিম্নাংশ দেখে মনে হ'বে মেয়েটি তীব্র অনুরাগপ্রবন—চঞ্চল, পরিবর্তনশীল আর উচ্চাকাংখী; কিন্তু তার উচ্চাকাংখা কখনই পূর্ণ বিকাশ পাবে না কারণ ওর আদিম সারল্য যা ওর চরিত্রের সব থেকে প্রধান তা কোন বিপদ জানে না'—

প্রসন্ন ও অধীর আগ্রহে আর্কাডি বন্ধুর বক্তব্য শেষের অপেক্ষায় ছিল —এবার প্রচুর উল্লাসে তার পিঠ চাপড়ে বললে—'তোমার অনুধাবন সব চেয়ে অদ্ভুত! আদিম সারল্য—যা কোন বিপদ জানে না! ছেলে মানুষ—অতি ছেলে মানুষ—বোকা আর চঞ্চল মতি। তুমি অতি সুন্দর ভাবে বিশ্লেষণ করেছ!'

তামারা যে ঘরে আছে সেখানে সে এক্ষুনি ছুটে যাবে এমন ভাব দেখাল—

—'না না তাকে বল না'—কিসলিয়াকফ নিষেধ করলে।

—'কেন?'—

—'তা হ'লে থাক.........' বললে আর্কাডি। আর কিসলিয়াকফ বন্ধুর মুখের ব্যঞ্জনা দেখে সহজেই বলতে পারত যে আর্কাডি একথা তামাকে বলবেই।

—'কী সুন্দর চেহারা! হাত দুটো! সে যে নারী সহজেই বোঝা যায় কিন্তু সেই সংগে তাতে পুরুষের শক্তিও উপলব্ধি করা যায়।'

সত্যি বললে—ওর বলা উচিত ছিল যা ওকে সব চেয়ে অভিভূত করেছে, সে হচ্চে তামারার পা আর মধ্য দেশ। কিন্তু সে কথা বলা কখনই সম্ভব নয় তার স্বামীকে—বিশেষতঃ সে ওর বন্ধু।

একটু পরে তামারা ফিরল।

কিসলিয়াকফ লক্ষ্য করলে তামারা যখন দূর থেকে দেখে, ক্ষীণদৃষ্টি লোকের মত সে আধবোজা চোখে তাকায়। তার এই ভংগিমাটুকু ভারী মধুর—যদিও সে এই ভাবে তার দৃষ্টি ক্ষীণতা গোপন করতে চায়।

—'আমি বরং চা'টা দিয়ে দি'—এই বলে আর্কাডি একটা প্যাকেট থেকে কিছু চা নিয়ে কাঁচের পাত্রে ঢেলে দিলে।

কিসলিয়াকফ বুঝতে পারলে, আর্কাডির উৎসাহ দেওয়া সত্ত্বেও—তামারা আজও পর্যন্ত গৃহকর্মে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। সে টেবিলের ধারে বসেই রইল—তাসগুলো যে ইতস্ততঃ ছড়ান রয়েছে—কাঁচি দস্তানা পড়ে রয়েছে—কোন কিছুই তুলে গুছিয়ে রাখবার আগ্রহ সে দেখালে না—যেন এসবের সংগে তার ছোঁয়া সম্পর্ক। তারপর চায়ের সরঞ্জাম এলে আর্কাডি নিজেই চা তৈরী করে কাপগুলো তামারার হাতে দিলে। যেখানে ছিল সেখানে বসেই স্বামীর হাত থেকে তামারা কাপগুলো নিলে।

—'তারপর তোমার কাজকর্মের খবর কি?'—আর্কাডি বৌকে জিজ্ঞাসা করে—'কী-কোন আশা পেলে?' তামারার শান্ত মুখে একটা যন্ত্রনার ভাব দেখা গেল।

—'প্রায় পাঁচ ঘণ্টা সেই জঘন্য একুস চেঞ্জে বসে ছিলাম। মুশিয়া কয়েকজন প্রযোজকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিল: তারা সবাই আশা দিলে কিন্তু এখন নয়। মুশিয়া আমাকে একজন বিদেশী প্রযোজকের সংগে পরিচয় করিয়ে দিতে চায়—ভদ্রলোক ওডেসা যাচ্ছেন ছবি তুলতে'—

—'থাক এ সম্বন্ধে এখন কোন কথার দরকার নেই'—তামারা প্রায় যন্ত্রনায় ককিয়ে উঠল।

কিসলিয়াকক নিরাশ হোল—তামারা একবারও ওর দিকে তাকায়নি। যেন অতি সাধারণ একটি লোক ঘরেতে বসে আছে—কোন ভাবেই যে তার কৌতূহল জাগায় না। হয়ত বা তার কাজকর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন তার চিন্তা স্রোতকে অতিথির দিক থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে।

—'কিন্তু আমি সুখী হয়েছি'—হঠাৎ তামারা বলে উঠল—'সুখী হয়েছি মস্কোতে এসে। কতদিন ধরে এখানে আসার ইচ্ছা! সেখানে প্রভিন্সের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কী নীরস জীবনই না যাপন করতে হয়েছে! আপনি ধারনা করতে পারবেন না।'

এই কথাটা সে কিসলিয়াকককে সম্বোধন করে বলল।

—'তাদের মুখে উচু দরের কথা একটিও শোনা যাবে না—একজনও সত্যিকার গুণীর সাক্ষাৎ পাবেন না। যখন প্রথম দেখা হয় তারা চতুর সব কথা বলে আকৃষ্ট করতে চেষ্টা করে কিন্তু কিছুদিন পরেই.........'গভীর নিরাশায় তামারা হাত দুটি ঝুলিয়ে দিলে।

'লেভোচকা আর আংকেল মিশা'—মন্তব্য করে আর্কাডি—'অতি সুন্দর চরিত্রের লোক—অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন পুরুষ। তবু সাধারণ ভাবে বলতে গেলে তাদেরও মেরুদণ্ড ভেংগে গেছে'—

তামারা আর্কাডির মন্তব্যের কোন উত্তর দিলে না; চা ঢালায় ব্যস্ত রাখাল নিজেকে আর ক্ষীন দৃষ্টিতে টেবিলের চারিধারে তাকিয়ে দেখতে লাগল—প্রয়োজনীয় সব ঠিকঠাক আছে কি না।

—'মানবতার ক্রম দৌর্বল্যের প্রধান কারণই হোল'—বললে কিসলিয়াকক—'ব্যক্তির উপর ব্যষ্টির প্রাধান্য। প্রয়োজনীয় জীবন রস যদি না পাওয়া যায় ব্যক্তি নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নিজের চিন্তাধারা সমস্যা না থাকায় নিঃস্বত্বতায় পর্যবসিত হয়। তবু বলা চলে যে পৃথিবীর প্রগতি হচ্ছে কয়েকটি মণীষার নির্দেশিত বিশৃংখল পরিকল্পনাহীন অগ্র

গমনের প্রয়াস মাত্র। গন সাধারণ চিরদিনই শক্তিমান ব্যক্তিত্বের নির্দেশিত পথে চলতে অভ্যস্ত আর যখন ব্যক্তিত্ব পংগু হয়—জনতার চলাও রুদ্ধ হ'য়ে যায় একেবারে।'

—'এ খাঁটি সত্যি'—বলে তামারা। মৃদু একটু বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকাল কিসলিয়াকফের দিকে।

'কোন কোন দিক থেকে কিন্তু আমি তোমার সংগে একমত নই'—চীজ কাটতে কাটতে আর্কাডি মন্তব্য করে—'ব্যক্তিকে এই দৃষ্টিতে বিচার করলে সীমাহীন আত্মম্ভরিতা, গর্ব আর নিজের গুরুত্বের প্রতি একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। এতে জনসাধারণের মধ্যে ঐক্যের পরিবর্তে বিভেদের সহায়তা করা হয়; তখন আর সম্প্রীতি আর সাধুতার চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে না'।

—'আমিও তোমার সংগে একমত নই'—কিসলিয়াকফের দিকে দ্রুত দৃষ্টি সঞ্চালন করে তামারা বলে—'আগে অহংকে গড়ে তুলতে হবে—তবেই না অন্যের অহংয়ের সংগে মিলন সম্ভব পর। এ না হলে সে হবে শূন্যগর্ভ মিলন।' নিজের মতের সমর্থনের আশায় স্মিত হেসে তামারা কিসলিয়াকফের দিকে তাকাল। এর পর এল একটা বিলম্বিত নিস্তব্ধতা। নিজেকে প্রকাশ করা যেন তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে, কী যেন একটা প্রবল মানসিক উদ্দীপনা অনুভব করছে সে—তাই চোখ দুটি তার উজ্জ্বলন্ত—তার কপোল রক্তিম হয়ে উঠছে—যেন ঝলকানি লেগেছে তাতে।

কিসলিয়াকফের মনে হোল যে, ওর কথাগুলো তামারার মধ্যে আগ্রহের আলোড়ন সৃষ্টি করছে। এই কারণে ও এমন আবেগের সংগে, এমন প্রাণশীল ভাবে কথা বলতে লাগল যা ও বহুদিন বলেনি। যদিও ও এমন ব্যাপার নিয়ে কথা বলছে যা বহুদিন ওর জীবনে প্রবেশের

সুযোগ পায়নি। তবুও ওর প্রাণশীলতা ক্ষুণ্ণ হোল না। ওর কথায় প্রাণশীলতা যে চিন্তাধারার অভিব্যক্তির দ্বারা প্রবুদ্ধ, তা নয়। এর কারণ —একটি নারীর উদ্দীপ্ত মনোযোগ—যার দৃষ্টি ওর দিকে আকুল হয়ে আছে। হঠাৎ আর্কাডি টেবিল থেকে উঠে দাঁড়াল। একটা রহস্য নিগূঢ় ভংগিতে সাইনবোর্ডের দিকে এগিয়ে এল।

—'আমাদের আজকের এই মিলনকে যে কোন একটা উপায়ে সেলিব্রেট করতে হবে'—এই বলে সে সঞ্চিত একটা মদের বোতল বের করল—'কগন্যাক।'

—'কী চালাক ছেলে'—তামারা রহস্য করে—'তোমার যে এত বুদ্ধি আছে জানতুম না ত।'—এই বলে উঠে আর্কাডির গলা জড়িয়ে ধরে সে। তারপর একটু দূরে সরে গিয়ে দৃষ্টি মেলে দেয় কিসলিয়াকফের দিকে।

এই দৃষ্টির অর্থ - অতিথিকে ইতিমধ্যেই ঘনিষ্ট বলে মনে করা হয়েছে—ওর সামনেই স্বামীর প্রতি একটু অনুরাগ দেখাতে ও শংকিত নয়।

—'টেবিলটা কৌচের কাছে টেনে নিয়ে যাওয়া যাক্, তাহলে আরো আরাম হবে'—

—'চমৎকার আইডিয়া'—

পুরুষ দু'জন সবশুদ্ধ টেবিলটা তুলে ধরে নিয়ে গেল কৌচের কাছে। এরপর লাইটের তারটা একটা পেরেকের সংগে বেঁধে দেওয়া হোল। ঠিক টেবিলের উপর সেটা ঝুলতে লাগল।

তামারা কৌচের উপর বসল। আর্কাডির ইচ্ছা ছিল বন্ধুকে তামারার পাশে বসায়। কিন্তু তামারা স্বামীকে বললে—'তুমি আমার পাশে বস।'

—'সে ভাল। জানত, এ একটু বন্য প্রকৃতির—যতক্ষণ না নতুন লোককে ভাল করে জানছে ততক্ষণ তাকে ভয় করবে।'

কগন্যাক খুলতে ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা কিন্তু দেখা গেল কর্কক্রু নেই। আর্কাডি কোন কিছু পাবার আশায় চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ডেগারের কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় কিসলিয়াকফ সেটা বের করে দিল।

পলকের জন্য আর্কাডির চোখ পড়ল তাতে—তারপর হঠাৎ যেন কিসের আঘাতে ওর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—'কী হোল'—তামারা আর কিসলিয়াকফ এক সংগে প্রশ্ন করলে।

—'ও কিছু নয়......... মাথাটা হঠাৎ কেমন ঘুরে গেল'—বলে আর্কাডি—ডেগারের অগ্রভাগ দিয়ে কর্কটা খুঁটতে লাগল।

—'তুমি এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলে কেন? অসুস্থ বোধ করছ?'—তামারা জানতে চায়।

—'না এখন ঠিক হয়ে গেছি'—আর্কাডি হাসতে চেষ্টা করে।

তারা গ্লাসগুলো পূর্ণ করে পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করল—তারপর পর্যয়ক্রমে চা'র সংগে কগন্যাক অল্প অল্প খেতে লাগল।

—'তুমি জান না এ আমার পক্ষে কতখানি'— আর্কাডি বলে—'তুমি আসার আগে আমরা বলাবলি করছিলাম, আজ যখন মানুষের মধুর সব সম্পর্কসূত্র ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে আসছে তখন বন্ধুই হচ্চে সব থেকে দুর্লভ বস্তু। বন্ধুত্ব এমন এক বস্তু যা কোন অবস্থাতেই তোমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তুমি আর আমি এ যেমন বুঝি—বর্তমান যুগে এর মর্যাদা তেমন আর কেউ উপলব্ধি করতে পারে না।'

ছোট তিন গ্লাস কগন্যাক পান করবার পর তামারার কপোল আরক্ত হয়ে উঠল—আর দীপ্ত হয়ে উঠল তার চোখ। স্বামীর সার্টের পার্শ্ব

দেশে নিজের আতপ্ত গাল চেপে কৌচে আর্কাডির অতি নিকটে ঘন হয়ে বসে আছে তামারা—স্বামীর প্রতি আজ সে অতি কোমল। তার মাথা আর্কাডির মাথার নীচে রাখা—সেখান থেকে সে গভীর দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে স্বামীর বন্ধুর দিকে। আর্কাডি যখন তার হাত তামারার সুন্দর চুলের উপর রাখছে, খেলাচ্ছলে তামারা তার গাল স্বামীর জামায় ঘসে দিচ্ছে। তার দৃষ্টি নির্দোষ মনোযোগে কিসলিয়াকফের প্রতি স্নেহশীল।

—'আর আমি?'—জিজ্ঞাসা করে তামারা।

—'তুমি কি?'—

—'তোমাদের বন্ধুত্বে আমার কি পার্ট?'—

—'তুমি কিসলিয়াকফের বোন হবে'—

—'কী অদ্ভুত'—আর্কাডি আর তামারার দিকে দীপ্ত দৃষ্টিতে চেয়ে কিসলিয়াকফ বললে—'আমি যখন প্রথম এখানে এলুম তখন এই কথাটাই সর্বাগ্রে আমার মনে এসেছিল'—

—'তাহলে এবার আপনি ছেড়ে তুমি বল। ঠিক ভাইবোনের মত ব্যবহার কর।'

—'এত তাড়াতাড়ি আমি এখনই তুমি বলতে পারব না'—সহাস্য দৃষ্টিতে কিসলিয়াকফের দিকে চেয়ে তামারা বলে।

—'না, না এখনই'—আর্কাডি অনুরোধ করে। 'বল হিপোলিট তুমি।'

—'না পারছি না—বলব পরে'—

পানপাত্র হাতে তামারা কিসলিয়াকফের দিকে এগিয়ে এল—ওর চোখের দিকে চোখ রেখে বললে—'আপনার সংগে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ আমি পান করছি'—

আর্কাডি হাত তালি দিয়ে উঠল—তারপর দুজনের ও কাঁধ চেপে

ধরে পরস্পরকে চুম্বন করাতে চেষ্টা করলে কিন্তু তামারা লাফিয়ে পালিয়ে গেল।

এরপর তারা তিন জন কৌচে বসে গভীর সুখে আলাপ করতে লাগল, টেবিলের উপর কনুই দিয়ে চিবুক করতলে রেখে তামারা প্রথমে স্বামীর দিকে—পরে তার বন্ধুর দিকে তাকাতে লাগল।

এর আগে কখনও এত মধুর অনুভূতি কিসলিয়াককের আর হয়নি।

এই কথা অনুভব করে হঠাৎ ও খুশী হয়ে উঠল যে একজন ভদ্রলোকের পক্ষে যা হওয়া উচিত তেমনি সব কিছুই ওর পক্ষেও সুচারু হয়ে উঠবে।

মনে পড়ে প্রথম সাক্ষাতের পর তামারা ওর দিকে তাকাবে এই আশায় কী অধীর আগ্রহে ও প্রতীক্ষা করেছে। যখন তামারা ওর দিকে চেয়েছে একবারও ও চোখ সরিয়ে নিতে পারেনি। তারপর যখন টেবিল আর ওর মধ্যে পড়ে তামারা কৌচে নিজেকে সংকুচিত করে তুলছিল তখনও এই আশায় ও পা বাড়িয়ে দিয়ে ছিল - যদি তামারার জানুতে ওর জানু স্পর্শ পায়।

তবু ও অনুভব করলে যে, অন্তরের নিভৃত চিন্তায় বন্ধুর কাছে ও অনিন্দনীয়। তারা দুজনে পরস্পরের দিকে নির্ভয়ে সহজভাবে তাকাতে পারে—কারণ এ দৃষ্টি ভাই বোনের দৃষ্টি হবে।

এই বালিকাবধূর প্রতি ভ্রাতৃভাবের পরিবর্তে কেমন যেন একটা অদ্ভুত পিতৃভাব এল ওর মনে—'আপনির' পরিবর্তে একে ছোটবনের মত 'তুমি' বলতে পারবে এতে ও খুশী হয়ে উঠল।

তামারা রান্না ঘরে কিসের জন্য যেন চলে গেল।

দরজা অতিক্রম করে চলে গেলে ও আর্কাডিকে বললে—

—'তোমার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ! বহুকাল বাদে আজকের মত আনন্দ আমি উপভোগ করেছি।'

—'এটা সরিয়ে রেখে দাও।' আর্কাডি ছোরাটি দিলে ওর হাতে। বন্ধুর কথায় কোন মন্তব্য করলে না।

বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে কিসলিয়াকফ চেয়ে থাকে বন্ধুর দিকে।

—'কিন্তু একি?......হঠাৎ তুমি এমন ফ্যাকাশে মেরে গেলে কেন? বল' আমাকে?'

—'আমি নিজেই বুঝতে পারছি না' - বললে আর্কাডি—'গত রাত্রে আমি একটা ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখেছি। গভীর রাত্রে আমি একাকী বাড়ী ফিরি। দরজা খোলা। সেই ভীষণ নীরবতায় একটি মাত্র মোমবাতী জ্বলছিল টেবিলের উপর। স্বপ্নে যেমন হয় জানালাগুলোতে কেমন একটা অশুভ অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। হঠাৎ আমি অনুভব করলুম—অনুভব ঠিক নয়—জানতে পারলুম'—আর্কাডির ভীতসন্ত্রস্ত চোখ বিস্ফারিত হয়ে ওঠে—

—'কিছু যেন আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে ঘরের ভিতর'—শয্যার দিকে অংগুলী নির্দেশ করলে সে। 'হঠাৎ আমি দেখলুম.........'ফিস ফিস করে সে বলল.........

এরপর আর্কাডি কি বলবে এই অপ্রীতিকর উৎকণ্ঠায় কিসলিয়াকফের শিরদাঁড়ায় কেমন যেন শির শির করতে লাগল।

—'হঠাৎ আমি দেখতে পেলুম একটা রক্তের দাগ চলে গেছে টেবিল থেকে শয্যা পর্যন্ত। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে ফেললুম.........ভিতরে একটা কাল মশারী চোখে পড়ল। সেই রক্তের চিহ্ন মশারী পর্যন্ত গিয়েছে। আমার কেমন ভয় করতে লাগল। মশারীটা তুলে আমি দেখতে লাগলুম ....কিছু নেই......শূন্যতা! কিন্তু এমন ভীতিপ্রদ শূন্যতা যা' কেবল

স্বপ্নেই সম্ভবপর। আর ঐ কালো জানলাগুলো আর পাশের কক্ষে মোমবাতীর দপদপানি.........'ভীত কণ্ঠে আর্কাডি বলে যেতে লাগল —'মোমবাতীটা নিয়ে আমি প্রত্যেক আনাচকানাচ অনুসন্ধান করলুম —বড় ওয়ালনাট চেয়ারটা সরালাম—তার নীচে দেখলাম একটা ছোরা ....ঠিক এই ছোরাটাই......' নিম্ন কণ্ঠে সে বলে। এই অপ্রত্যাশিত সমাপ্তিতে কিসলিয়াকফও কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল।

—'কিন্তু স্বপ্নে হয়ত তুমি অন্য কোন ককেসিয়ান ছোরা দেখেছ; এই সব ছোরা সবই প্রায় একরকম!'

—'না! এই ছোরাটাই আমি জোর করে বলতে পারি'—ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্কাডি প্রতিবাদ করে—'এই একই মনোগ্রাম দেওয়া—একই ভাংগা অলংকার যুক্ত'—একটা কুসংস্কারজাত বিশ্রী ভয়ের সংগে আর্কাডি অলংকারের দিকে আংগুল দিয়ে দেখাল।

কিসলিয়াকফ মনের গতি পিছন দিকে ফেরালে কিন্তু উত্তেজনায় স্মরণ করতে পারলেনা—আর্কাডি এই ছোরাটা পূর্বে আর কখনও দেখেছে কি না।

তামারা ঘরে প্রবেশ করল।

মুহূর্তের মধ্যে তারা নীরব হয়ে গেল।

—তোমাদের দু'জনের চাউনি অমন অদ্ভুত কেন'—সে বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করল।

—'কেন...কই কিছু না ও...'—বিড় বিড করে আর্কাডি বললে। শয়ন কক্ষে তামারা চলে গেল সে কিসলিয়াকফের কানে কানে বলল—

—'ওকে এ কথা বল না—সব কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়ের মত তামারাও এ গল্প শুনলে ভয় পাবে।'

১৬

ঘরে প্রবেশ করেই কিসলিয়াকফ অনুভব করলে ও কিছুতে পা দিয়েছে এবং নীচের দিকে তাকিয়ে মেঝেতে দেখতে পেলে—একখানা চিঠি।

প্রত্যাশা মতই এলিনার কাছ থেকেই এসেছে চিঠিটা। সে লিখেছে —এই বিচ্ছেদে সে আজ বুঝতে পেরেছে (পূর্বে এমন আর কখনও অনুভব করেনি সে) কত সে স্বামীকে ভালবাসে—তাকে ছেড়ে আশা কত কঠিন! গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর, প্রীতিপদ বা অপ্রীতিকর, আদেশ বা উপদেশের খোঁজে ও দ্রুত চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে নিলে।

এছাড়া এলিনা চিঠিতে হতভাগিনী ম্যাডাম ভেনিগোরডসকির অবস্থার কথা উল্লেখ করেছে; পুরুষদের লাম্পট্য ও নৈতিক অধঃপতনের সম্বন্ধে নিজের মতামতও জাহির করেছে। সেই সংগে সে এটাও ওকে জানাতে বলেছে—ভেনিগোরডস্কি তার জিনিষ পত্র বিক্রী করে ফেলেছে কি না। গত দুদিন ধরে এলিনা নানা রকম বিপদ শংকায় অত্যন্ত বিচলিত আছে।

কিসলিয়াকফ দ্রুত এই লাইনগুলোর উপর দিয়ে দৃষ্টি বুলিয়ে গেল। শুধু ভাবলে—এই একটি মহিলা, যে মহিলাদের পক্ষে সর্বোচ্চ যে শিক্ষা তা সম্পূর্ণ নিয়েছে—যে দর্শন ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়েছে —সেই আবার বিপদের পূর্বাভাষ সম্বন্ধে কথা বলছে।

উপসংহারে এলিনা তার অনুভূতির কথা লিখেছে—লিখেছে স্বামীর অনুপস্থিতিতে কী গভীর নির্জন ঠেকছে তার—আর লিখেছে, সহরটা

কী জঘন্য! অরণ্য, তৃণভূমিতে সর্বত্রই লোকেরা ভিড় জমায়, জঞ্জাল করে। সন্ধ্যায় বেপরোয়া সব গান গায়—কনসার্টিনায় মুখর করে তোলে চারিদিক। এখানে অর্থ অপচয় না করে সে যদি স্বাস্থ্য ও লিভারের জন্য ইসেনটুকিতে যেত—সেটা বোধ হয় খুব ভাল হোত। এমন কি জানালা বন্ধ করে ওকে ঘুমোতে হয়।

—'বাইরে বেড়াতে যাবে?'—নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে কিসলিয়াকফ চেঁচিয়ে ওঠে: চিঠির শেষ লাইন পড়ে ও এত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল যে চিঠিটাকে দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল এককোণে।

শেষ লাইনে বেশী অর্থব্যয় সম্বন্ধে ওকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—'কারণ তা না হলে তুমি অর্ধেক টাকাই খরচ করে ফেলবে এবং জানতেও পারবে না কোথায় গেল অত টাকা।'

বাঃ, চমৎকার ব্যবস্থা! সে বিশ্রাম নিচ্ছে, টাটকা বায়ু সেবন করছে (কোন কালেই পর্যাপ্ত বায়ু সেবন করতে পায় না সে), আর এখানে থেকে আমায় পায়খানা পরিস্কার করতে হচ্ছে। সেই আবার আমায় উপদেশ দেয়—টাকা পয়সা খরচে আরো মিতব্যয়ী হতে। আর সামান্য একশ রুবল তাই নিয়ে এক মাস আমাকে চালাতে হবে। তাছাড়া নিজের অন্যমনস্কতার দরুণ আমি জানতেও পারব না কী ভাবে আমি ঐ টাকা খরচ করেছি.........

'অন্যমনস্কতা ছাড়াও টাকা খরচ করবার অনেক উপায় আছে' —কিসলিয়াকফ চেঁচিয়ে উঠল—উত্তেজিত ভাবে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। কিছু দিন হোল ও মনে মনে ভাবছে—একদিন আর্কাডি ও তার স্ত্রীকে কোন রেঁস্তোরায় ভোজনে আমন্ত্রন করবে। এমন কি এক বোতল শ্যাম্পেনেরও অর্ডার দেবে ও। মনে পড়ে তামারার কথা। আংকেল মিশা তাকে সেদিন অভিজাতের মত

ট্যাকসি করে বাড়ী পৌঁছে দিয়েছে। এর সরলার্থই হচ্ছে—কোন সুন্দর রেষ্টুরেন্টে গিয়ে দামী মদ পান করতে পারলেই তোমারা খুশী হবে।

তাছাড়া প্রত্যেক কপেকের হিসেব চাওয়ার কী অধিকার আছে এলিনার? এলিনা ত রোজগার করে না—ও নিজেই করে। নারী হিসেবে সে কি ওকে আকর্ষণ করতে পেরেছে? একটুও নয়! তাহলে যে নারী ওর মনে কোন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে না তার জন্য ও নিজেকে বঞ্চিত করবে কেন?

তবু কথা—কথাই। চিঠি খানার উত্তর ত দিতে হবে। প্রথমতঃ ভয়ের পূর্বাভাষ সম্বন্ধে এলিনাকে শান্ত করতে হবে—তা না হলে এক দিনের নোটিশেই সে হয়ত তাড়াতাড়ি বাড়ী ছুটে আসতে পারে।

বিষন্ন ভাবে ও টোবলের উপর বসল। এলিনার অবর্ত্তমানে ইতি মধ্যেই তার উপর নানা প্রকার গৃহস্থলীর আসবাবপত্র স্তূপাকার হয়ে উঠেছে।

ঘরটি দেখতে হয়েছে ঠিক একটা হোটালের কামরার মত—এক অতিথি চলে যাওয়ার পর যাঁর আর সংস্কার করা হয়নি অথচ এক মিনিটের নোটিশেই নূতন আর একজন এসে উপস্থিত হয়েছে।

থিয়োরী হিসেবে কিসলিয়াকফ একজন সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি। অন্য লোকের ফ্ল্যাটে গৃহ সজ্জার আভরণগুলি যদি সুরুচি সম্মত না হয়—যদি টেবিল ক্লথের পরিবর্তে অয়েল ক্লথে ঢাকা থাকে (অয়েল ক্লথ নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেনীর রুচির পরিচায়ক হিসেবে সর্বদাই ওর চোখকে পীড়া দেয়)—তবে প্রথম দর্শনেই এসব ওর চোখে ধরা পড়বে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ এলিনা যখন ওকে একাকী রেখে যায় তখন ও বিশৃংখলতার আক্রমনে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হ'য়ে পড়ে। সিগারেটের টুকরো, শ্লিপার, ট্রাউজার, প্রভৃতিই হচ্চে প্রথম শত্রু আর দ্বিতীয় শত্রু হচ্চে

—ময়লা। বালিশের ওয়্যারগুলো বদল করতে গিয়ে বৃথাই ও শুধু ড্রয়ার হাতড়ে বেড়ায়। তখন মনে হয়—না থাক বেশ পরিষ্কারই আছে। আর যদি কেউ এসে পড়ে তখন হাতের কাছে যা' পায় তাই দিয়ে বালিশ ঢেকে রাখে।

বেশ অনেকক্ষণ ধরে ও টেবিলের উপর বসে রইল। ওর সামনে একখানা কাগজ ও একখানা পোষ্টকার্ড। প্রশ্ন হচ্চে—কোনটা ব্যবহার করবে। কাগজ ব্যবহার করতে হলে ওকে দীর্ঘ একঘণ্টা বসে কী লিখবে খুঁজে বেড়াতে হবে। অথচ এলিনার আবেগময় চিঠির পর ও যদি পোষ্টকার্ড লেখে—এলিনা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবে। সে বিরক্ত হ'বে স্বামীর নিরাসক্তিতে অথবা যা' আরো খারাপ হয়ত সন্দেহ করবে যে স্বামীর অনুরাগ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। সন্দেহের ফলে উত্তেজনার সৃষ্টি হ'বে—উত্তেজনার অর্থ দ্রুত প্রত্যাগমন। অর্থাৎ নানা বিরক্তির সমাহার। একখানা সম্পূর্ণ অনাবশ্যক চিঠি ওকে লিখতেই হ'বে একটি অপ্রয়োজনীয় মেয়েকে শুধু যতদিন পারা যায় তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য।

ও ঠিক করলে যে, কাগজই ব্যবহার করবে আর ফাঁক ফাঁক লিখবে যে, চিঠি লিখতে একটুও কষ্ট হবে না অথচ চিঠিও বেশ দীর্ঘ দেখাবে।

মনে মনে ও সাব্যস্ত করে রাখল যে—কেবলমাত্র রাজনৈতিক ব্যাপারই নয় আপন স্ত্রীর সংগে সম্পর্কেও মিথ্যা অভিনয় করতে হচ্ছে ওকে।

ও লিখলে যে এলিনার চিঠি পেয়ে ও অত্যন্ত খুশী হয়েছে—কারণ বহুদিন তার সংবাদ না পেয়ে ও অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তারপর জানলে যে এলিনার বিরহে সব ওর পক্ষে কত শূন্য—

কত বিস্বাদ হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য লাভের জন্য আরো বেশীদিন বায়ূ সেবন করা উচিত এলিনার, এবাসনা যদি স্বামীর না থাকত তা হ'লে ও নিজে গিয়ে তাকে নিয়ে আসত। আরও লিখলে— ও একদিন আর্কাডির সংগে দেখা করতে গিয়েছিল কিন্তু আর্কাডি এখন তার স্ত্রীর ভালবাসায় এত মশগুল যে সেদিনের দেখা করতে যাওয়া সম্পূর্ণ নীরস ভাবেই শেষ হয়েছে। হতভাগিনী ভেনিগোরডসকি ঠিক প্রেতিনীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার চোখের চাউনি কেমন শূন্য। সে তার স্বামীকে কোর্টে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। অবিলম্বেই এলিনার জিনিষ পত্রের খোঁজ করবে ও। এরপর আবার এলিনার প্রতি ওর ভালবাসার কথা লিখল। এইটুকু লেখার পর বহুক্ষণ ধরে ও কলমটা কাগজের উপর ধরে জানালার দিকে চেয়ে বসে রইল। অর্থহীন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আকাশের শূন্যতার দিকে।

জীবনের উদ্দেশ্য আর কাজ যখন ওর সমস্ত সত্বাকে অধিকার করেছিল তখন ওর স্ত্রীই ছিল ঘনিষ্টতম বন্ধু। এলিনাকে ওর সমস্ত প্ল্যানের কথা বলত তখন। কোন ভাল আইডিয়া মাথায় এলে ও তখন অধীর আগ্রহে স্ত্রীর প্রতীক্ষা করত—যাতে প্ল্যান সম্বন্ধে তার মতামত জিজ্ঞাসা করতে পারে। তার সম্মতি পেলে দ্বিগুণ উৎসাহে ও মেতে উঠত কাজ নিয়ে। ওর নিজের কার্যপ্রণালী যখন ভুল হোত এলিনাই যেন ওর নিজের গোপন ল্যাবরাটরীতে প্রবেশ করে সংস্কার মুক্ত মন নিয়ে তাকে ঠিক পথে চালিত করত। এই উদ্দেশ্য নিয়েই এলিনা কঠিন অংকশাস্ত্র পড়েছিল। কিসলিয়াকফ যখন দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর শ্রান্ত হয়ে অসমাপ্তভাবে ফেলে রাখত কোন কাজ—সে নিজে গ্রহন করত তার দায়িত্ব। এলিনা ওর চিন্তার সংগিনী ছিল।

এলিনা ওকে এমন যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে ঘিরে রাখত তখন

যে—কাজের সময় অন্য কোন ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামান ওর দরকারই হোত না। এমন কি যখন ও দু'এক ঘর পরেও থাকত (তখন এই দম্পতি একটা বড় ফ্ল্যাট নিয়ে বাস করত) তখনও সে পা টিপে টিপে চলত। নিজেকে গভীর সুখী মেয়ে বলে মনে করত সে—কারণ কিসলিয়াকফের মত একজন বুদ্ধি-জীবীর সংগে তার জীবন জড়িয়ে আছে।

কিন্তু যেদিন থেকে স্বামী জীবনের আসল সাধনা ছেড়ে দিয়ে মেকী কাজে আত্মনিয়োগ করলে অর্থাৎ শুধু মাত্র প্রতিদিনের রুটীর জন্য কাজ করতে লাগল—সেদিন থেকে স্বামী স্ত্রীর জীবনে এল কেমন একটা অদ্ভুত অনির্দেশ্য পরিবর্তন।

স্ত্রীর পূর্বেকার স্নেহশীল মনোযোগ অদৃশ্য হয়েছে। এখন সে সব সময় সশব্দেই ঘরে ঢোকে—যেন জানে স্বামী ত আর কোন সাধনায় ব্যাপৃত নয়—কাজেই যথেষ্ট গোলমাল করা চলতে পারে—চারিদিকে ইতস্তত: ঘুরে বেড়ান কিংবা যা' অভিরুচি তা' করা যেতে পারে। কোন চিন্তা না করেই—একটু যেন উষ্মার সংগেই প্রায়ই সে এখন বলে—'কিছু যখন করছ না তখন একদৌড়ে একবার দোকান থেকে ঘুরে এসত'—

এই 'তুমি কিছু করছ' না—কথাটা কিসলিয়াকফের পক্ষে অতি ভয়াবহ। ও হয়ত কৌচে শুয়ে আছে এমন সময় করিডরে স্ত্রীর পদধ্বনি শুনলে, অমনি লাফ মেরে উঠে ও এসে বসে লেখবার টেবিলে। যেন এলিনা না ভাবে 'সারাদিন ও অলসভাবে কাটায়—কোন কাজ করে না।' এমনকি জ্বরো জ্বরো ভাব হলে বা অসুস্থ হয়ে পড়লে ও খুশী হয়ে ওঠে আর এই অসুস্থতার চরম সুযোগ গ্রহন করে অর্থাৎ একজন পীড়িতের দাবী হিসেবে যতক্ষণ ইচ্ছা শুয়ে থাকতে পারে ও।

এলিনা যেন বুঝতে পেরেছে কিসলয়াকফের এই নূতন জীবনের অসাধুতা—ক্রমশঃ সে মনোযোগী, প্রেমময়ী বধূ থেকে খিটখিটে মেজাজী গৃহকর্ত্রীতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

যে স্বামীকে এই সেদিনও সে এত গভীরভাবে ভালবাসত এবং বিশ্বাস করত—তার প্রতি এখন স্বতঃই কেমন একটা ঘৃণার ভাব এসে গেছে তার মনে। যখন সে কুকুরগুলো কিনে আনলে ও খুড়াকে তার কাছ থাকতে আমন্ত্রন করলে তখন সে একবারও স্বামীর মতামত গ্রহন করেনি'। কিন্তু সে সর্বদাই স্বামীকে নিয়ে রাস্তায় বের হ'তে ভালবাসে—যেন দেখ'তে চায় সকলকে কেমন সে পারিবারিক জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত—তার একজন স্বামী আছে যে তাকে ভরণ পোষণ করে এবং তারা সুখেই ঘর সংসার করে; প্রকৃতপক্ষে এই-ই হোল নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনের রূপ। আর হৈ চৈ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই কিসলিয়াকফও প্রতি রবিবার স্ত্রীর সংগে ভ্রমনে বের হোত এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে বন্ধুদের সংগে কথা বলত। ও স্পষ্ট অনুভব করতে পারে যে—যেদিন থেকে ওর প্রকৃত কাজ বন্ধ হয়েছে সেদিন থেকে স্ত্রীর সংগে বন্ধনের সকল গ্রন্থিও ছিন্ন হয়ে গেছে। এক এক সময় গভীর নৈরাশ্যে ও ভাবে যে ওর ব্যক্তিত্ব অবধি বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং হঠাৎ এমন একটা সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয় যে নিজেই বিস্ময় বিমূঢ় হ'য়ে যায়। আজ যখন ওর জীবনের সকল কিছুরই অপমৃত্যু ঘটেছে, রয়েছে কেবল প্রতিদিনের উদ্দেশ্য বিহীন মর্মান্তিক গতানুগতিকতা—তখন আর কোন কিছুতেই কিছু এসে যায় না। এখন ও যা খুসী করতে পারে।

এই রকম মানসিক অবস্থায় ও যখন পৌছল তখন এলিনা ওর জীবনে প্রবল বাধা হয়েই দেখা দিল। তার কথা মনে হলেই ও

কেবল ভাবত—স্ত্রীর জন্য যে পয়সা খরচ করতে হয় তা থাকলে ও হামেশাই সুন্দরী ও তরুণী মেয়েদের নিয়ে 'মজার এ্যাড্‌ভেনচারে' মেতে থাকতে পারত। যাই হোক তাতে আনন্দ পেত ও। কিন্তু এখানে ওর কি আছে? এর সংগে মিলিত হয় আবার এই দুঃসহ চিন্তা যে, স্ত্রী ওকে একটুও শ্রদ্ধা করে না ভাল বাসে না—সম্ভবতঃ মনে করে স্বামী শুধু টাকা পয়সা আহরণ করবার যন্ত্র মাত্র। দৃষ্টি দিয়ে ও এলিনাকে কখন কখন অনুসরণ করেছে। যখনই কোমল হয়ে উঠছে এলিনা—চুম্বনে তার প্রতিদানও দিয়েছে কিন্তু ও মনে মনে ভেবেছে এ ছলনামাত্র, খুব সম্ভবতঃ নিজের জন্য সে কিছু কিনতে চায়।

একবার এলিনার ব্যাংক বই দেখছিল—ইচ্ছার বিরুদ্ধেই একটা চিন্তায় তিক্ত হয়ে উঠল ওর মন। বিদ্যুৎ ঝলকের মত খেলে গেল—'কেন সে টাকাটা আমার নামে ব্যাংকে জমা দেয় না? ওদের বিবাহিত জীবনের শৈশবে যে সোণার ঘড়ি এলিনা ওকে দিয়েছিল কেন সেটা তারই ডেসকে তালা বন্ধ হয়ে থাকে?

কত নীচে নেমে এসেছে ও! ও একজন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোক—নিজের জীবন সংগিনী সম্বন্ধে ওর একি ধারণা। নিজেকে আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি বলে মনে হয় না—মনে হয় একজন অতি নিম্নশ্রেণীর সাধারণ লোক মাত্র? হয়ত জীবনের আসল সূত্র হারিয়ে নিজের প্রকৃত মূল্য হারিয়ে ফেলেছে ও। তবে কিসের প্রতিনিধিত্ব করে? তবে কি ও জগতের দৃশ্যপটের এক করুণ বীর—বলের দ্বারা পরাভূত হয়েছে যে। হয়ত বা অন্য কিছুর দ্বারা?

এসব কথা চিন্তা করে আর লাভ নেই। এখন ওর একমাত্র চিন্তা নিজের সাধুতার সংগে বিনা সংঘর্ষে কী করে জগতে টিকে থাকা

যায়—এমন কি প্রতারক হিসেবে। আদর্শের জন্য আত্মবলি দিয়ে ধরনীর বরমাল্য পাবার আশা এখন দূর অতীতের স্বপ্ন মনে হয়।

চিন্তা আবার ফিরে এল চিঠিতে—খামের মুখ বন্ধ করে উঠে পড়ল ও টেবিল থেকে।

কাজে যাবার আগে আবহাওয়ার অবস্থাটা দেখতে হাতটা একবার বের করে দিলে বাইরে। যদি খুব ঠাণ্ডা হয় ও ভারী ওভার কোটটা পরতে পারবে—এপোষাকটা বেশ ভদ্রোচিত। আর যদি অপেক্ষাকৃত গরম হয় ত পিঠ সেলাই করা হালকা সুটটা পরতে বাধ্য হবে।

দেখা গেল বেশ গরম বাইরে। কিসলিয়াকফ হ্যাটটা হাতে নিলে—তারপর কিছুক্ষণ কী চিন্তা করে ওভারকোটটাও হাতে ঝুলিয়ে নিলে—ঠাণ্ডা অনুভব করলেও ওকে ভদ্রভাবে সুচারুরূপে পোষাক পরতে হবে যখন রাস্তায় বেরুবে।

দরজা খুলতেই করিডরে যে দৃশ্য চোখে পড়ল তার বিভীষিকায় ও অনড় হয়ে গেল। কয়েক দিন আগে যে রংয়ের উপর ও হোঁচট খেলে পড়েছিল আজ তার অর্থ ও উপলব্ধি করলে মুহূর্তের মধ্যে।

কিসলিয়াকফ যদিও উচ্চ শিক্ষা পেয়েছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান পড়েছে—তবুও ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায় অনভিপ্রেত একটা কিছু ঘটলে তারপর দ্বিতীয়, তৃতীয় এমন কি চতুর্থ বিপদ পাত একেবারে সুনিশ্চিত—একরকম শংকা করতে ও খুবই অভ্যস্ত। বিপদ ত আর একা আসে না!

প্রথম অপ্রীতিকর ঘটনা—অর্থাৎ অপ্রত্যাশিত ডিউটির পালা ইতি মধ্যে ঘটে গেছে—পায়খানাতে কোমরে থলে বেঁধে হামাগুড়ি দিতে হয়েছে ওকে। দ্বিতীয়টা বলা চলে স্ত্রীর চিঠি পাওয়া; আর তৃতীয় দুর্ঘটনা—সামনের দেওয়ালে সে দেখতে পেলে, একখানা কাগজ—

তাতে রং দেওয়া অদ্ভুত এক ছবি—যেসব সাধারণতঃ হাসির কাগজে দেখা যায়। সমস্ত ঘটনা থেকে এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হল কিস-লিয়াকফ যে, এর সংগে ওরও নিশ্চিত সম্পর্ক আছে। একখানা ঘরের ছবি আঁকা হয়েছে—তাতে একটা টেবিল—টেবিল বোঝাই এত মদের বোতল যে একমাত্র কোন পার্টিতেই তত মদ পান করা সম্ভব ; আর অতিথি বলে যাদের মনে হোল তার মধ্যে বসে আছে কিসলিয়াকফ স্বয়ং (এটাও সংগ্রহ করলে ছবির নীচের লেখা থেকে)—মুখে একটা ছিপি খোলা বোতল। তার নাচে ওর আর একটা ব্যংগ চিত্র—আলু থালু চুলে দাঁড়িয়ে আছে কারডরে— এবারও হাতে একটি বোতল (কিস-লিয়াকফ তৎক্ষণাৎ মনে মনে মন্তব্য করলে—এ ছবির সংগে ওর আদৌ মিল নেই—কারণ ওর চুল বেশ ছোট)—আর বাথরুমের কাছে একটি নারীর মূর্তি। সমস্ত ঘটনার অর্থ অতি সুস্পষ্ট।

কিসলিয়াকফের এসব নিয়ে মাথা ঘামানর সময় নেই ; সে ইতি মধ্যেই দেয়াল থেকে এই চিত্র শিল্পকে ছিঁড়ে নিয়ে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে।

এরই নাম বুদনী বাহিনীর প্রাচীর পত্র।

১৭

মিউজিয়ম পুনর্গঠনের কাজ দ্রুত এগোয়। কিসলিয়াকফ যখন ইচ্ছা কাজে যেত এবং কদাচিৎ নিজের ডিপার্টমেণ্টে যেত। নানা হলে ঘুরে বেড়াত ও প্রদর্শনীগুলো অনুধাবন করত এবং তাদের শ্রেণী বিভাগ করত নিজের আইডিয়া অনুযায়ী।

একদিন হলঘর গুলো পরিদর্শন সমাপ্ত করে দরকার মত প্রদর্শনীর একটা তালিকা নিয়ে ও পলুখিনের পড়ার ঘরে এসে প্রবেশ করল।

নিজের বিশেষ কোন কাজও ছিল না—অথবা পলুখিনের সংগে দেখা করবারও এমন কোন দরকার ছিল না, কিন্তু আজকাল ও প্রায়ই ডিরেকটারের ঘরে যায় যাতে না দীর্ঘ সময় পলুখিনের দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে হয়—কারণ তাহলে হয়ত পলুখিন ওর কথা এবং পুনর্গঠন পরিকল্পনার কথা বিস্মৃত হতে পারে—হয়ত সে কাজের ভার অন্য কাউকে দিয়ে দিতেও পারে। এইভাবে বার বার সাক্ষাতের ফলে ওদের পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা আরো নিবিড় হয়ে উঠেছে এবং ওর নিজের পরিস্থিতির আনুকুল্যের জন্য একটা প্রীতিকর চিন্তা ওর মন ভরে তুলেছে। বিনা আহ্বানে কই কেউ ত যখন ইচ্ছা ডিরেকটারের ষ্টাডিতে প্রবেশ করতে পারে না।

কিসলিয়াকফ অর্ধ উন্মুক্ত করল দরজা। ষ্টাডি তামাকের ধোঁয়ায় গুমোট। কতকগুলো লোক সেখানে বসে কি একটা বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে আলোচনা করছে। হাত দিয়ে চুলগুলো অবিন্যস্ত করতে করতে পলুখিন ঘরময় পায়চারী করছে। মাঝে মাঝে যখন কক্ষের প্রান্ত

সীমায় এসে পৌছচ্ছে তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে সংগীদের হঠাৎ রুক্ষভাবে ধমকাচ্ছে।

—'চুপ কর! যা বলছি শোন!'—রুষ্ট কণ্ঠে সে বলল একজনকে। তখনও লোকটি তার কথা না শুনে বক্ বক্ করছিল।

কিসলিয়াকফ ঘরেতে প্রবেশ করায় অন্যমনস্কভাবে পলুখিন ঘুরে তাকাল—দরজার শব্দে খানিকটা বিরক্তভাবে। কিসলিয়াকফের অভিবাদনের প্রত্যুত্তর না দিয়েই পূর্বের মত সে স্বভাব অনুযায়ী তর্জনী হেলিয়ে তর্ক করতে লাগল।

—'আপনি কি এখন ব্যস্ত? পরে আসব তাহলে?'—জিজ্ঞাসা করে কিসলিয়াকফ অনেকগুলো লোকের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সম্মুখে হঠাৎ কেমন যেন ও লজ্জিত হ'য়ে পড়ে। এই আশায় ও জিজ্ঞাসা করলে যে পলুখিন হয়ত বলবে—'বস, বস তুমি। ও আমাদেরই একজন।'

কিন্তু পলুখিন কিছুই বললে না—এমন কি কথার উত্তরই দিলে না—শুধু মুখ ফিরিয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে তর্ক করতে লাগল। অত্যন্ত বিরক্ত হল' ও এইজন্য যে, অনধিকারীর মত ওকে ফিরে আসতে হোল ষ্টাডি থেকে—ওর অভিবাদন অনুত্তরিত রয়ে গেল—এমন কি ওর প্রশ্নকেও উপেক্ষা করা হোল—উপেক্ষা করা হোল অসৌজন্যের সংগে। আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একজন ও, পুরাণো শাসনতন্ত্রের নিম্নপদস্থ কর্মচারীর মত ফিরে এল ঘর থেকে।

প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তির কর্মবন জীবনে এই প্রকার মেজাজের পরিবর্তন একটা বৈশিষ্ট্য। একদিন সে হয়ত তোমায় সাদরে অভ্যর্থনা করে বলবে—এতদিন দেখা করনি কেন?

'একটা আইডিয়া মাথায় এসেছে—এনিয়ে এমন একজনের সংগে আলোচনা করতে চাই যকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি।'

আর একদিন হয়ত সে তোমায় চিনতেই পারবে না। মুখের ভাব দেখে মনে হবে—তার চারিপাশের লোকেরা যদি পৃথিবী থেকে এই মুহূর্তে সরে দাঁড়ায়—তাকে শান্তিতে নিঃশ্বাস নিতে দেয়— তাহলে সে খুশীই হবে।

মিউজিয়মের অন্যান্য সব কলিগরা চীফের সুনজরে পড়বার চেষ্টায় এমন সব কথা বলে যা সহজেই ডিরেকটারের কৌতূহল উদজ্জীবিত করে কিন্তু এসবেও পলুখিন আদৌ বিচলিত হয় না।

যে শিশু সবচেয়ে প্রিয় খেলনা নিয়েও খেলবে না, শুধু পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার কারণ ঘটাবে—তেমনি এখানে চীফও তার অধীন ব্যক্তিদের চিন্তাভারাক্রান্ত করে তুলেছে। পলুখিন যখন চিন্তাপীড়িত ও অন্যমনস্ক থাকে কিসলিয়াকফও চিন্তান্বিত হয়ে ওঠে। এসব ক্ষেত্রে ওর চিন্তা শুধু নিজেরই জন্য—পলুখিনের কারণে নয়।

কিসলিয়াকফ যখন পলুখিনের সংগে কথা বলছিল, তখন ওর আচরণে কথায় সব সময় একটা অস্বাভাবিকতার সুর মেশান ছিল; ও তাড়াতাড়ি করে বিষয়ের গুরুত্বের অতিরিক্ত উত্তেজিত কণ্ঠে কথা বলে—আপন উপলব্ধির অতীত কণ্ঠে সাড়া দেয়। কিসলিয়াকফের নিজের কাছেই এই ভান ধরা পড়ে যায় আর বোঝে যে পলুখিনও খুব সম্ভবতঃ তা লক্ষ্য করেছে—কাজেই পলুখিন যে অমনোযোগী ও অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে তারও যথেষ্ট কারণ আছে। এর ফলে অতি-রিক্ত ভাব প্রদর্শনের প্রয়াস আরো বেড়ে যায়। দুশ্চিন্তা, পদমর্যাদায় অসামঞ্জস্যজনিত অপমান বোধ আরও বর্ধিত হয়, অথচ সেকথা উল্লেখ করাও যায় না। বন্ধু কমিউনিষ্ট বলে তার সংগে সহজভাবে তর্ক করা চলে না—যেন একমত এমনি একটা ভান করতে হয়। ব্যাপারটাই এত লজ্জাজনক!

পলুখিনের স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য কিসলিয়াকফকে সবচেয়ে পীড়া দেয়। উত্তেজিত তর্কালোচনার সময় হঠাৎ সে নিঃশব্দে আপন চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে যায়। কিসলিয়াকফ যখন নিজের সহজ স্বাভাবিক প্রকাশ ভংগিতে সন্তুষ্ট তখন পলুখিন হঠাৎ আলোচনা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চারিদিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে আর কিসলিয়াকফ একাই ওর উত্তেজনা নিয়ে ঝুলতে থাকে বাতাসে। ও বুঝতে পারে না পলুখিন ওর সকল কথা শুনছে কি না, অথবা এই প্রসংগের জের আর অধিক দূর টেনে নিয়ে যাওয়া উচিত হ'বে কি না। আর আলোচনা চালিয়ে যাওয়াও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, অস্বস্তিকর ঠেকে। ও যেন দর্শকশূন্য থিয়েটারে অভিনয় করছে। অথচ যদি চুপ করতে চায় ওর সংগী হয়ত ক্ষুব্ধ হ'বে।

ধীরে ধীরে একটা শংকা উঁকি মারতে থাকে মনে—হয়ত ওর কোন ফাঁপান আইডিয়ায় পলুখিনের বিরক্তি উৎপাদন করেছে ও—হয়ত পলুখিন ওর সংগে ঘনিষ্ঠতায় এখন অনুতপ্ত হচ্ছে।

এই প্রকার উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে ষ্টাডি ত্যাগ করে 'করিডরে পায়চারি করতে লাগল কিসলিয়াকফ।

করিডরে পায়চারি করতে করতে পলুখিনের সংগে পূর্ব সাক্ষাতের সময় এই প্রকার কোন কিছু ঘটেছে কিনা মনে আনতে চেষ্টা করল। কিছুই ঘটেনি' নিঃসংশয় হয়ে এবং অপমানিত বোধ করায় ও স্থির করলে আজ আর পলুখিনের সংগে সাক্ষাৎ করবে না—সোজা ফিরে যাবে বাড়ী।

সিঁড়ি দিয়ে প্রায় নেমে পড়েছে কিসলিয়াকফ এমন সময় পলুখিন তার পিছনে এসে উপস্থিত হোল।

'বাড়ী চলে যাচ্ছ নাকি কমরেড?' পলুখিনের উল্লসিত কণ্ঠ।

কিসলিয়াককের মনে সর্বাগ্রে যে অনুভূতি জাগল – সে আনন্দানুভূতি। তাহলে সব ঠিকই আছ। স্মিত কণ্ঠে ও উত্তর দিল-- হ্যাঁ আমাকে যেতে হ'বে।'

নিজের কণ্ঠের এই শান্ত অভিব্যক্তিতে ও খুশীই হোল। নূতন ডিরেকটারের কাছে লজ্জিত হবার কোনই কারণ নেই ওর —বরং এখন সে তার সংগে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারে। পুনর্গঠন পরিকল্পনার মত একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে ও এখন ব্যস্ত। এখন ও পলুখিনের একমাত্র অন্তরংগ উপদেষ্টা।

এই সংযত ও কমরেড সুলভ সুর বজায় রাখতে নিজেকে একটু শাসনাধীনেই রাখতে হয়েছে কিসলিয়াকফের। এক সপ্তাহ আগেও যাকে রীতিমত ভয় করে চলত—যাকে নিজের সর্বনাশের যন্ত্র মনে করে ঘৃণা করত, তার সংগে এখন ও সমছন্দে কথা কইছে।

—'যাক, স্কীমের কাজ কদ্দূর এগুলো'—পলুখিন সংগীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—'বেশ এগিয়েছে'– উত্তর দেয় কিসলিয়াকফ –'ভাবতেই পারিনি' এ আমাকে এত উৎসাহ যোগান দেবে।'

—'এইত গুণী লোকের মত কথা। চমৎকার; এবার আমরা গড়ে তুলব…দেখ'—অংগুলি হেলিয়ে পলুখিন সংগীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

পাশেই একটা বিরাট বাড়ী ভেংগে গড়া হচ্ছিল।

—বুঝতে পারছ কীভাবে সমস্ত জিনিষ গড়ে উঠছে। এবার গ্রীষ্মে আমি দক্ষিনে গিয়েছিলাম—সেখানে তারা যা' করছে দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যাবে। আর এখানে আমরা কেবল মাত্র রক্ষা করছি—কতকগুলো সমাধি স্তম্ভ আর জারের শয্যা। ধরতে পারছ আমার কথা?'—

—হ্যাঁ বুঝেছি'—পলুখিন যতই ওকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করে কিসালয়াকফের মনের স্থৈর্য ততই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

—'সরে দাঁড়াও। পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছ কেন ওখানে?'—যে সব লরী সারি দিয়ে লোহার কড়ি আনছিল তার পুরোভাগের লরী ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলে।

ড্রাইভারটির উষ্মায় মোটেই অপমানিত বোধ না করেই একটু সরে দাঁড়িয়ে পলুখিন বললে—'চালাও বন্ধু চালাও'—তারপর আবার বলতে লাগল—'কী বিপুল শক্তি ভাণ্ডার.........শুধু কৃষকদের মুষ্টি খুলে দিতে হবে। কেবল তাদের সঞ্চয় প্রবৃত্তি আর আঁকড়ে ধরে থাকবার সহজাত বৃত্তিকে নির্মূল করতে হবে।'

নিঃশব্দে কয়েক মুহূর্তে বাড়ীটার দিকে সে চেয়ে রইল। তারপর মাথা দুলিয়ে বললে—

—'যদি এই বছরটা কোনমতে কাটিয়ে দিতে পারি—তারপর আমরা শস্য ফ্যাক্টরীগুলো সংগঠিত করে যুবশক্তিকে সেখানে নিয়োজিত করতে সমর্থ হব। যুগ পাল্টে দেবো আমরা তখন।'

করতল মুষ্টিবদ্ধ করে বললে সে—'এই সব আবর্জনাদের যদি পরিষ্কার করে ফেলতে পারতুম তাহলে যথেষ্ট সংখ্যায় আমাদের লোকদের পেতুম সেখানে—নূতন জনশক্তি তৈরী হচ্চে চারিদিকে—তারাই ত গড়ে তুলবে ভবিষ্যৎকে। চল এখন যাওয়া যাক্'—

যেতে যেতে পলুখিন আরো বললে—

'আমি পঞ্চ বাৎসরিক পরিকল্পনার স্কীম দেখেছিলুম—যা' কাজ হয়েছে দেখে বিস্মিত হলুম। আজ যেখানে জলাভূমি তিন চার বছরের মধ্যে দেখতে পাবে সেখানে বৈদ্যুতিক বাতি। এই ধরনের মেশিনগুলো কাজ করবে সেখানে'—বলে সে সামনের একটা মেশিনের

দিকে অংগুলি নির্দেশ করল। মেশিনটা নূতন ঢালা পীচ সমান করছিল।

'এখন আমাদের কাজ হচ্চে—সাধারণভাবে সব পুনর্গঠনের সংগে সমান তালে পা রেখে অগ্রসর হওয়া এবং কী করা হয়েছে ইতিমধ্যে, তা' লিপিবদ্ধ করা। অতীতের প্রয়োজন শুধু এই কারণে যে, তাহলে আমরা দেখাতে পারব কোথা থেকে আমরা যাত্রা সুরু করেছি আর ইতিহাসে কোন্ পথ আমরা অনুসরণ করেছি; এটা ঠিক নয় কি?'—পথ চলতে চলতে কিসলিয়াকফের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে প্রশ্ন করল।

—'নিশ্চয়ই ঠিক'—

'হ্যাঁ, আমি শপথ করে বলছি, এই সত্য'—মুষ্টিবদ্ধ করে উদ্দৃপ্তভাবে বললে পলুখিন।

পলুখিন যতই উদ্দীপিত হ'য়ে উঠতে লাগল, যত বেশী কথা বলতে লাগল, কিসলিয়াকফের কণ্ঠও ততই নীরব হয়ে আসতে লাগল। এই সময় পলুখিন ওকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করছিল—যেন ও তাঁর সমকক্ষ, ঘনিষ্ঠ কমরেড—কিসলিয়াকফও নিজের সংযতভাব অটুট রাখতে চেষ্টা না করে পারলে না—দেখালে ও নিজে তাদেরই একজন এবং ওর প্রতি পলুখিনের আচরণ অতি স্বাভাবিক। নিজের সম্মতি প্রকাশের জন্যে তাড়াতাড়ি করবার কিছুই দরকার নেই—সম্মতি যে আছে সে ত জানা কথাই।

রাস্তার কোণটায় এসে পলুখিন দেখতে পেলে একটা লোক লেনিন ও মার্কসের আবক্ষ মূর্তি বিক্রয় করছে।

—'একটা কেনা যাক'—বললে সে।

—'হ্যাঁ আমারও কেনা উচিত—আমার একটাও নেই'—কিসলিয়াকফও সায় দিলে।

তারা দু'জনেই কার্ল মার্কসের মূর্তি কিনলে দু'টো।

'এই মূর্তি যদি তোমার সামনে টেবিলের উপর বসান থাকে ত তোমার কাজ করা আরো সহজ হবে'—যোগ করে পলুখিন।

—'কাজ আমি এখন সুষ্ঠু ভাবেই করছি'—বলে কিসলিয়াকফ—'জান, যখন পূর্বে বড় কর্তাদের অধীনে কাজ করতে হতো তখনকার তুলনায় আজকের কাজ কত স্বতন্ত্র?'

'কেন?'

'আগেকার দিনে সব সময়ই মনে হোত যেন কোন উপরিয়ালার সামনে তুমি রয়েছে। নিম্নপদস্থ কর্মচরীদের মধ্যে সব সময় একটা ভয়ের ভাব থাকত—শক্তিমানের মুখোমুখি এলে যেমন কাঁপুনি লাগে তেমনি সন্ত্রস্ত একটা ভাব। কিন্তু আমি এখন আপনার সংগে ঘুরে বেড়াচ্ছি আপনার সংগী রূপে, নির্ভয়েই—অথচ আপনি একজন ডিরেকটার।'

—'এতে কাজ ভাল হয়—আমি হলপ করে বলতে পারি'—'

—'এ সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই,—তুলনাই চলে না।'—

তারা জাহাজ ঘাটার দিকে অগ্রসর হোল। পলুখিন আবার থামল।

—'আর একটা কাজ আছে'—নির্মীয়মান একটা বিরাট বাড়ী দেখিয়ে পলুখিন বললে। 'এই সব সর্বহারারা কী জায়গাই না বেছে নিয়েছে! যখন প্রথম এটা দেখি আমি মনে মনে তাদের অভিসম্পাত করেছি। কিন্তু এখন দেখছি—এটা একটা কাজের মত কাজ হয়েছে বটে। নদীর পিছন দিকের সব কিছুকে

এ যেন পথ নির্দেশ করছে। যেখানে আগে ছিল শুধু পতিত ভূমি, ছোট ছোট বাড়ী—আজ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে এই প্রকার বৃহদায়তন প্রথম স্তরের বিরাট সৌধ। সমস্ত দৃশ্যপট-টাকেই ভরিয়ে তুলেছে। কি, ঠিক নয়'—কিসলিয়াকফের দিকে ফিরে আবার সে জিজ্ঞাসা করল।

কিসলিয়াকফ ভ্রূ কুঁচকে যেন উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে এর বিশালত্ব-তারপর মন্তব্য করে—'নিশ্চয়ই আপনার কথাই ঠিক। একথা পূর্বে কখনও আমার মনেই হয়নি'। এইতে ও খুশী হয় যে অন্ততঃ এইটুকু দেখান হোল যে রুচিসম্পন্ন শিক্ষিত লোক হয়েও ও যা লক্ষ্যই করেনি, পলুখিনের নজরে তা' পড়েছে।

'দেখছ ত, বন্ধু আমি জানি কার কি মূল্য'—বললে পলুখিন।

তাঁরা চলতে লাগল। কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবার পলুখিন সুরু করলে—'একটু অপেক্ষা কর না। দৃশ্যপটই বদলে দেব। সহরের কেন্দ্রস্থল ত্যাগ করে আমাদের কার্যক্ষেত্র প্রসারিত করে দেব দূরে দূরে—মাঠে প্রান্তরে—নগর প্রান্তে গড়ে তুলব নূতন নূতন কর্মকেন্দ্র।

'—কী সব দিন! আমাদের পূর্ব পুরুষেরা এসব জিনিষের কল্পনাও করতে পারত না। আর সত্য কথা বলতে কি আমাদের সূচনা ভালই হচ্চে—একের পর আর একটা, এই ভাবে। কিন্তু ভেবে দেখো, খুব শীঘ্রই হয়ত আমাদের খাবার কিছুই থাকবে না। আমার ঘরের বুড়াটি অবধি রাত দিন অনুযোগ করছে। তবু সব কিছুই নির্ভর করে দেশের যুব শক্তির উপর। পরিনতি যদি চোখের সামনে দেখতে পায় ত যুবশক্তি খালি পেটেও কাজ করবে। নিশ্চয়ই করবে।'

—'চল একটু ড্রিংক করা যাক্'- চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিযে সে বললে—'আমাদের লোকেরা যেন দেখতে না পায়।'

ঘর প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে; কেবলমাত্র এক কোণে দুটো লোক বসে আছে—দেখে মনে হচ্চে ডকের শ্রমিক। তাদের সম্মুখে পূর্ণ পাত্র।

চারিদিক একবার দেখে নিয়ে পলুখিন এক কোণে গিয়ে বসল। মাথা থেকে টুপিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে কিসলিয়াকফের দিকে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলে।

'এখন এসব একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত'—এক চুমুকে অর্ধেক গ্লাস পান করে মাথা নাড়তে নাড়তে সে বললে।

—'কেন, এনিয়ে কি তুমি বেশী মাথা ঘামাচ্ছ'- কিসলিয়াকফ জিজ্ঞাসা করলে। অজ্ঞাতসারে ডিরেকটারকে ও তুমি বলে সম্বোধন করে ফেলেছে। এই বলাটুকুতেই ওর হৃদয় গভীর সন্তোষ আর উত্তেজনায় যেন দ্রুততা পায়।

—'তা একটু মাথা ঘামাচ্ছি বই কি'—মুখ মুছে মাথা নাড়তে নাড়তে পলুখিন বলে। টেবিলের উপর কনুই রেখে সম্মুখের দিকে ঝুঁকে পড়েছে সে। হয়ত এইভাবে তার প্রথম চিন্তাধরা গড়ে তুলছে! বললে—'একথা চিন্তা করা যায় না যে তোমার সহকর্মীরা এসব উপলব্ধি করতে পারে না।'

কোন উত্তর দিলে না কিসলিয়াকফ। হয়ত তাদের অনুপস্থিতিতে তাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার মন্তব্য করা দরকার বোধ করলে না ও।

—'আর একটা কথা বলি শোন। ওরা এসব ঘৃণা করে'—জানলার দিকে আবার হাত আন্দোলিত করে পলুখিন বলতে লাগল - 'কেন জান? আমরা তাদের বিব্রত করছি, নাড়া দিচ্ছি, তাদের নিশ্চল হয়ে থাকতে দিচ্ছি না—টেনে এনে ফেলেছি সাধারণ ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়িতে। ওদের প্রত্যেককে আমরা টেনে আনব—কাউকে 'শুধু বিজ্ঞানের

মংগলের জন্য,' নিজেদের ষ্টাডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকতে দেব না। আজকের দিনে বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানের প্রয়োজন। অবশ্য ওদের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ কেউ আছে যাদের পরিবর্তন করা চলে কিন্তু বেশীর ভাগই……' কথা শেষে না করেই সে হাত নাড়ল—'এদের থেকে যতটুকু নিংড়ে নেওয়া যায় তাই নেব, তারপর…… ওদের একজনকেও আমি বিশ্বাস করি না'—মন্তব্য করে সে—'তোমায় আমি বিশ্বাস করেছিলাম কারণ, যদিও তুমি শিক্ষিত সম্প্রদায় ভুক্ত তবু তোমার বোঝবার শক্তি আছে। প্রথম আলাপেই সে কথা আমি বুঝেছিলাম। মনে পড়ে সে কথা ?'

কিসলিয়াকফ নিঃশব্দে মাথা নাড়তে লাগল—তাকিয়ে রইল জানালার মধ্য দিয়ে তেমনি চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে—যেন পলুখিন যা' বলছে তাতে অপ্রত্যাশিত কিছুই নেই।

—'তোমায় আমি বিশ্বাস করি—জানি, তুমি আমাদেরই একজন—আর ওরা……ঠিক কতকগুলো ইতর শ্রেনীর লোক।' যুদ্ধক্ষেত্রে উচ্চ প্রশংসা পেলে সৈন্যদের মনের অবস্থা যেমন হয় এই শেষের কথাগুলোতে কিসলিয়াকফের ঠিক সে-অনুভূতি হোল। সেই আরামের কোণটিতে বসেই অকস্মাৎ পলুখিনের প্রতি ওর এক নূতন ভালবাসা জাগ্রত হোল। নূতন পরিকল্পনার সংগে নিজেদের যুক্ত করতে না পেরে যে অবশ্যম্ভাবী সর্বনাশের প্রতীক্ষায় ওর সব কলিগরা—আঁদ্রে ইগানিচ, মারিয়া পাভলোভনা আর আর সবাই ঐ তীরেই পড়ে রইল—ও নিজে যেন সেই তীর থেকে উত্তীর্ণ হয়ে এল এপারে। হয়ত নিজে নির্দোষ হয়েও ওর স্ত্রী এলিনা সেই বিপরীত তীরেই পড়ে রইল।

পলুখিনের গুণগ্রাহিতায় ওর মনে যে পুলকের বোধ ও সকৃতজ্ঞ ভাব এসেছে তার বহিঃস্রোত অবরুদ্ধ করতে না পেরে কিসলিয়াকফ বললে—

—'সে যাই হোক—এখানে আর একটি মূল্যবান পুনর্গঠনের কাজ বাকি আছে।'

—'কে বলেছে, নেই?'—

—'তোমায় আমি বলছি, তোমার সংগে সাক্ষাতের পূর্বে আমার নিজেকে মনে হয়েছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একজন মেরুদণ্ড ভাঙা লোক।' —জোর দিয়ে বললে ও এই কথাগুলো আত্মঅপমানের সুরে—'কাজে ভয় পেতুম—শারীরিক কষ্টকে বড় করে দেখতুম। কিন্তু তোমরা বলশেভিকরা যখন আমাদের গ্রহন করলে—অসহায়তা, আলস্য —এসব আর একটুও রইল না। এখন আমি সব কাজই নিজে করতে পারি। আমি নিজে মোজা পরিষ্কার করি, পায়খানা ধুই; কোন কিছুতেই আর আমি ভয় পাই না।'

'কিন্তু এসব আগে উপলব্ধি করতে হবে। তুমি বুঝেছ, অন্যেরা পারেনি। তারা কেবল তিক্ত বোধ করে'—জোর দিয়ে বলে পলুখিন। 'আমার অবস্থাও প্রথমে এই রকমে হয়েছিল' – কিসলিয়াকফ জানায়।

—'প্রথমে! কিন্তু আমি এখনকার কথা বলছি। প্রথমে কী ঘটেছে সেকথা বলে এখন আর লাভ কি!'

'তা সত্যি। নিজের কথা তোমায় বলি'—একদিকে পলুখিনের সমাদর আর একদিকে বীয়ার—এই দুই মিলে কিসলিয়াকফের মনে অকপট হবার একটা দুরন্ত আবেগ এনে দিলে। ওদেরই একজন হিসেবে পলুখিন ওকে দেখেছে। এই কমরেড সুলভ আবেগে ওর মেরুদণ্ডে কি যেন শির শিরিয়ে উঠতে লাগল।

—'আমি আমার কথা বলব। অপরিচিত লোকের প্রতি প্রায়ই বিতৃষ্ণার ভাব আমার হোত—একথা আগেও তোমায় বলেছি কিন্তু তুমি যেদিন আমার পিঠ চাপড়ে দিলে তখনই হঠাৎ আমি বুঝতে

পারলুম—যা’ আগে কখনো পারিনি’। সে দিন থেকে নিরহং ভাবে তোমায় ভালবেসেছি। অকপট ভাবেই এসব কথা বলছি’—উত্তেজনার বশে প্যাঁশনেটা খুলে নিয়ে টেবিলের উপর রাখল ও।

পলুখিন হাত দিয়ে ইংগিত করলো যে, তাকে আর বিশ্বাস করাতে হবে না—সে নিজেই সব বুঝেছে। —‘তাছাড়া শোন’—হৃদয়াবেগ দুরন্ত হওয়ায় প্যাশনেটা আবার চোখে লাগিয়ে ও বলতে থাকে —‘এই সব নরনারীর সংগে আট বছর আমি কাজ করেছি, তবু আজও তারা তোমার চেয়ে আমার কাছে বেশী অপরিচিত। তোমার সংগে যেমন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি তাদের সংগে একটুও তা অনুভব করি না। সব সময় একটা অফিসিয়াল কায়দা—যেন দৈনিক অনুষ্ঠান চলেছে।

‘বিদগ্ধ সমাজের ঐ ত রীতি।’

‘হ্যাঁ—তা বলতে পার বটে। স্বাধীনতা, সরলতা, ঘনিষ্টতা—কিছুই নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি তোমরা কমিউনিষ্টরা পুরাতন বুদ্ধি জীবীদের নিকট যা অপরিচিত ছিল, সেই সারল্য সহযোগিতা বহন করে এনেছ জীবনে’।

‘ওরে বাবা’—হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে পলুখিন বললে—‘পূরো একঘণ্টা বৃথা নষ্ট করেছি। চল, আমার বাড়ী সেখানে মুখে গোঁজা যাবে কিছু। তারপর আমি যাব ইউনিভারসিটিতে।’

১৮

রেঁস্তোরা থেকে ফিরে ওরা যখন বাড়ী পৌঁছল তখন বেলা অনেক পড়ে এসেছে। আলো না জ্বেলেই কৌচের উপর বসে পড়ল ওরা। স্বামীর প্রতি তামারা ভারী স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। কিসলিয়াকফের বোধ হোল যেন তামারার স্নিগ্ধতার সংগে ওর নিজেরও কিছু সম্পর্ক আছে। আজ যদি ও এখানে উপস্থিত না থাকত তাহলে—যাকে প্রতিদিন দেখতে অভ্যস্ত সেই স্বামীর প্রতি তামারা এত প্রেমময়ী হয়ে উঠত না।

—এটুকুই কী আনন্দের, যখন মানুষ এই রকম খুশীতে থাকে তখন অপ্রিয় জিনিষের কথা একটুও চিন্তা করে না'—তামারা বলে। অপ্রিয় ব্যপার বলতে সে হয়ত বোঝায়—নাট্যালোকে তার প্রবেশ প্রচেষ্টার ব্যর্থতা আর তারই পরিণামের হৃদয় বেদনাকে।

আর্কাডির বাহু নিজের গৌর কণ্ঠের উপর রেখে রভস করে তামারা—স্বামীর বাহুতে নিজের কপোল বুলায়। এক একবার তার চোখ কিসলিয়াকফের দিকে তুলে ধরে।

টেলিফোন বেজে ওঠে—তামারা উঠে দাঁড়াল।

—'একটু ব্যস্ত আছি'—মুখে সামান্য ভ্রূকুটি করে তামারা হঠাৎ বলে বসে।

—'কে?'—জিজ্ঞাসা করে আর্কাডি।

'ও আমার একজন মেয়ে বন্ধু'—

তামারা আবার এসে বসল কৌচের উপর। তার মেজাজ বদলে গেছে—ব্যথিত কণ্ঠে বললে সে—'কোন দিনই আমি ষ্টেজে ঢুকতে পারব না, এও কি সম্ভব? একি কখনই ঘটবে না?'

—'নিশ্চয়, নিশ্চয় বলছি পারবে'—মন্তব্য করে কিসলিয়াকফ —'সেই শুভভাগ্যের জন্য আমার হাত ধর।'

তামারা ওর হাত নিয়ে তাতে চাপ দিলে—একটু চিন্তিত ভংগীমায় ওর হাত নিয়ে আদর করল। সহাস্যমুখে আর্কাডি তাদের নিরীক্ষণ করতে লাগল—এরা দুটি যেন সরল শিশু। এই ভেবে সে গর্বিত, যে তার জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম যারা দু'জন তারা বসে আছে এখানে—ঠিক দু'টি ভাইবোনের মত।

এইটে আর্কাডির কাছে সবচেয়ে অদ্ভুত লাগে যে তারা দু'জন এখনও পরস্পরের কাছে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠতে পারছে না। দু'জনে এক কৌচে বসে থাকতে তারা শংকিত। আর্কাডি যখন তার স্বভাবসুলভ ভংগিতে কথা বলতে বলতে উঠে ঘরেতে পায়চারি সুরু করে দেয় তারা তক্ষুনি তাকে ডেকে এনে কৌচে বসায়।

—'অমন লাফিয়ে উঠে পড় কেন? সবাই মিলে পাশাপাশি বসলে, কেমন আরাম'—এই বলে তামারা নিজেই উঠে দাঁড়ায়।

আর্কাডি যেন ওদের দু'জনের বন্ধনী। সে যখন থাকে পাশে তামারা যেন তার আওতায় থেকে কিসলিয়াকফের দিকে তাকাতে পারে—কিন্তু তারা পাশাপাশি না থাকলে এ কথনই সহজে সম্ভব হয় না।

—'তুমি কেন লাফিয়ে উঠলে'—প্রশ্ন করে আর্কাডি।

—'তুমি না থাকলে আমি বসতে চাই না'—

—'ব্যাপার কি? তোমরা কি পরস্পরের ভয়ে সন্ত্রস্ত? তোমরা কি পরস্পরের কাছে অচেনা থেকে যাবে চিরকাল? জান না, এই মাত্র আমি কি আনন্দ পাচ্ছিলাম'—আর্কাডি বন্ধুকে সম্বোধন করে বলে—'তোমরা দু'জনে যখন 'তুমি' বলে কথা বলছিলে এমন খুশী হয়েছিলাম।'

—'নিজের সমস্ত ইচ্ছা সত্বেও সত্যি কেন জানি না কেবল মাত্র নারী হিসেবে আমি তামারাকে দেখতে পারি না' – এই বলে মুখে হাসি এনে ও তাকালে তামারার দিকে যেন নিজের নিরাসক্তি ও পবিত্রতায় খুশী করতে চায় তাকে।

তামারা তাকে নিরীক্ষণ করলে। ওর কথার বা হাসির উত্তর না দিয়ে শুধু চিন্তিতভাবে অন্য দিকে চেয়ে বসে রইল।

কিসলিযাকফ বুঝলে যে কোন একটা বিষয়ে তামারা 'বরক্ত হয়েছে! তামারার দৃষ্টিকে বন্দী করতে চাইলে ও। কিন্তু বার বারই এড়িয়ে যেতে লাগল তামারা।'

--'তোমাদের এই মৈত্রীতে আরও আনন্দিত হবার একটা কারণ হচ্চে তামারা আজকাল আর হামেশাই তার বান্ধবী সমাজে ছোটে না। তবু কেন জানি না এখনও তোমাদের লজ্জা ভাঙল না।'

—'অত তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা অসম্ভব' - তামারা জানায়।

— 'কিন্তু তোমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে—এই আমি চাই'—

কিসলিয়াকফ যখন বিদায় নিতে উঠে দাঁড়াল আর্কাডি রহস্যচ্ছলে তাদের মাথা দুটো একত্রিত করে বললে—

—'এবার একে--তোমার গ্রহণ করা ভাইকে একটা চুম্বন দাও'--

তামারা কিসলিয়াকফের কণ্ঠে বাহু জড়িয়ে ভগ্নীর মত চুম্বন করল —তারপর দ্রুত সরে গেল।

—'এখনও ভয়?'—তামারার ভীতচকিত আচরণ দেখে আর্কাডি মন্তব্য করে।

—'একবার অভ্যস্ত হয়ে উঠলে আর ভয় করবে না'—জবাব দেয় তামারা।

এরপর যখন কিসলিয়াকফ আবার দেখা করতে এসেছে তামারা বোনের মতোই চুম্বনে অভিনন্দিত করেছে তাকে।

সাধারণত থিয়েটার থেকে গভীর হতাশায় ক্লিষ্ট হয়েই ফিরে আসে তামারা।

আর্কাডি তাকে আরও বিব্রত করে। স্ত্রীর এই সব ব্যর্থতাকে সে গভীর ভাবে গ্রহণ করে না।

—ও আমাকে সব সময় মনে করে ছোট্ট শিশুর মত, যে তার খেলনা হারিয়ে ফেলেছে। ও কেন বুঝতে পারে না যে আমি একটা শূন্য দেয়ালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি'—বিক্ষুব্ধ ভাবে বলে তামারা —'কেন ও উপলব্ধ করতে পারে না যে এ বড় অসহ্য? মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় এই দেয়ালে মাথা ঠুকে মরি। যে কাজে আমি নিজেকে ফোটাতে পারব তেমন কাজ আমি চাই। তা ও বুঝবে না।'

—'বুঝি আমি ঠিকই'—অপরাধীর মত বলে আর্কাডি—'কিন্তু কী করা যাবে?'

—'ওঃ, কী করা যাবে?' অপ্রত্যাশিত ক্রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর দেয় তামারা

—'কী করা যায় অন্যেরা ত ঠিক বোঝে!'

—'অন্যেরা কারা?'—

—'অন্যেরা সবাই। যারা সহজ দৃষ্টিতে সব দেখে। সময় সময় মনে হয় সব কিছু ফেলে পালিয়ে যাই। আমার ত কোন দাম নেই।'

—'অবুঝ হয়ো না। কী বলছ তুমি?'

—'অবুঝ হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। যা' বলেছি—আবার তাই বলছি'—

এই সব সময় আর্কাডির সান্ত্বনা-বাণী তামারাকে আরো বেশী

বিরক্ত ক'রে তোলে ; কিন্তু কিসলিয়াকফ যা বলে তাতে কাজ হয়। ও তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে আজকেই হোক আর কালকেই হোক ছেড়ে সে ঠিক যাবেই। তামারার কাঁধে হাত রেখে ও নানা সম্ভাবনাকে উদ্‌ঘাটিত করে ধরে তার চোখের সম্মুখে। ওর সমবেদনার সুশীতল ছায়ায় ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে তামারা।

—'এ নিরেট রিক্ততা' তামারা বলে—'বুঝলে ? মনের অন্তঃপুরে আমার অবশিষ্ট কিছু নেই, আর এই চিন্তাটাই আমাকে আর্ত করে তুলছে। মনে হয় কোন কিছু দিয়ে এই শূন্যতা ভরে নিতে হবে……এখন বুঝতে পারি কেন লোকে মদ খায়……এমনি সব যা'তা' করে……শুধু মুহূর্তের জন্য ভুলে থাকার আশায়। আর্কাডিকে সেদিন বলেছিলাম, তোমার সংগে দেখা হয়ে কত খুশী হয়েছি আমি। তোমার ব্যবহার এত সুন্দর, এমন স্নেহশীল—কদাচিৎ এমন দেখা যায়। স্বামীর সাহচর্যে কেন জানি না আমার মনের শূণ্যতা ভরে না।'

আর্কাডির সাহচর্যে অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে ওঠে তামারা। কখনও কখনও কিসলিয়াকফ যদি কৌচ থেকে উঠে যেতে চেষ্টা করে তামারা অমনি ওর হাত টেনে ধরে ভীত কণ্ঠে বলে—'যেয়ো না'—

আজকাল তামারার এইসব ঝিমিয়ে পড়া মেজাজে আর্কাডি বন্ধুকেই পাঠায় তাকে শান্ত করতে।

'তামারার কাছে যাও। আমার চেয়ে তোমার কথাই ও শোনে বেশী'।

১৯

একবার কিসলিয়াকফ যখন এল তখন আর্কাডি বাড়ী ছিল না। ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল তামারা। তামারার কাঁধের সাদা ঝালর ওর জানু পর্যন্ত নেমে এসেছিল। সেইটুকুকে নিয়ে ও মাঝে মাঝে বুকের কাছে জড়িয়ে নিচ্ছিল—যেন ওর ঠাণ্ডা লাগছে হাওয়ায়।

—'তারপর, খবর কেমন আপনার?'

—'এই কোন রকম আমার আর রকম ফের নেই' – একটু উষ্মার সংগে উত্তর আসে।

তামারা শালের তলায় নিজের বুকের উপর হাত রেখে কিসলিয়াকফের দিকে অদ্ভুত রহস্যময় চোখে চেয়ে রইল।

'আর্কাডি কোথায়?'

-- 'বেরিয়েছেন'—

'একা রয়েছেন?'

—'হ্যাঁ'—

কিসলিয়াকফের বুক ধুক ধুক করতে লাগল।

তামারা ওর দিকে তেমনি করেই চেয়ে রইল—আর কিসলিয়াকফ মনে মনে ভাবল যে, হয়ত তামারা ভাবছে যে আর্কাডি যখন নেই তখনই ও অভিসন্ধি করে এসেছে যাতে আর্কাডি কিছু মনে না করতে পারে। তা নইলে অমনি করে তামারা চেয়ে থাকে কেন?

—'আমি ভেবেছিলাম হয়ত আর্কাডি এখন থাকবে।'

নীরবে বহুক্ষণ ওর দিকে চেয়ে চেয়ে অবশেষে তামারা জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল।

ঠিক কি ভাবে আচরণ করা উচিত না ভেবে পেয়ে অবশেষে কিসলিয়াকফ এগিয়ে গিয়ে শালের ঝালরের তলায় হারিয়ে যাওয়া ওর হাতখানি হাতের মধ্যে নিয়ে নিল। তামারা ওকে নিবারণ করল না—মহূর্তে ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল। তার সেই আশ্চর্য চাউনি দিয়ে আবার চেয়ে রইল।

কিসলিয়াকফ তক্ষুণি ওর হাত ছেড়ে দিল। মনে মনে ও ভাবল যে হয়ত, তামারা ওর শালীনতাকে পরীক্ষা করছে। যদি আরো একটু দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলে কিসলিয়াকফ তবে আর্কাডি ফিরে এলে ও গোপনে স্বামীকে বলবে—'জানো, আমি কখনো ভাবতে পরি নি যে তোমাদের মস্তিস্ক জীবীদের মধ্যে যারা অবশিষ্ট তাদের কেউ এত নীচ হ'তে পারে।'

কেমন ভাবে ব্যবহার করবে এই সরল কথাটা বুঝতে না পেরে কিসলিয়াকফ ক্রমশঃ অস্থির হয়ে উঠল।

শালের অন্তরালে নিজের চিবুকটিকে আড়াল করে তামারা ওর দিকে সেই রহস্যময় দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

—'অমন অদ্ভুত ভাবে চাইছেন কেন?'

ওর দিকে এক পা এগিয়ে এসে তামারা জবাব দেয়—'তবে আর কেমন করে তাকাব বলুন?'

একটা সিগারেট ধরায় কিসলিয়াকফ।

ওর এই ভংগীমাটুকু ভাল করেই লক্ষ্য করে তামারা।

'কি উৎকণ্ঠার সংগেই আমি আপনার প্রতীক্ষা করেছি—অথচ'—তামারা বললে—'অথচ আমায় দেখে আপনার কোন সন্তুষ্টিই নেই।'

—'আমি খুশী হইনি? একথা বলছেন কেন?'

—'আপনাকে মনে করে আমি বলিনি'—

—'তবে ওকথা বললেন কেন?'

—'একসময় আপনিই একথা বলেছিলেন না?'

—'বলেছিলাম বটে যে, আপনাকে দেখে কেবলমাত্র নারী বলেই আমার মনে হয় না।'

—'তবে —'

'মনে হয় বোন বলে'—

—'অমনি ধারা করে যখন কোন পুরুষ কথা কয় তখন সে নিজের ঔদাসীন্যকে চমৎকার করে চাপা দেবার চেষ্টা করে। যদি আমি কোন বড় তারকা হতাম তাহলে অবশ্য ও ধরণের উদাসীনতা থাকত না —আমি এখন কিইবা—যার জন্যে—'

কথার মাঝেই তামারা মুখে ফিরিয়ে নিলে—ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল।

কিসলিয়াকফ জানত মেয়ে মানুষ পিছন ফিরে দাঁড়ায় দু'কারণে। হয় সে আহত হয়েছে নয় সে পুরুষকে আরো স্বাধীনতা নেবার সুযোগ দিচ্ছে! ইচ্ছা করলে ও পিছন থেকে তামারার গলায় হাত দুটি জড়িয়ে ওর নিটোল শুভ্র ঘাড়ের উপর নিজের ঠোঁট চেপে ধরতে পারত। কিন্তু তা না করে ও সামলে রইল। তামারা তার স্বামীকে বলবে—জান, তোমার একটি মাত্র বন্ধুই আছে যে কোনদিন তোমার সংগে ছলনা করবে না বা বিশ্বাস ঘাতকতা করবে না। শিক্ষিত শ্রেনীর সাধারণ অপচয়ের মধ্যে ঐ একটিই লোক—যে জীবনের উচ্চাদর্শগুলি আজো অটুট রেখেছে। মনঃশক্তি আর আত্মসংযম হারায়নি'।

—'তুমি বুঝলে কেমন করে'? আর্কাডি প্রশ্ন করবে।

—'তোমার অনুপস্থিতে আমি ওকে পরীক্ষা করছিলাম। আমার

বন্ধু শ্রেণীর যে সব মেয়ের কথা তুমি ওকে বলেছ আমি নিজে তাদের মত চাঞ্চল্য দেখিয়েছিলাম কিন্তু দেখলাম তোমার বন্ধু পাহাড়ের মত অটল—কোন সুযোগ নেবার চেষ্টাই তিনি করেননি'।

এই সব চিন্তার মধ্যে কিসলিয়াকফ একান্ত নিঃশব্দে তামারার পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

অবশেষে তামারা বিস্মিতভাবে ওর দিকে ফিরে চাইল—তারপর জানালা থেকে সরে কৌচের উপর অসহিষ্ণুভাবে বসে পড়ল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খুলে আর্কাডি ঘরে ঢুকল।

—'যাক এতক্ষণে এলে'—কিসলিয়াকফ চীৎকার করে উঠল। নিজেদের বিশ্রী অবস্থার কথা চিন্তা করে কিসলিয়াকফ আনন্দের আতিশয্যে এমন করে কথা বললে যাতে আর্কাডি ওদের দু'জনাকে এমন ভাবে দেখে কোন সন্দেহ না করে। কিন্তু কথাগুলো এমন অকুশলীর মত ও বললে,—মনে হোল যেন তামারার সান্নিধ্য ওকে এতক্ষণ এমন পীড়া দিয়েছে যে বন্ধু সমাগমে ও একেবারে পুলকিত হয়ে উঠেছে।

আর্কাডি অনেক কিছু কিনে এনেছে। নিজের পকেটগুলি বন্ধুর কাছে এগিয়ে ও বলতে লাগল—'হালকা কর—হালকা কর।'

কৌচ থেকে নড়ল না তামারা। শালের প্রান্তটুকু নিজের জানুর উপর টেনে নিয়ে ও তাতে নিজের চিবুক অবধি গোপন করে বসেছিল। স্বামীর প্রবেশ পথের দিকে ও একবার ফিরেও চাইল না।

—'ব্যাপার কি'—প্রথমে স্ত্রীর দিকে, তারপর বন্ধুর দিকে চেয়ে আর্কাডি বলল—'ব্যাপার কি হে—তোমরা দু'জনে ঝগড়া করে বসে আছ নাকি!'

—'হঁ।। যাকে বলে মতের অমিল'—কিসলিয়াকফ বলে।

—'মতানৈক্য মোটেই নয়'—তামারা রূঢ় হাতে চুম্বন আগ্রহী স্বামীকে সরিয়ে দিয়ে বললে—আমি ভেবেছিলাম একটু সুষ্টুভাবে লোক আমার সংগে ব্যবহার করবে।

একটা ভয় কিসলিয়াকফের বুকে জুড়ে বসে। হয়ত এইবার তামারা বলবে যে, স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিসলিয়াকফ এমন আচরণ করবার মানস করেছিল যা' চঞ্চলমতি মেয়েদের সংগেই করা চলে। কিন্তু করবার সাহস হয়নি' পাছে সে স্বামীকে বলে দেয়।

—'কি ব্যাপার কি?'

—'ব্যাপার খুবই সরল'—আবার তামারা বলে। 'তোমার বন্ধু তোমার জন্যে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। যে মেয়ে ওর কাছে কিছুই নয়—তার সংগ ওকে পীড়িত করে তুলেছিল। তুমি ওর এত আপনার যে উনি আর কিছুই দেখতে পান না।'

কণ্ঠে পরিহাস বাজছিল কিন্তু তার পিছনে বিরক্তির ভাবও বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল।

—'আর কিছু দেখতে পান না মানে?'—কিসলিয়াকফ প্রশ্ন করে

—'খুবই সরল' ওর দিকে না তাকিয়েই তামারা জবাব দেয়।

খাবার টেবিলে বসে তামারা কেবল মদের পাত্র নিঃশেষ করতে লাগল। আর্কাডি নিবৃত্ত করবার চেষ্টা করছিল ওকে—কিন্তু রূঢ় হাতে ও স্বামীকে ঠেলা মেরে তাকে গোল্লায় যেতে বললে।

এমন ভাবে কথাটা উচ্চারণ করল তামারা—যেন ওর বান্ধবী শ্রেনীর কোন মেয়ে বলেছে। পুরুষ দু'জনেই একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

আর্কাডির প্রতিটি উপসর্গন যেন তামারার উষ্মাকে আরো বাড়িয়ে তুলতে লাগল। আর যখনই কিসলিয়াকফ তাকে শান্ত করবার প্রয়াস করছিল—তামারা এমন একটা ঠাণ্ডা নৈঃশব্দের ভাব দিয়ে তার জবাব দিচ্ছিল যে, কিসলিয়াকফের মনে হোল যেন এ পারিবারিক কলহের মূলে সে কোনভাবে জড়িয়ে আছে।

সহসা শরীর ঝাঁকিয়ে তামারা উঠে পড়ে শোবার ঘরে ছুটে চলে গেল। স্বামী তার দিকে উৎকণ্ঠিত চোখে চেয়ে রইল।

'—যাওনা—কি হোল দেখে এস'—কিসলিয়াকফ বন্ধুকে বললে।

আর্কাডি শোবার ঘরে চলে গেল—'কস্তু ফিরে এল লজ্জিত মুখে। তার হাতে একটা শূন্য গ্লাস। সাইডবোর্ডের ডিকেণ্টার থেকে গ্লাসে জল ভরে নিতে নিতে আর্কাডি বলল—'ওকে মদ দেওয়াই ভুল হয়েছিল। এক্ষুনি ওকে বিছানায় শুইয়ে দিতে হবে।'

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই শয়নঘর থেকে উঁকি মেরে আর্কাডি বলল—'তোমাকে ও ডাকছে'।

সদ্য জ্বালান সিগারেটটিকে নিভিয়ে কিসলিয়াকফ এমন ভাবে ঘরের দিকে যেতে লাগল যেন ও ডাক্তার।

চিবুক অবধি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল তামারা—কাছেই একটা চেয়ারে ওর অংগাভরণগুলো জমে আছে। চোখ দু'টি বুজে শুয়ে আছে তামারা।

পলকের জন্য চোখ খুলে অর্ধস্ফুট স্বরে বিছানার ধারে একটা জায়গা দেখিয়ে ও বললে—'এখানে বস।'

কিসলিয়াকফ বসল। ওর শরীর বিছানার ভিতর লুকানো তামারার হাতখানি ছুঁয়ে রইল। অনুভব করে কিসলিয়াকফ বাহির থেকে ওর হাতখানিতে মৃদু করাঘাত করতে লাগল।

আর্কাডি বসল বিপরীত দিকে। স্বামীর দিকে ফিরেও চাইল না তামারা। এমন ভাবে ব্যবহার করতে লাগল যেন আর্কাডি এমন লোক যার উপস্থিতিতেই ওর বিরক্তি আসছে অথচ সে বিরক্তি জানানো যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে 'এই কর ওই কর—' বলে স্বামীকে সে নির্দেশ দিচ্ছিল—আর যখনই কোন ভ্রান্তি দেখতে পাচ্ছিল অমনি উত্তেজিত হ'য়ে উঠছিল।

স্বামীর প্রতি তার এই রূঢ়তা কিসলিয়াকফের অস্বস্তিকে বাড়ায়। এই চিন্তায় ও বিব্রত হয় যে স্বামীর চেয়েও বেশী স্নেহ তামারা ওকে দেখাচ্ছে।

চাদরের নীচে থেকে একবার তামারা কিসলিয়াকফের হাতখানি মুঠোর মধ্যে নিল।

কিসলিয়াকফ যখন ওর কপালে ভিজে পটি লাগাচ্ছিল—মোটেই বিরক্ত হচ্ছিল না সে—যেমন হচ্ছিল স্বামীর কাজে। কিসলিয়াকফের প্রতিটি স্পর্শে চোখ খুলে তামারা তার দিকে তাকাচ্ছিল।

কিসলিয়াকফের হাতখানি চেপে ধরে ও অনেকক্ষণ আবার স্থির হয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে রইল। নিজের আরেকখানি হাত ওর হাতের উপর রেখে কিসলিয়াকফ দেখাবার চেষ্টা করল, যে, ও কেবল দরদ-হীন দর্শকের মতন ঔদাসীন্য নিয়ে এখানে বসে নেই।

—'তোমার কয়েক ড্রপ ভ্যালেরিয়ান খাওয়া উচিত'—আর্কাডি বলে।

তামারার সমস্ত মুখ ব্যথায় বংকিম হয়ে উঠল। কেমন করে এই সব অনুগ্রহকারী মনোযোগিতাকে এড়ানো যায় তা না বুঝতে পেরে ও একটা অধৈর্য ভংগিমা করল। তারপর অতি কষ্টে বললে —'বরং আমাকে ফ্যানাসিটিন দাও।'

'ওটাত নেই'—

'নেই ত বাজার থেকে আনতে হবে'—

'আচ্ছা আমিই যাচ্ছি' কিসলিয়াকফ ভাবল, লাফিয়ে উঠে ওরি পক্ষে এটা বলা শোভন হ'বে।

কিন্তু একথা ও বলতে পারলে না। কারণ এই বিরক্তিকর মনোযোগিতা থেকে অন্ততঃ কয়েক মুহূর্তের জন্যও যে রেহাই পাওয়া যাবে এই কথাটা তামারা ওর হাতের মুঠি আরো শক্ত করে যেন বুঝিয়ে দিলে।

অর্কাডি বেরিয়ে গেল। তক্ষুনি তামারা মাথা থেকে টাওয়েলটা ফেলে দিয়ে—চাদরের উপর তার সুডোল হাত দু'খানি বার করে তার দিকে সেই অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইল- যা দেখে কিছুক্ষণ আগে কিসলিয়াকফের স্নায়ু বিদ্রোহ করে বসেছিল। কেমন করে ব্যবহার করা উচিত তা বুঝতে দেয়নি'।

—'অর্কাডিই তোমার কাছে জগতের সব জিনিষের চেয়ে বেশী প্রিয়? ওর সংগেই আলোচনা করতে তোমার ভালো লাগে—আর লাগে সেই সব মেয়েদের সংগ যারা ওরি মত কোন রকম অসাধারণ —যারা সংসারে বিশিষ্ট আসন পেয়েছে?'—ওর চোখের দিকে চোখ রেখে তামারা বলল। তারপর ওর হাতখানি নিজের দিকে আরো একটু টেনে নিতে লাগল।

কেমন করে এ প্রশ্নের উত্তর দেবে—ভেবে পেল না কিসলিয়াকফ—শুধু তার চোখের দিকেই চেয়ে রইল। যেমন খুশী ওর অর্থ করে নিক তামারা। ওকে আস্তে আস্তে তামারা ওর এত নিকট সান্নিধ্যে তখন নিয়েছে যে, ওর মুখ প্রায় তামারার মুখের অতি কাছে এসে পড়েছে।

—'আমি তোমার কাছে সামান্যই—না ?'—তামারা বললে।

ওর চোখ দু'টি বড় হয়ে উঠেছে—ওর নাসারন্ধ্র থর থর কাঁপছে।

কিসলিয়াকফ একবার চেষ্টা করল ওর নিজের নাসারন্ধ্র কাঁপাতে - হয়ত তাতে ওর ভাবালু স্বভাবের পরিচয় পাবে তামারা।

—'সামান্যই না ?'—ফিস ফিস করে বলল তামারা।

ওর কম্পমান হাত তখন কিসলিয়াকফকে এত কাছে টেনে নিয়েছে যে. এক সময় ওর শীতল ভিজে ঠোঁটে ওর নিজের ঠোঁট ছুঁয়ে গেল।

এমন অপ্রত্যাশিত ভাবে সবটা ঘটে গেল। সদর দরজায় যখন ঘা পড়ল ও অপরাধীর মত লাফিয়ে উঠে কপাটের উপর হোঁচট খেলে।' তারপর সোজা হ'তে গিয়ে মুখ ধোবার বেসিনে মাথা ঠুকলে। এই ব্যাপারে নিজের পরিত্যক্ত জায়গাটায় নির্বিকার ভাবে বসবারই সুযোগই পেল না ও। জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

এমন বিশ্রী দেখাচ্ছিল। স্বামী যখন ছিল ও বসেছিল বিছানার ধারে। আর যখন স্বামী নেই ও বসে আছে বেশ খানিকটা দূরে।

আর্কাডি অবধি বিস্মিত হোল। বললে—ব্যাপার কি ? আবার তোমারা ঝগড়া করেছিলে নাকি ?

'হঁ্যা'—কিসলিয়াকফ জবাবে বলল। তারপর যাবার জন্য প্রস্তুত হোল।

বাতাসে পা দিয়ে ফিরে এল কিসলিয়াকফ। যেন একটা ঘূর্ণী যার অস্তিত্বই ও কখনো আশা করেনি' তাই ওকে ধরে ফেলেছে।

এই ঘটনায় প্রকাশিত হয়েছে যে ওর হৃদয় আজো তীব্র ভাবপ্রবন, যে প্রবণতা ওর মনসংকেতকে অবহেলা করে, সব বাধা টপকে চলে যেতে পারে।

আর্কাডির কাছে ও বলতে পারে—'যেমন খুশী আমার বিচার কর। কিন্তু তবু আমি সৎ ছিলাম এবং এখনো আছি। আমি তোমাকে সরল ভাবে বলছি যে, একটা তীব্র নেশার ভিতর আমি পড়ে গিয়েছিলাম—যা আমার চেয়েও দুদ্ধর্ষ - পৃথিবীর অন্য সব শক্তির চেয়েও দুর্বার। এই আমার সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য এবং সৌভাগ্য—কারণ এই দিয়ে আমি বুঝলাম যে আজো আমি বেঁচে আছি। মনের দুর্বলতা জয় করার অক্ষমতা—কিংবা সংযমের অথবা মনন শক্তির অভাব মোটেই নয়। এমনি ধারা আবেগ আসে যখন প্রাণ থাকে সব থেকে স্পর্ধিত। যে অবস্থায় মানুষ পাগল হয়ে যায় অথবা সব থেকে বড় পাপ করে বসে।'

ঠিক এই কথাই ও বলত বন্ধুকে যদি সেই মূহুর্তে আর্কাডি থাকত ওর কাছে।

তামারার প্রাণেও এই অনুভূতিরই প্রত্যক্ষতা যদি থাকত।

মুহূর্তের জন্য একটা ভয় ওকে গ্রাস করল যে, হয়ত এর পরে তামারা তার স্বামীর সংগে এক সাথে বাস করার মত অবস্থায় থাকবে না—হয়ত স্বামীকে অমানুষিক ভাবে পরিত্যাগ করে বসবে। তার চেয়েও বেদনা লাগবে ওর এই আচরণে, কারণ তখন আর সে আর্কাডিকে

গিয়ে বলতে পারবে না—'যে কোন দৃষ্টি দিয়েই তুমি বিচার করে দেখ আমার।'

অন্ততঃ এখনকার মত এই সান্ত্বনা ও নিজেকে দিলে যে, তাকে আগে না জানিয়ে হয়ত তামারা সে কাজ করে বসবে না।

পরের দিন সকালে অনির্বচনীয় আনন্দে ও ঘুম থেকে উঠল। এমন মধুরতা ও অনেকদিন উপভোগ করেনি। পূরো এক ঘণ্টা ধরে ও মিউজিয়মের নব সংগঠনের জন্য কাজ করল।

হঠাৎ বাইরের তিনটে ঘণ্টা বাজল—ওরই উদ্দেশ্যে।
করিডরে যথারীতি কুকুর ডেকে উঠল এবং সংগে সংগে অনেক ঘর থেকে অনেকগুলি মাথা বেরিয়ে এল। নিম্ন মধ্যশ্রেনার মেয়েটি পায়ে চটি পরে বেরিয়ে এল সবার আগে।

এখন কে আসতে পারে এই ভেবে অবাক হয়ে ও দরজা খুলে দিতে গেল। হয়ত ওর স্ত্রীই ফিরে আসছে। এর চেয়ে বড় মুশকিল আর কি হতে পারে। আর হয়ত এইই ঠিক সময়—বেশী বিলম্ব হবার আগে ও স্ত্রীর কাছে সব খুলে বলতে পারবে।

দরজা খুলে দিয়ে কিসলিয়াকফ এমন বিমূঢ় হয়ে গেল যে কি বলা উচিত অথবা কি করা যায় ভেবেই পেলে না চৌকাটের ধারে দাঁড়িয়ে আছে তামারা। চোখের উপর নামিয়ে দেওয়া অাঁট সাট একটি হ্যাট মাথায়।

মানব মনের চিন্তা বিদ্যুৎতের চেয়েও দ্রুত। দরজা খোলা এবং প্রথম সম্ভাষন এই দুয়ের মধ্যে যে স্বল্পকালটুকু—তার মধ্যেই ওর মাথায় সব রকমের চিন্তা এসে ভিড় করল—সকাল এগারোটায় কেন তামারা ওর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে!

প্রথমেই ও ভাবল—যে ভাবনা ওর মাথায় হাতুড়ির মত ঘা মারল।

হয়ত তামারা স্বামীকে বলে এখানে ওর সংগে এসেছে চিরদিনের জন্য। ও জানেই না যে কিসলিয়াকফ বিবাহিত।

তরুন যৌবনের মাদকতা দিয়েও যদি কিসলিয়াকফকে আঁকড়ে থাকে? কেমন করে ও তাকে রাখবে? কোথায় তাকে থাকতে দেবে?

কয়েকটি পলকের মধ্যে এই সব চিন্তা ওর মাথায় খেলে গেল।

'হঠাৎ কি মনে করে? একলা এসেছেন না আর্কাডি সংগে আছে?' —বিস্ময় আর হর্ষ যুগপৎ কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পায়। ওর প্রতিবেশীর দল অন্ততঃ মনে করে যে মেয়েটি ওর আলাপি।

বুরোতে যাবার পথে মনে হোল কেমন জায়গায় তুমি থাক দেখে যাই। আসব?'

অনেক হালকা লাগল বুকটা। যাক্ তবু ওর গলায় বাহু বন্ধন দিয়ে তামারা সকলের সামনে বলে বসেনি'—'স্বামীর কাছ থেকে আমায় ছিনিয়ে নাও—তার কাছে আমি থাকতে পারি না।'

— 'আনন্দের সংগে! ভিতরে আসুন' –

লিলাক শাল গায়ে মহিলাটি বাথরুমে ঢুকলেন। ইচ্ছা করে তার চোখের সামনে কিসলিয়াকফ ওর কোমরে হাত জড়িয়ে ভিতরে নিয়ে এল।

হ্যাট না সরিয়েই তামারা ঘুরে ঘুরে ঘরখানি দেখল। তারপর ঋজু হয়ে দাঁড়াল। দীর্ঘায়ত—তরুণ ওর তনু। ওর নীল শারদীয় পোষাক ওর আঁট করা হ্যাটের রঙ, মুখের আর ঘাড়ের শুভ্রতা এবং রঙকরা ওষ্ঠাধরের বর্ণ যেন উজ্জ্বলতম হয়ে দেখাল।

কিসলিয়াকফের দিকে চেয়ে ও তেমনি মৃদু হাসল যেমন হাসে কোন মেয়ে নির্জন ঘরে—যে তার সদ্যপরিচিত প্রেমিকের সংগ পায়।

হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে হঠাৎ কিসলিয়াকফ ঘরের মধ্যিখানে দাঁড়াল।

'সারা রাত আমি কষ্ট পেয়েছি'—হাতে ঢাকা মুখে ও মৃদু গুঞ্জন করে বলে—'সকালের প্রতীক্ষায় আমি আর্ত হয়ে উঠেছিলাম।'

তামারা ওর সান্নিধ্যে এসে দাঁড়াল। বিজয়িনীর গর্বিত আনন্দের হাসি ওর মুখে। ওর অভাবে সারা রাত কষ্ট পেয়েছ পুরুষ।

—'কষ্ট পেয়েছিলে কেন?'

—'কারণ আমি বদমাইস'—হতাশ ভাবে ও বলে।

চোখ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ও জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। যেন তামারার চোখে চোখ রাখতে বা মুখের দিকে তাকাতে ওর শক্তি অবশিষ্ট নেই।

পিছনের নৈঃশব্দ ওকে বুঝিয়ে দিলে যে, যে-উত্তরের আশায় প্রশ্ন—সে উত্তরের পরিবর্তে এসেছে অন্য জবাব।

—'একথা কেন বলছ'—তামারা সতর্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

—'কারণ আমার বন্ধুর সংগে আমার একমাত্র বন্ধুর সংগে আমি বিশ্বাসহীনতা করেছি।'

একটা নির্লিপ্ত বিস্ময়ের ভাব তামারার মুখের উপর দিয়ে ঝিলিক মেরে যায়।

—'আমি বেশ বুঝতে পেরেছি যে আমি অভদ্রের মত আচরণ করেছি। নিজের সংগে আমি লড়তে পারি না—কারণ তোমার চিন্তা আমাকে সম্পূর্ণ জয় করেছে'-কিসলিয়াকফ নিজের কথার ভিন্ন অর্থ বার করে। ওর ভয় হয় হয়ত তামারা রাগ করে চলে যাবে।

তামারা ওর হাতখানি নিয়ে সন্তর্পনে ওর আংগুলে টোকা দিয়ে বলে—'মনে যখন দুরন্ত আবেগ—তখন এ কি মন্দ! কোন আবেগ না থাকা—সেকি এর চেয়েও মন্দ নয়?'

'সে সত্যি কিন্তু সোজা ওর মুখের দিকে কেমন করে চাইব—এই চিন্তা আমায় ভয় দেখায়।'

—'কেমন করে জানবে ও। আমি ত ওকে কিছু বলব না। আমি সব সহজ ভাবে গ্রহণ করতে চাই। কোন অতীন্দ্রিয় ভয় আমার নেই। তবে আমার স্বামীর কাছে আমার এই বিশ্বাস হীনতা'—বংগ করে তামারা এই শেষ কথাটায় জোর দেয়—'আমার বিশ্বাসহীনতা স্বামীর মনকে একেবারে ভেঙে দেবে। তাকে কিছু জানতে না দেওয়াই ভাল।'

—'ভগবানকে ধন্যবাদ'—হাঁফ ছাড়ে কিসলিয়াকফ।

কৌচের উপর তামারাকে বসিয়ে দেয় ও। ওর পায়ের কাছে কার্পেটের উপর বসে কিসলিয়াকফ। তীব্র আনন্দে আর মাদকতায় ও তামারার দু'টি হাত চুম্বনে ভরে দেয়—আর সেই সংগে ওর হ্যাট আর জ্যাকেট খোলবার চেষ্টা করে। কিন্তু তামারা নিজেকে গুটিয়ে নেয়—'যাঃ ও কি হচ্ছে—না না'—দুর্বলভাবে বাধা দেয়।

হঠাৎ পার্টিশানের ওপারে নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেনীর মেয়েটার ঘর থেকে আওয়াজ আসে। কৌচ থেকে ভয়ে লাফিয়ে ওঠে তামারা।

—'ও কিছু না—এমন কিছুই নয়'—কিসলিয়াকফ ওকে আবার বসিয়ে দেয়। তারপর আরো নিবিড় করে তামারাকে জড়িয়ে ধরে। কিন্তু সব সময় ওর ভাবনা হয় যে পাশের ঘরের মেয়েটি হয়ত সবই শুনতে পাচ্ছে—জানতেও পারছে বা এ ঘরে কি ঘটছে।

জানু পেতে বসে তামারার প্রশস্ত হাত নিজের একখানি মুঠির মধ্যে নিয়ে অপর হাতে ওর সুগোল পিঠে মৃদু আঘাত দিতে দিতে কানে কানে মধু গুঞ্জন করতে থাকে। আর তামারা চোখে সজল

স্বপ্ন নিয়ে, মুখে রহস্যময় অবাক হাসি হেনে এই পর পুরুষের মাথার চুল নিয়ে খেলা করতে থাকে।

কিসলিয়াকফের সহসা মনে হয় যে তামারা ওর দিকে না তাকিয়ে চেয়ে আছে সামনের দেয়ালের দিকে।

—'আমার দিকে চাও মণি'—ওর মাথা নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করে কিসলিয়াকফ। হঠাৎ ওর সমস্ত শরীর স্বেদসিক্ত হয়ে যায় এই চিন্তায় যে হয়ত তামারা দেয়ালে ছারপোকা দেখছে। আর ও দৃষ্টি ক্ষীণতার জন্য তার সত্যতা অবধি পরীক্ষা করতে পারছে না।

এই অবুঝ চিন্তা ওর সমস্ত মনকে ধাক্কা দিয়ে ওর ঠোঁটের মধু গুঞ্জনকে একেবারে স্তব্ধ করে দিল।

এই উদ্যত পুরুষটির হঠাৎ অদ্ভুত শ্লথ হ'য়ে যাওয়া দেখে তামারা বিস্মিত হ'য়ে যায়। তামারার কোমরে হাত জড়ান কিসলিয়াকফের ভংগিমা দেখে হঠাৎ মনে হবে যেন ফটোগ্রাফারের সামনে ও এমনি একটা অস্বাভাবিক পোজ নিয়েছে যা আর বদল করা চলে না।

'কি হোল তোমার'—প্রশ্ন করে তামারা। চোখের মায়াময় স্বপ্ন হারিয়ে যায়।

'আমি কই না ত'—ফ্যাকাশে হয়ে বলে কিসলিয়াকফ। কার্পেট থেকে উঠে ও এই তরুণী মেয়েটির দিকে রহস্যঘন চোখে তাকিয়ে থাকে আর নিজের শরীর দিয়ে তামারার দৃষ্টির ভূমিকাকে আড়াল করবার চেষ্টা করে।

বজ্রপাতের আকস্মিকতার মত একটা নূতন চিন্তা ওর মনকে নাড়া দেয়। সন্তান সম্ভাবনার চিন্তা!

—'তোমার ভয় হয় না—যদি কোন রকম সন্তান'—ও তামারাকে বলে।

লঘু স্বরে ক্লান্তির সংগে তামারা জবাব দেয়—'তাতে কি হোল?'

—'তাতে কি মানে? লোকে ত সন্দেহ করবে?'

—'কিন্তু এক্ষুণি ত তা' হচ্ছে না।'—

—'এক্ষুণি নয়?'—

—'মোটেই নয়। যা হোক মিছে এখানে বসে আছি—সাড়ে এগারটা হোল। আমায় আবার বুরোতে যেতে হবে।'

—কৌচ থেকে উঠে ও দ্রুত হ্যাট আর হাতদানি পরে নিল। একবারও কিসলিয়াকফের দিকে চাইলে না।

তামারা চলে গেলে কিসলিয়াকফ দেয়ালের ধারে গিয়ে পরীক্ষা করল। কিন্তু কিছুই ছিল না সেখানে।

কাজে বেরোতে হবে ওকে। করিডরে গিয়ে ও এমন একটা কিছুর মুখোমুখি দাঁড়াল যা দেখে কিসলিয়াকফের মন দুমড়ে গেল। আবার সেই ছবি!

২১

ছেলেরা ওর সকালটিকে মাটি করে দিলেও কাজ শেষ করবার একটা মধুর চিন্তা ওর মনকে জুড়ে বসেছিল। আজকাল ও সহজ ভাবেই পলুখিনের ষ্টাডির নিরিবিলিতে গিয়ে বসতে পারে—তার বক্তব্য শোনে। পরিকল্পনাটি বিবেচনা করে টেবিলের উপর লাফিয়ে উঠে পলুখিন বলবেই—

'চমৎকার বন্ধু। যদি শিক্ষিত শ্রেণীর সবাই এমনি করে কাজ করত কি বিপুল ফল লাভ করতাম আমরা।'

মিউজিয়মে পৌঁছে ও সোজা ডিরেকটারের ষ্টাডিতে গিয়ে হাজির হোল। ওভারকোট গায় দেওয়া একজন বিরল কেশ বৃদ্ধ হাঁটুর উপর হ্যাট রেখে পলুখিনের কাছে বসে ছিল। ডিরেকটারের সংগে ওর বন্ধুত্ব আর ঘনিষ্ঠতার জোর দেখাবার জন্যই যেন কিসলিয়াকফ দরজায় টোকা না দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ল। কমিউনিষ্টদের সাম্যবোধের একটা উদাহরণ দেখালে ও। নিঃশব্দে পলুখিনের সংগে করমর্দন করে ও জানালার ধারে গিয়ে বসল।

অতিথি যেন অনাহূত ভাবে এসে ওদের নিভৃত আলাপকে বিব্রত করেছে, এমন একটা অধৈর্যের সংগে কিসলিয়াকফ অপেক্ষা করতে লাগল। ও আশা করে এসেছিল যে পলুখিনকে ও একা পাবে--তাকে অভ্যর্থনা করবার সময় এই ধরনের কথা বলবে --'কাজ খতম,' অথবা 'বন্ধু, এইবার শেষ হয়েছে, এখন সমালোচনা করত দেখি।'

আগন্তুক লোকটি বুঝি একজন প্রফেসর। এই মিউজিয়মে পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহ কিছু দিচ্ছেন।

কমিউনিষ্ট ও প্রোলিটারিয়েট দৃষ্টি ভংগী—যার কাছে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সবই বিদেশীয়ানা—সেই চোখ দিয়ে ও ভদ্রলোককে বিচার করতে লাগল। তাঁর আলাপের বিনয়ী ভংগীগুলি—যেমন 'দয়া করে আপনি এখন বলেছেন' অথবা 'যদি আমায় একটা কথা বলার সুযোগ দেন'—ওকে বিরক্ত করে তুলল।

শিক্ষিত লোকের ব্যাবহারে ও চরিত্রে যে সব অশ্রদ্ধেয় বৈশিষ্ট্য থাকে--তা যেন কিসলিয়াকফ বড় করে দেখতে পেল। অতি নম্রতা

অসহায়তা আর চিন্তায় অপ্রতিভতা। প্রফেসর নিজের টুপিটা ফেলে দিলেন হাত থেকে কিন্তু তা' লক্ষ্যও করলেন না। ওটা তুলে দেবার জন্য কিসলিয়াকফ কোন প্রয়াসই করল না। এই প্রফেসরকে বিচার করতে বসে নিজেকে যেন একজন ঝানু কমিউনিষ্ট মনে হোল কিসলিয়াকফের।

পলুখিনের সংগে আলাপের সময় প্রফেসর একবার কিসলিয়াকফকে নিজের শ্রেণীর লোক মনে করে অনুমোদনের জন্যে ওর দিকে তাকালেন কিন্তু কিসলিয়াকফ ভাবলেশহীন মুখে বসেই রইল—ভদ্র লোকের স্নিগ্ধ অপ্রতিভ হাসির কোন প্রত্যুত্তরই দিল না। প্রফেসর যেন ফেল হওয়া ছাত্রের মত হয়ে গেলেন যে-ছাত্র অপর শিক্ষকের সহানুভূতি চাইতে গিয়ে কেবল শীতল দৃষ্টির জবাব পায় মাত্র।

সকল শিক্ষিত লোকের আপাতঃ বিশিষ্টতা যেন এই ভদ্রলোকের মধ্যে দেখতে পেল কিসলিয়াকফ। এইসব লোক নিজেদের সাধনায় এমন নিমগ্ন থাকেন যে জনতার সংগে কোন সংস্পর্শই রাখেন না। এদের চারি পাশে যেন আশ্রমের আবেষ্টনী। এরা স্বভাবতই দুর্বল আর অবস্তুবাদী। ভাবতেই কিসলিয়াকফ একটা গোপন লজ্জায় পীড়িত হোল।

অবশেষে বিদায় নেবার জন্য উঠে বিস্মিত হয়ে ভদ্রলোক প্রথমে নিজের হাতের দিকে চাইলেন—তারপর তাকালেন নিকটবর্তী মেঝের দিকে। ওর পিছনের দিকে হ্যাটটি পড়ে ছিল ওর দৃষ্টির অন্তরালে।

কিন্তু সেটা তুলে দেবার চেষ্টাই করলে না. কিসলিয়াকফ—এমন কি প্রফেসরকে কোন নির্দেশ পর্যন্ত দিলে না।

'ও, এই যে'—প্রফেসর লজ্জিত ভাবে হেসে কিসলিয়াকফের দিকে তাকালেন। কিন্তু কোন জবাবী হাসি পেলেন না।

জানলার ধার থেকে উঠে দাঁড়াল কিসলিয়াকফ—প্রফেসরের নির্গমনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। প্রফেসর পলুখিনের সংগে করমর্দন করে—কিসলিয়াকফকে নত হয়ে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলেন।

পলুখিনকে কোন কথা না বলে রহস্য জনক ভাবে গিয়ে কিসলিয়াকফ দরজায় চাবি এঁটে দিলে—তারপর ডিরেকটারের সান্নিধ্যে চেয়ার টেনে বসল। পলুখিন বিস্মিতভাবে ওর আচরণ লক্ষ্য করছিল। কিসলিয়াকফ পকেট থেকে কাগজের তাড়া বার করে বললে—'বন্ধু, কাজ শেষ করে ফেলেছি। কেমন হোল শোন, তারপর সমালোচনা করো। ব্যাপারটা আমায় সব পড়তে দাও—তারপর বোলো পরিকল্পনাটা সুন্দর হয়েছে না একটা যাচ্ছে তাই দাঁড়িয়েছে।'

পুরাণো দিনে এমনি ধারা নিকৃষ্ট আলাপে কিসলিয়াকফ মর্মাহত হোত। আজকাল সব সময়ই ও যা তা ভাষায় কথা বলে'। পলুখিনের মত লোকদের সংগে ব্যবহারে ওর ভারা সুবিধে হয় এই ধরণে—যেন ওদের দলেরই একজন বলে মনে হয় নিজেকে আর যে মনীষার ছাপ এই সব প্রোলিটারিয়েটদের দু'চক্ষের বিষ তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

ও বলতে সুরু করল, বর্তমানে ঠিক যে ভাবে মিউজিয়মটি রয়েছে তা একেবারে অচল। এই সেন্ট্রাল মিউজিয়ম—যা' সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রতিভূর মত—ঠিক যেন একটি সমাধি শিলা, যা কেবল শ্রদ্ধাবানদেরই দেখবার জিনিষ। তার মনে হয় যে রাশিয়ার ইতিহাসের অতীতকে বিশেষভাবে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করতে হবে—আর প্রত্যেক যুগের জার, ধনী আর দরিদ্রের জীবনের একটা সম্পূর্ণ ছবি এক একটা হলে প্রদর্শন করতে হবে।

এই প্রদর্শনা শুধু যে জার আর নিপীড়িতের অবস্থা বৈষম্যই দেখাবে

তা নয়—সংগে সংগে ইতিহাসের একটা তুলনামূলক দৃষ্টান্তস্থলও হবে—কারণ জীবন ধারণ প্রনালীর অসাম্য এতে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। তারপর উনবিংশ শতাব্দীতে এই দুই শ্রেণীর মধ্যে মাথা তুলবে একটা তৃতীয় দল। এরা মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ বুর্জোয়া জাগরণ। এই উন্মেষও দেখাতে হবে। তারপর শ্রেণী হিসেবে জাগল শ্রমজীবী। সমাজের কাঠামো বড় হোল—দিকে দিকে প্রশাখা দেখা দিল—সামাজিক বৈষম্য আরো প্রখর ভাবে প্রকট হোল এবং যুদ্ধ আনল এই বৈষম্যের চরম। বুর্জোয়া শ্রেণী যুদ্ধমান শ্রেণীর রক্তের বদলে অর্থশালী হয়ে উঠল। তারপর—তারপর এলো শেষ বিস্ফোরণ—নূতন যুগ বিপ্লব।

সমগ্র রিভোলিউশনকে তার বহু বিচিত্র প্রনালীর সর্বদিক দিয়েই দেখাতে হবে'। সাধারণ ভাবে তিন ভাগে একে খণ্ডিত করতে হবে—দ্বন্দ্ব - শান্তি - পুনর্গঠন। যুদ্ধের সর্বপ্রকার অস্ত্র শস্ত্র এবং সমস্ত পুরাতাত্বিক জিনিষ, যা শত্রুর সংগে প্রোলিটারিয়েটদের নির্মম সংঘর্ষের সাথে জড়িত—তা সবই সংগ্রহ করতে হবে। সোভিয়েটের অষ্টম অধিবেশনের পর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাথমিক অবস্থায় যে প্রনালীতে গৃহাদি নির্মিত হয়েছে তাও দেখাতে হবে। কৃষি উন্নয়নের ক্রমিক বিকাশকেও তুলে ধরতে হবে—ব্যক্তি থেকে সমষ্টিতে তার রূপান্তর।

মিউজিয়মকে নামিয়ে আনতে হ'বে শ্রমজীবীদের কাছে—তারা এসে এমন ভাবে দেখবে যেমন পর্যবেক্ষণ করেন একজন সেনাপতি মানচিত্রে নিজের দুর্বলতা আর শক্তির কেন্দ্রগুলিকে।

হাতের তালুতে চিবুক রেখে পলুহিন সেই কাগজখানার দিকে চেয়েছিল। কাগজে অসংস্কৃতভাবে সব জিনিষটা ছকা রয়েছে; শোনার মাঝে মাঝে মাথা তুলে কিসলিয়াকফের দিকে তাকিয়ে দেখছিল সে।

আর জীবন্ত চোখে কৌতূহলে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল কিন্তু কাচের চক্ষু তেমনি উদাসীন—নিস্পৃহ। যেন কিসলিয়াকফ যা কিছু বলছে তাতেই তার নেতি ভাব।

শেষে ডিরেকটার উঠে মৌনভাবে ঘরে পায়চারি করতে সুরু করল। কিসলিয়াকফ আশা করেছিল যে, এইবার পলুখিন উঠে ওর পিঠ চাপড়ে হর্ষের সংগে বলবে—'বাঃ চমৎকার!'

কিন্তু এই নৈঃশব্দ ওকে উত্তেজিত করে তুলল। ডিরেকটারকে লক্ষ্য করে কিসলিয়াকফ এমন ভাবে কাগজপত্র তুলে নিতে লাগল—যেন স্কুলের ছাত্র মাষ্টারের কাছে পরীক্ষা দিয়ে খাতা গুটিয়ে মনের লজ্জিত উত্তেজনাকে আবৃত করবার চেষ্টা করে এই আশায় যে, ও পাশ হয়েছে।

কতকগুলি উত্তেজিত চিন্তা ওর মনের ভিতর চমক দিল। পরিকল্পনাটির মধ্যে সাফল্যের সিঁড়ি কি দেখতে পাবে না পলুখিন? হয়ত অতি ঘনিষ্ঠতায় ডিরেকটার বিরক্ত হয়েছে। পলুখিন ভাবতে পারে—'ব্যাপার দেখ—ওকে সাহায্য করবার জন্য আমন্ত্রন করা হয়েছিল, এখনো কাজ হয়নি। এর মধ্যেই ও একেবারে আমার ষ্টাডিকে নিজের ঘর বানিয়ে নিয়েছে।

পলুখিন তার মৌনতাকে যত দীর্ঘ করে কিসলিয়াকফের গাল তত যেন তেতে উঠতে থাকে।

টেবিল থেকে নাতিদূরে ঘরের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে বললে ডিরেকটার—'হ্যাঁ তারপর'—পলুখিনের খণ্ডিত উক্তিতেই বুঝল কিসলিয়াকফ যে সে জিতেছে। ওর মন সংশয়িত ছিল বলে যে পলুখিন নীরব ছিল তা নয়—খুব সম্ভব কিসলিয়াকফের পরি কল্পনায় ওর মনে যে উজ্জ্বল ছবি ফুটে উঠেছে, তা' পলুখিনের নিজের বুদ্ধিমত্তার কাছে যেন একটা প্রকাণ্ড বিস্ময়।

—'বেশ বন্ধু, বেশ'—পলুখিন পুনরুক্তি করে—'এই ত হোল আসল জিনিষ। ঐতিহাসিক আপেক্ষিকতাই আমাদের দেখাতে হবে। এই তুলনা আর সব ঠিক করে দেবে—সহজ করে দেবে কী প্রয়োজন আর কী অর্থহীন। আর কী সহজ। ইতিহাস প্রানবন্ত, চলমান—এখানে যেমন রয়েছে তেমন মৃত নয়।'

—'সেই ত আসল মার্কসীয়' বললে কিসলিয়াকফ।

—'হ্যাঁ মার্কসবাদ।' একটুও না সরে পলুখিন বলে—'চমৎকার করে রচনা করেছ। ওস্তাদ ছেলে।' শেষ কথা কয়টি—যা আরো আগেই ও শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়েছিল—শুনে কিসলিয়াকফ বহু প্রয়াসে তার নির্লিপ্ত প্রশান্ত ভাব বজায় রাখল।

এই আনন্দানুভূতি ওর জীবনে একটা নূতন আবিষ্কার।

কিসলিয়াকফ এখন উপলব্ধি করল যে, পলুখিনের মনে যে ভাবে রেখাপাত করতে পেরেছে ও, তাতে দরজায় চাবি বন্ধ করবার অধিকার ওর জন্মেছে।

ওরা প্রথম হলে এসে প্রবেশ করল।

দেওয়ালের ধারে ধারে ঘরের মধ্যিখানের হলুদ কাচের কেসের কাছে থেমে পলুখিন বললে—'সমস্ত জায়গা বয়ার আর জারের দেহসজ্জা দিয়ে ভরিয়ে ওদের লাভ কি হয়েছে।'

'—হ্যাঁ এক্ষুনি দেখতে পাবে যে অভাবটা কোনখানে; সংগ্রহের অভাব বা পরিকল্পনার ত্রুটি নয়—প্রদর্শনীর অব্যবস্থাই হোল সব থেকে দায়ী বেশী। এই হলে যখন জারের বিলাস বাসনের পাশেই আর একজন দারিদ্রের পর্ণকুটীর যুগপৎ থাকবে—তখনই আমরা লোকের মনে রেখাপাত করতে পারব। এখন থেকে প্রথম নিকোলাসের হ্যাট গোল্লায় যেতে পারে'—

—'কেন, গোল্লায় যাবে কেন?' কিসলিয়াকফ বলে—'যদি বলত আমরা তাতে অরো গোটা কযেক মুকুট চড়িয়ে দেব—আর তার পাশেই রাখব পার্টির কয়েকটি ইস্তাহার আর ফাঁসিকাঠ থেকে আনা একটা হুক। একটা আর একটাকে কেমন করে টেনে আনে, ধরতে পারছ? কি বিপুল কাজ এখানে যে করা যায়'—কিসলিয়াকফ উত্তেজনায় চোখ থেকে প্যাশনেটা খুলে ফেলে পলুখিনের দিকে চাইলে—'আর অন্য কি উপায়ে ইতিহাসের তুলনামূলক প্রদর্শনী দেখানো যাবে!'

এমন একটা চমৎকার চিন্তার প্রকাশে কিসলিয়াকফের সমগ্র চেতনা রোমাঞ্চিত হল।

ছোট্ট একটু খানির মধ্যে জাতির সমগ্র জীবন—তার ইতিবৃত্ত আর তার প্রগতি দেখাতে হবে'—সে বললে। অধীর আনন্দে পলুখিনের মন ভরে উঠেছে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠল ও।

মিউজিয়মের অন্যান্য কর্ম্মচারীবৃন্দ যারা ঘুরছিল—তারা ফিরে ফিরে দেখছে ওদের।

একটা পুনর্গঠন পরিকল্পনা যে কার্যে রূপান্তরিত হতে চলেছে এ বুঝে নিতে তাদের দেরী হয় না

যে দপ্তরে কিসলিয়াকফ কাজ করত তার অধ্যক্ষ পাশ দিয়েই গেলেন। কেন কিসলিয়াকফ কাজ করছে না—একথা জানবার সব অধিকারই তার ছিল কিন্তু কোন প্রশ্ন করলেন না তিনি। কিসলিয়াকফ তার দিকে ফিরেও তাকাল না। মুহূর্তের জন্য ওর মনে হোল যে ওর অধ্যক্ষ উচ্চপদস্থ ত ননই—যেন তারই অধীন। ডিরেকটারের সংগে ওর নিজের বন্ধুভাবের ফলেই হয়ত ওর এই চিন্তা মাথায় এল।

কাজ না করার অধিকার যেন ওর জন্মেছে, এই কথাটা নিজেকে বিশ্বাস করানোর জন্যই অনেকটা স্বাভাবিক বৃত্তির বশেই ও পলুখিনকে বললে—

—'শুধু তোমার সংগে কাজ না করলে হয়ত আরো কতদিন আমি এই সব আইকন আর বাক্সে বই নিয়ে নাড়াচাড়া করে সময় নষ্ট করতুম। তুমি জান না বোধ হয় যে, এখানে একদল এমন অদ্ভুত লোক আছে যারা পুঁথি হাতে নিয়ে আবেগ কাঁপে—শুধু যে এই গুলিতে অমূল্য সব চিন্তাধারা আছে তার জন্য নয়। কারণ, এইগুলি তিন শতাব্দীর পুরাণো পুঁথি'! 'তাতে কি—তাতে কি। সব জিনিষেই আমরা প্রাণ সঞ্চার করব। কোন কমিটি বা সাব কমিটি না করেই আমরা বিপ্লবী পন্থা গ্রহণ করব। তা নাহলে পাঁচ বছর ধরে এই পুনর্গঠনকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতে হবে'— মন্তব্য করে পলুখিন।

—'নিশ্চয়ই'—কিসলিয়াকফ সম্মতি জানায়— 'আর তা ছাড়া অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট হয়।'

—'ঠিক কথা'—

২২

পলুখিনের সংগে আলাপে কিসলিয়াকফের উৎসাহ সমান ভাবেই রইল। ওর মনে হোল, এই কথা আর কারুর কাছে জানানো দরকার —কাউকে চুপে চুপে বলা প্রয়োজন।

নিজের কলিগদের কাছে এই পুনর্গঠন পরিকল্পনার কথা বলা সম্পূর্ণ বোকামিই হবে। তারা ওর দিকে এমনভাবে চাইবে যেন ও চরম কর্তৃপক্ষের কাছে হাজির হয়েছে তাদের ক্ষতিকর পলিসি নিয়ে—যার ফলে তাদেরই কয়েকজনের চাকরী যাবে।

মিউজিয়মের কর্মীবৃন্দের যে-ভয় জন্মেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে যা বড় তা হচ্ছে যে, যখন এই পরিবর্তন আর পরিমার্জন শুরু হবে তখন যে-সব

লোক চাকরী হারাবে হয়ত তারাই সেইদলে পড়বে। এই পরিমার্জন যদি এমন কারুর দ্বারা সাধিত হয় যারা এখন ক্ষমতাবান, যাদের ক্ষমতার প্রশ্ন করা চলে না, তবে তারা মাথা নীচু করে যাবে কিন্তু যদি তাদের কর্মীসংঘের কারুর দ্বারা এই কাজ হয় তবে এই সব লোক আক্রোশে ফেটে পড়বে। এ মনে করেই কিসলিয়াকফ স্কাউটদের মিটিং ঘরে গিয়ে বসল। মিউজিয়মের নীচেকার তলায় কয়েকটা নীচু নীচু ঘর আছে এ তাদেরই একটি।

কালীর ছোপ লাগান সবুজ ব্লটীং পেপার ঢাকা একটা টেবিল ঘরের মধ্যিখানে। দেয়ালে কয়েকটা ইস্তাহার গত মে উৎসবের সময় থেকেই ঝুলছে! এক কোনে সোনার জড়ি দেওয়া একটা লাল পতাকা, দেওয়ালের গায়ে সারি দেওয়া বেঞ্চি আর কয়েকটি পিঠখাড়া কাঠের আর্ম চেয়ার—এই নিয়ে ঘরের আভরণ।

কিসলিয়াকফ যখন ঢুকল ঘরে তিনটি প্রাণী। চুরীকভ টেবিলের উপর ঝুঁকে একখানা কাগজে কি যেন লিখছে। তার পাশে আর দু'জন স্কাউট মাথার পিছনের দিকে টুপি হেলিয়ে দিয়ে ঝুঁকে পড়ে চুরীকভ কি করছে দেখছিল।

ঘরে প্রবেশ করার মুখে কিসলিয়াকফ প্রশ্ন করল—'কমরেড সিডোরভ আছে?'

লেখা থেকে মুখ তুলে চুরীকভ বললে 'ছিল—খানিক আগে কোথায় গেছে?'

কিসলিয়াকফের সত্যি কারুর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু বিনা উদ্দেশ্যে এখানে আসাটা ভাল দেখাবে না ভেবে ও এমন ভান করল যেন ও টেকনিক্যাল কর্মী সিডোরভকেই খুঁজছে। পলুখিনের সংগে ও যেমন সহজ এদের সংগেও ও তা হতে পারে

না—কেন না প্রায় এদের সকলেরই ও পিতার বয়সী। এই বৈষম্য এদের সংগে কমরেডী ভাব দেখাতে ওর কষ্টকর লাগে। কমরেড বলে ডাকতে লজ্জা করে। অথচ সে সম্ভাষণ ছাড়া আলাপই যেন কৃত্রিম হয়ে পড়ে।

মনের উচ্ছ্বসিত অবস্থায় ও একটু হাল্কা হতে চায়। এর সংগে কোন স্বার্থের যোগ নাই। ও যেন জানাতে চায় যে এদের বন্ধু ভাবের দাম ও দিতে পারে।

—'একটু ধুম পান করতে চাই'—এমন কণ্ঠে ও কথা বললে—যেন পরিশ্রমের পর কয়েক মুহূর্তের জন্য ও একটু বিশ্রাম নিতে চায়!

সিগারেট কেস খুলে ও এগিয়ে দিলে। স্কাউটরা নিঃশব্দে সিগারেট তুলে নিল।

'কোন্ সিগারেট যে খাব কিছুতেই ঠিক করা যায় না'—ও বললে—'প্রথমে এক শ্রেণীর সিগারেট সুরু করি, তারপর আবার আর এক শ্রেণীর। গোড়ার দিকে সবাই ভাল কিন্তু যত দিন যায় এমন নিকৃষ্ট লাগে!'

একটু হেসে একজন স্কাউট বললে—'আমরা পুশঘাস খাই।'

'আমিও তাই খেতাম। কিন্তু ওতে আমার কাশি আসে'—কিসলিয়াকফ জবাব দিল। ও বেশ বুঝল যে এদের কাছে কিছুতেই এমন ভাব দেখান হ'বে না যে ও অভিজাত শ্রেণীর লোক—যারা দামী সিগারেট খায়।

বেঞ্চে বসবার ইচ্ছা হলেও ও জানলার ধারে বসে কাছের একটা আর্ম চেয়ারে পা তুলে দিল। এই রকম বসার ভংগিতে ওর মন বেশ সহজ রইল, কারণ কোন বাইরের লোক অথবা কোন শিক্ষিত লোক এমন আবেষ্টনীতে এমনি ভাবে বসত না।

স্কাউটরা যারা কোন প্রকার আড়ম্বরেই অনভ্যস্ত তাদের চোখেও এটা অদ্ভুত লাগল। কিন্তু ওরা বিস্ময় দেখালো না কিংবা পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময়ও করলে না।

—'আমার ত মনে হয় যে মিউজিয়মের সংশ্লিষ্ট সব কমরেডই এতে বিপর্যস্ত হবে'—বললে কিসলিয়াকফ।

'কেন?'—চুরীকভ প্রশ্ন করলে।

'কমরেড পলুখিন মিউজিয়ম পুনর্গঠনের জন্য একটা দূর প্রসারী পরিকল্পনা তৈরী করেছেন।'

এই বলে বিসলিয়াফক বিস্তৃত বিবরণ দিতে লাগল।

ঠিক সেই সময় মাসলভ ঘরে প্রবেশ করল। মাসলভের কালো জোড়া ভ্রূ কেন জানি না কিসলিয়াকফকে বিব্রত করে তুলত। চুরীকভের সংগে যেমন বন্ধুভাবে ও ধূমপান কিংবা গল্প করতে পারে, মাসলভের সংগে তা পারত না বলে ওর কেমন অস্বস্তি বোধ হোত। মাসলভ যেন সর্বদাই নিস্পৃহ ভাবে ঘোরে আর নিজেকে বাঁচিয়ে চলে। এখন ঘরে ঢুকে ও প্রথমেই তাপহীন বিস্মিত চোখে কিসলিয়াকফের দিকে তাকাল। নির্বাক ভাবে কাউকেই সম্ভাষণ না করে, কিসলিয়াকফের বক্তব্যের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়ে ও টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে ব্লটিং পেপারের উপর দাগ কাটতে লাগল।

মাসলভের প্রবেশের মুহূর্ত থেকেই কিসলিয়াকফের উদ্দীপনায় ভাঁটা সুরু হয়। তবু কণ্ঠস্বর সমান রেখেই ও বলে যায়।

এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই করল না মাসলভ—যেন নিজের ঔদাসীন্য দিয়ে দেখাতে চাইল যে এই সব শিক্ষিত অনধিকারীর আলাপে ওর কোন উৎসাহই নেই।

'আমার ত মনে হয়, এ একেবারে অপূর্ব একটা জিনিষ হবে'—

কিসলিয়াকফ তার বক্তব্য শেষ করে বলল। জানলার ধার থেকে নেমে ও সিগারেটের অবশিষ্টটুকু ফেলে দেবার ভান করল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আসন পরিবর্তনের জন্যই এপারে সরে এল। যে অবস্থায় ও বসে ছিল, মাসলভের প্রবেশের সংগে সংগে সেটা এমন অদ্ভুত আর স্বস্তিহীন বলে বোধ হচ্ছিল নিজের।

—'কিন্তু পলুখিন নিজে একথা আমাদের বললে না কেন? এটাকে গোপন করবার চেষ্টা করছে নাকি ও?' —কিসলিয়াকফের দিকে নির্তাপ চোখে চেয়ে মাসলভ প্রশ্ন করলে।

আকস্মিক ভয়ে ওর স্নায়ুতে টান ধরে। কিসলিয়াকফ বুঝতে পারে যে পলুখিনের বলবার আগে নিজ থেকে স্কাউটদের কাছে এই পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দিয়ে ও একটা প্রকাণ্ড ভুল করে বসল। এবার স্কাউটদল এই বলে ডিরেকটারের কাছে অভিযোগ আনবে যে তারা এই সব পরিকল্পনার কথা শুনতে পাচ্ছে না কেন? আর পলুখিন ওকে ডেকে বলবে—'বুড়ী মাসীর মত বকবক করে তুমি আমাকে আচ্ছা বিপদেই ফেলেছ। সব পরিকল্পনা নিয়ে এবার গোল্লায় যাও। তুমি কেবল বিপদ বাড়াতেই আছ?'

এই চিন্তায় ওর মন মুহূর্তেই অবসন্ন হয়ে পড়ল। চোখের উজ্জলতা আর দীপ্তি লুপ্ত হয়ে গেল নিমেষে।

'ডিকটেটর হবার বাসনা ওর'—মাসলভ বললে—'যেমন করে হোক ওকে প্রতিরোধ করতেই হবে। একটা সিগারেট দেখি'—চুরীকভকে সম্বোধন করে বললে ও।

'আমার থেকে একটা নাও'—কিসলিয়াকফ বললে।

—'তোমার ত কমই রয়েছে'।

—'নাও নাও'—কিসলিয়াকফ তবুও অনুরোধ করে। মাসলভের

সংগে এমন সৌহার্দ কেমন করে ঘটে উঠল তা ও ধারনাই করতে পারল না।

মাসলভ মুখে সিগারেট নেওয়া মাত্র আভিজাতিক রীতি অনুযায়ী ও দ্রুত দেশালাই জ্বালিয়ে ধরল না, ধীরে সুস্থে নিজের জ্বলন্ত সিগারেটটি এগিয়ে দিল। মনে মনে ভাবল যে এই হালকা মৈত্রীর ভংগীমাই ওকে যুক্ত করে দিল ইউনিয়নের বিষণ্ণ সেক্রেটারিটির সংগে— যা কোন মানুষের ভাষায় পারত না। আজ মনে হোল, শিক্ষিত মনের উচ্চস্তর থেকে নয় সহজ ভাবে অগ্রসর হলে মাসলভ ছোকরাটি ভাল। সেই সংগে ও ভাবল য এই সব স্কাউটদের কাজ দেবার জন্য ও পলুখিনকে উপদেশ দেবে—তারা যেন না ভাবতে পারে যে পলুখিন ওদের অবহেলা করছে।

২৩

পরের দিন কাজে যেতে, কিছু দেরী হয়ে যায় কিসলিয়াকফের। পৌঁছেই সহকর্মীদের সন্ত্রস্ত মুখ ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিছু একটা ঘটেছেই।

ওর কলিগদের দু'জন—মারিয়া পাভলোভনা আর আঁদ্রে ইগনাটিচ বরখাস্ত হয়েছে।

ছুটির পর কিছু কর্মচারী মিলে সিঁড়ির ধারে করিডরে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবে এই ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছিল। কিসলিয়াকফ সেই পথে যাচ্ছিল, মনে মনে ভাবল যে এই ব্যাপারে একটা কিছু মন্তব্য না করে ওর পক্ষে চলে যাওয়া অসম্ভব।

রাগে মুখ লাল করে মারিয়া বলছিলেন—'একটা কারণ আমাকে

দেখাক্। আমি কি নিকৃষ্ট অথবা অমনোযোগী কর্মী ছিলাম। সে কথা কেউ বলতে পারে না। হিপোলিট ত আমার কাজ দেখেছে। আপনি ব:তে পারেন যে আমার কাজে কোন দোষ আছে?'

'কেউ তা পারেনা মারিয়া। ভগবানের নামে......' বলার সংগে সংগে নিজের প্রত্যুত্তরে নিজেই বিরক্ত হয় কিসলিয়াকফ।

এদের দুজনের চাকরী যাওয়ার মুল কারণ কি তা ও জানত। অভিজাত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সমস্ত লক্ষণই এদের দুজনের মধ্যে চরম প্রকাশ। শ্রেণী ভেদের গোঁড়ামি এদের চিন্তা ও ব্যবহারে স্বভাবতঃই প্রকাশ হয়ে পড়ত। আগামী পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় এদের বাদ দিতে হতই। কিন্তু তার কারণ দেওয়া সম্ভব ছিল না নীতির দিক থেকে।

মারিয়ার বিপর্যস্ত মুখের দিকে চেয়ে ও ভারী বিমর্ষ হোল। মারিয়া যখন চারিদিকে চেয়ে তার কাজের অনুমোদন চাইছিলেন, হঠাৎ কিসলিয়াকফের মন ন্যায় বিচারের এই অবমাননার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে বসল। সত্যিই ত যদি কোন ব্যক্তি নিজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভংগীর দ্বারা কারো কোন অনিষ্ট সাধন না করে. যদি বুদ্ধিমত্তার সংগে সে তার কাজ করে—তবে তেমন লোককে বরখাস্ত কেন করবে! মানুষকে কেবল মাত্র সংখ্যার পূর্বগামী শূন্য হিসেবে চিন্তা করা উচিত নয়—যে শূন্যকে অন্য কোন সংখ্যা দিয়ে বদলে নেওয়া যাবে। এরা মানুষ—সংখ্যা নয়।

এই ধরনের মনস্তত্বের নির্মমতা অনুভব করলে ও হঠাৎ। আর এই সবের কারণ হোল পলুখিন—যার সংগ ওর এমন আনন্দের। ঠিক সেই মুহূর্তে বিচার করে নিজের জায়গা ও নির্ধারন করতে পারল না। কোন্ শ্রেণী ওর নিজের—প্রোলিটারিয়ান কমিউনিষ্ট পলুখিন অথবা অভিজাত মারিয়া পাভলোভনা।

এই ধরণের অবিচার ওকে চিরদিনই দুঃখ দিয়েছে—তাই সম্ভবতঃ ও শেষ দলেরই সদস্য। পলুখিন অথবা যে কোন লোককেই ও বলবে—'এ ঘোর অবিচার!'

বিচার হোল বিশ্বজনীন সম্পদের একটি—যার প্রতি কিসলিয়াকফের স্বাভাবিক ঝোঁক। আর বিচার ত শ্রেণীর অতীত—সর্বমানবের পক্ষে সমান প্রযোজ্য।

এই কারণেই এক একটি অবিচার, এক একটি আঘাত ওর হৃদয়কে গভীর বেদনায় নাড়া দিয়েছে—বিদ্রোহী করে তুলেছে ওকে। এই অবিচারের রীতি কোন দলেরই বৈশিষ্ট্য নয়—সে নিজে কোন দলেরই সমর্থক নয়। কারণ আপন শ্রেণীর স্বার্থের জন্য ওরা সবাই বিশ্বজনীন ন্যায় বিচারকে ভংগ করে; যে মূহূর্তে ও ঠিক করে যে ওর সহানুভূতি ওই নিপীড়িত দলের সংগে রইল, ও অমনি দেখতে পায় যে তারাই আবার আক্রমনকারীর রূপ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত বিচার যুদ্ধির সব তচনচ্ করে দিচ্ছে। ঠিক এই কারণেই কিসলিয়াকফ আজো নিশ্চিত সংকল্পে উপনীত হতে পারেনি, স্থিরতার সংগে কোন দলকে ও বিশ্বাস করবে।

জীবনের ঘটনা প্রবাহের সংগে নিজেকে যুক্ত করার অনিশ্চয়তার কারণই হোল এই ন্যায় বিচারের সমস্যা—আজকের দিনের শ্রেণী যুদ্ধে যা' আরো চরম হয়ে প্রকট হয়েছে। ক্রমান্বয়ে ন্যায় বিচার সংবনের এই গুরুত্ব থেকে ও কোন দলকেই নিষ্কৃতি দেওয়া সম্ভবপর ভাবল না।

কুলাকদের অত্যাচার করত কমিউনিষ্টরা। নিজের জন্য পরিশ্রম দ্বারা সৎভাবে অর্থোপার্জন করে এমন একজনকে নিপীড়িত করবার চিন্তা ও ভাবতেই পারে না। হয়ত সেই সব লোক কুলাকই নয়—তারা মাত্র সাধু পরিশ্রমী চাষী। নিজের দেহকে নিয়ে যা' ইচ্ছা করতে

দাও ওকে—মানুষকে দাসত্বে বাধ্য কোরো না। মানবতার দিক থেকে এই নিপীড়ন বিপ্লবী মনোবৃত্তিকে জাগায়।

আবার পত্রিকায় যখন ও পাঠ করলে যে কয়েকজন কমিউনিষ্টকে একটা কুঁড়ে ঘরে অন্ধকারে পুড়িয়ে মেরেছে কুলাকরা, তখন এই সব অশিক্ষিত, অসংস্কৃত প্রগতিবিরোধী কুলাকরা যারা নিজেদের পশু জীবন রক্ষার জন্য নির্মমতার সংগে এই কাজ করলে—তাদের প্রতি ওর মন বিভীষিকায় ভরে উঠল—কুলাকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল ও। হয়ত সেই সব কমিউনিষ্টরা খুব সৎ, খুব আত্মত্যাগী কর্মী—যাদের মত লোকের সংগে কিসলিয়াকফ অনেক সংস্রবে এসেছে। মানবতার দিক থেকে এই ঘটনাও ওকে সমান বিদ্রোহী করে তোলে। ওর সহানুভূতি সেই সব কৃষিজীবীর দিকে যায় না—যাদের চিন্তা কেবল মাত্র স্বার্থের সংগে অর্থের।

প্রত্যেকটি ঘটনা ওর বিচার বুদ্ধিকে ধাক্কা দেয়। ন্যায় বিচার এবং পরিবর্তনশীল ঘটনার ধারাকে অপক্ষপাতিত্বের সংগে বিচার করতে বসে সব যেন কেমন একাকার হয়ে যায়।

অন্ততঃ বর্তমান ক্ষেত্রে ওর সব সহানুভূতি রইল মারিয়া আর আঁদ্রের দিকে।

এই সব অনুভাগ্যদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করবার একটা গভীর আবেগ ওর হোল—কারণ ও নিজে সুপ্রতিষ্ঠিত—যে প্রতিষ্ঠার জোরে এই সব ন্যায় বিচার লংঘনকে নিন্দা ও করতে পারে—নিজের সুবিধা মত অথবা নিজের সুবিধার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধেও।

'এরকম ঘটনা আমরা হ'তে দিতে পারি না। আমরা কিছু করবই। দশ বছর এখানে কাজ করছেন মারিয়া'—কিসলিয়াকফ উদ্দাপিতভাবে বলছিল—হঠাৎ তার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা অস্বাস্তর

অনুভূতি নেমে এল। মুখ ফিরিয়ে ও দেখলে, সেই নীল ওভারলপরা লোকটি করিডরে এদের পিছনে দাঁড়িয়ে উৎসাহের সংগে নিজের জামা পোষাক ঝাড়ছে।

'কমরেড় পলুখিনের সংগে এনিয়ে নিশ্চিত আলোচনা করতে হবে'—নীচুকণ্ঠে ও বক্তব্য শেষ করে।

সবাই চলে গেলে ও বাড়ী ফিরল। কিন্তু পথে আসতে আসতে একটি মাত্র চিন্তা যা' আজকার দিনের সবচেয়ে বড় সমস্যাকে কেন্দ্র করে গড়ছে—তার হাত থেকে ও নিষ্কৃতি পেল না। সে সমস্যা—বর্তমানের মানুষের উপর মানুষের শ্রেণীগত নির্মমতা।

অন্ততঃ এই ব্যাপারে ও কামিউনিষ্টদের মাপ করতে পারে না। পলুখিনের দৃঢ়তা ও মনে করল, যে পলুখিন কলমের এক আঁচড়ে লোককে বরখাস্ত করছে—কারণ তারা অন্য শ্রেণীভুক্ত। এ চিন্তাকে সে সুযোগ দেয়নি যে, এরপর মারিয়া কেমন করে বাঁচবে। এই শ্রেণীভেদের দোটানা যদি না থাকত তাহলে মানুষ হিসেবে পলুখিন যারা দুঃস্থ তাদের দিকে নিজের হাত বাড়িয়ে দিতই। নিশ্চয়ই সে সাহায্য করত—কেন না অন্তরে অন্তরে সে হোল সৎ—অর্থ আর স্বাচ্ছন্দ সম্বন্ধে একান্ত উদাসীন। কিন্তু এই সব শ্রেণী রাজনীতির ভাগ্যহীন বলির প্রতি ওর বিন্দুমাত্র করুণা নেই—তাদেরকে মানবতার সংগে বিচার করবার কোন বাসনাও নেই।

নিজের চিন্তায় এত গভীর ভাবে মগ্ন ছিল কিসলিয়াকফ যে ওর সামনের একটি লোককে ও দেখতেই পায়নি। লোকটির সংগে ধাক্কা লাগতেই হঠাৎ বিস্ময় ও আনন্দে ও চীৎকার করে বলল—

'নিকোলাই না?'

পুরাণো স্কুল বন্ধু নিকোলাই চুমিন যার সংগে এক ডেস্কে ও

স্কুলে বহু বছর কাটিয়েছে। দীর্ঘাংগ রসিক ছেলেটি—মধুর স্বভাবের জন্য ও এত পরিচিত ছিল। বিস্তারিত ভংগিমার সংগে হাত পা ছুঁড়ে ও এমন জোরে কথা বলত যে মনে হোত যেন একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিচ্ছে।

স্কুলে ও সকলের জন্যই কিছুনা কিছু করে দিতই—রচনা লিখত—অনুবাদ করত। যখনই কারুর একটা কঠিন অনুবাদ পরত সে নিকোলাইয়ের কাছে গিয়ে ওর জ্যাকেটের কলার ধরে জোর করে ওকে ডেসকে বসিয়ে দিত—প্রশ্নও করত না যে ও ব্যস্ত আছে কি না।

ওর আহ্বানে বিস্মিত হয়ে নিকোলাই ফিরে তাকাল।

—'এ যে অভাব্য—তারপর বন্ধু!'—

ওর মাথায় একটা পুরাণো হ্যাট—এক ধারে একটা ফুটো।

ওকে সম্ভাষণ করার আগে কিসলিয়াকফ এই ফুটোটাকে দেখতে পায়নি।

একজন গ্রাম্য যাজকের ছেলে নিকোলাই। ওর দীর্ঘ দেহ আর এই হ্যাটেও ওকে স্পষ্টই মনে হচ্ছিল যেন কেরাণী।

নিজের সুবিশাল মুঠোর মধ্যে পুরাতন বন্ধুর হাত ধরে নিয়ে নিকোলাই বললে—'সেই পুরাণো দিন—উঃ।'

—'প্রথমে ত তোমায় চিনতেই পারিনি'। কত বছর পরে দেখা? আর সব বন্ধুদের সংগে দেখা হয়?'

—'আর্কাডি ত রয়েছে এখানে!'

—'ও সেই সাধু বাবা। আবার বিয়ে করেছে—তা ভালই।'

কিসলিয়াকফের বাড়ীর দরজায় যখন ওরা এল তখন ও অনুভব করল যে, নিকোলাইকে ভিতরে আমন্ত্রণ করা ওর উচিত।

—'ভিতরে চল। গল্প করা যাক্।'

—'সেই ভাল। কুড়ি বছর পরে অনেক কথাই বলা যাবে।'

উপরে উঠে এল দু'জনে। টুপিটা হাতে নিয়ে অভ্যাগত ঘরে প্রবেশ করে একবার চারিদিক চেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'তুমি ত আরামে রয়েছ। চমৎকার ঘর।'

—'এখানে কতকগুলো ভাল ছবি রয়েছে। বাধ্য হয়ে ও গুলোকে কাবার্ডের পিছনে রাখতে হয়েছে নইলে আমাদের দামী আসবাব নিয়ে লোকে গল্প ছড়াবে আর ভাড়া বেশী দেবার জন্যে চাপ দেবে।'

ছবিগুলো দেখে নিকোলাই মত দিলে—'এত খাসা ছবি।'

'কিছু খাবার নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে'—কিসলিয়াকফ সাইডবোর্ড খুলে খোপে খোপে নজর দিতে লাগল।

—'কোন দরকার নেই, ব্যস্ত হয়ো না। বোসো। গল্প করা যাক্'—নিকোলাই বলল। কিন্তু সাইডবোর্ড থেকে কী বার করছে ওর বন্ধু তার দিকে ওর নজর ছিল।

—'খেতে হবেই'—টেবিলের উপর প্লেট রাখতে রাখতে কিসলিয়াকফ বলে।

—'দিনকাল এত খারাপ যাচ্ছে আমার'—নিকোলাই বললে।

—'সত্যি নাকি?'—কিসলিয়াকফ বললে আর কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলে যে সাক্ষাতের প্রথম মুহূর্তের আনন্দ নির্বাসিত হয়ে গেছে।

—'কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে আমাকে। গত দু'মাস আমি ভাড়া দিতে পারিনি'। আর আমার বউ যখন দেখলে যে তার ভরণপোষণ করবার আর আমার সামর্থ্য নেই অমনি একটা যা তা লোককে বিয়ে করে বসল।'

কিসলিয়াকফ টেবিলে জিনিষ রাখা বন্ধ করে বন্ধুর কথা শুনতে লাগল। মাঝে মাঝে মত দিতে লাগল—'সত্যি বন্ধু—বড় বিশ্রী এ সব।'

নিকোলাই ওকে সব খুলে বলতে লাগল আর কিসলিয়াকফ শুনতে শুনতে ভাবল যে হয়ত ওকে বাধ্য হয়েই কিছু অর্থ সাহায্য করতে হবে। কিন্তু কতটুকুই বা পারবে। নির্বোধের মত সেই রেষ্টুরেণ্টে খাওয়ার ফলে ওর আর মাত্র কুড়িটি রুবল আছে। মাইনের দিন অথবা ওর স্ত্রী ফিরে আসার এখনো এক পক্ষ কাল বাকী। তারপর তামারা হয়ত কোথাও যাওয়ার কথা বলতে পারে।

নিজের শেষ কপর্দকটি অবধি দিয়েও বন্ধুকে এই অবস্থায় সান্ত্বনা দিতে হবে, বাঁচিয়ে রাখতে হবে, সাহায্য করতে হবে। এই জন্যই ত আজও ও বুদ্ধিজীবীদের দলে—কমিউনিষ্টদের নয়—যারা ভাবে যে একজন যাজকের ছেলে অপ্রয়োজনীয় বাইরের লোক। অন্ততঃ কিসলিয়াকফ এটা ভাল করেই বোঝে।

—'ধরা যাক্ আমি ওকে দশ রুবল দিলাম। কিন্তু সেইত শেস নয় যখন আমার ঘর ও চিনে গেল। আর যদিও নিকোলাই নিজে এসে না চায়ও তবু ওর ত অস্বস্তির অন্ত থাকবে না যে, এই নিকটেই ওর একটি স্কুলের সহপাঠী একান্ত বিপদে দিন কাটাচ্ছে। অন্ততঃ ও যদি অন্য সহরে বাস করত।'—কিসলিয়াকফ ভাবতে লাগল।

—'তুমি কি মস্কোতেই থাকবে'—ও প্রশ্ন করে।

—'কোথায় বা যাব! তাছাড়া আমি সুস্থ নই—হয়ত ক্যানসারই হয়েছে। এক্স রে' করাতে হ'বে কিন্তু অত টাকা আসবে কোথা থেকে।'

এতক্ষণে চেয়ে কিসলিয়াকফ দেখল ওর বন্ধুর গাল ভেংগে গেছে আর ওর হাত হয়েছে অস্থিসার।

—'আমার স্ত্রীর'ও শরীরে গোলমাল আছে'—কিসলিয়াকফ স্ত্রীর এই অসুস্থতার কথা চিন্তা করে বেশ খুশী হোল—যদিও মাত্র কিছুদিন আগে ও স্ত্রীর অসুখে বিরক্ত হোত—সত্যি বলে বিশ্বাস করত না।

—'তোমার স্ত্রী কোথায় ?'—

—'বেড়াতে গেছে বাইরে'—

—উঃ তোমার ত দিন খুব ভাল যাচ্ছে। তোমার স্ত্রী হাওয়া বদলাতে যায়।'

—'না তা নয়। ও গেছে ভলগার ধারে আত্মীয়দের কাছে। এসেনটুকি যাবারই কথা ছিল কিন্তু অত খরচ আমরা করতে পারলাম না। সত্যি, এখানকার চেয়ে ওখানে সবই বেশ সস্তা। তাছাড়া শুধু স্ত্রী নয় —তার খুড়ীও।'

কুকুরগুলোর কথা ও বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সময় থাকতেই ও নিবৃত্ত হোল।

নিকোলাই নিজের অজ্ঞাতসারেই বাঁধানো ক্ষয়ে যাওয়া দাঁত দিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে একখণ্ড রুটি খাচ্ছিল আর নিজের অসুখের গল্প করছিল। বলছিল যে আগেও তেমন অনুভব করত না কিন্তু এখন যতই বুভুক্ষা নিয়ে ও ঘুরে বেড়াচ্ছে ততই শরীরের ভাংগন লক্ষ্য করছে। কিসলিয়াকফ ওর কথা শুনল—খুঁটি নাটি করে সব প্রশ্ন করল। বুকের দু'পাশে ওর ব্যথা হয়! নিজের মনে মনে ভাবতে লাগল অন্ততঃ ওর যদি ত্রিশ রুবল থাকত, তাহলে ও তেমন কিছু সাহায্য করতে পারত। —'তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে তোমার ক্যানসারই হয়নি'— কিসলিয়াকফ বলে—'তোমার উচিত মস্কো ছেড়ে কোথাও বাইরে হাওয়া খেতে যাওয়া! কোথাও কোন আত্মীয় নেই তোমার ?' —'কেউ না। আমার বংশের আমি শেষ—আমার সংগেই তার শেষ হবে। আমার সব বন্ধুদের মধ্যে তোমার সংগেই দেখা হোল। আজকাল লোক কেমন তুমি ত জান—কোন লোক অভাবে পড়েছে জানলে ওরা দেখা হবার ভয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যায়।

তুমি যেমন প্রসারিত বাহুতে এগিয়ে এসেছ—তারা তা' আসে না।'

কিসলিয়াকফ মনস্থির করল যে, যদি নিকোলাই একবার বলে ত তক্ষুণি ও দশরুবল দিয়ে দেবে—তার ফলে তামারার সংগে কোন গোলযোগ হয়ও যদি, তাহলেও ভাববে না। সেই ডিনারের পরে তামারার ধারণা হয়েছে যে কিসলিয়াকফের আর্থিক অবস্থা পরিমাণের অতীত।

কিন্তু টাকার কথা নিকোলাই তুললে না। নিজের ভাড়া না দিতে পারার কথায় ফিরে এল—রুটির দ্বিতীয় খণ্ড চিবোতে চিবোতে বললে—যদি কোন প্রকারে ও কিছু রোজগার করতে পারত তাহলে ও সবই মানিয়ে নিত।

লজ্জায় কিসলিয়াকফের কপাল আরক্ত হয়ে উঠল। নিকোলাইয়ের চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে ও তার কথা শুনতে লাগল—যাতে নিকোলাই বোঝে যে ওর যে সব পরিচিত বন্ধু পথে ওকে এড়িয়ে যায় ও তাদের মত নয়। আর দুরু দুরু বক্ষে সেই মুহূর্তের জন্য জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল যখন নিকোলাই ওকে বলবে—'কথা খুবই মিষ্টি ভাই কিন্তু গোটা দশ রুবল দিতে পারবে ?'

কিন্তু মুহূর্তের পর মুহূর্ত পার হলেও যখন নিকোলাই একথা বললে না কিসলিয়াকফ আরো অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

নিকোলাই নিঃশ্বাস ফেলে আর একবার অবাক চাউনিতে ঘরটি পর্যবেক্ষণ করল—ঢোকান গালে অস্থিসার হাত বুলাতে বুলাতে মাথা নেড়ে বলল—'দুঃখ খুবই বন্ধু। কিন্তু এইতে আমি খুশী যে অন্ততঃ তোমার দিন খুব খারাপ যাচ্ছে না।'

নিকোলাই মাথা নত করে বিমর্ষ ভাবে নিঃশব্দে বহুক্ষণ কি চিন্তা

করল। বোধ হয় পথে যে সব বন্ধু ওকে এড়িয়ে যায়—তাদের ব্যাবহারে ওর হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি সব মূহ্যমান হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে একটি বন্ধু শুধু যে আন্তরিকতার সংগে ওর সাথে দেখা করল তা নয়—ওকে ঘরে আমন্ত্রন করে নিয়ে এল।

ধীরে ধীরে দু'কটা কথা বলে ও একেবারে চুপ করে গেল।

নূতন কোন গল্পের মোড় যাতে না আসে এই জন্য কিসলিয়াকফও নিঃশব্দে বসে রইল।

'সব থেকে যা ভীতিপ্রদ তা হচ্ছে সত্বার রিক্ততা—যদি তুমি একথা ব্যবহার করতে চাও। সত্যি আমি বুঝি না'—আর্মচেয়ারে হাত প্রসারিত করে বসে নিকোলাই বলে—'আমার বহু শিক্ষিত বন্ধুর সংগে আমার দেখা হয়েছে কিন্তু তাদের সংগে এমন আলাপ করা আজ অসম্ভব যাতে তাদের কথা প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে। কোথায় কি গোলমাল হয়েছে? সব কি শূন্য হয়ে গেল—সব কি ফুরিয়ে গেছে!'

কিসলিয়াকফ জবাব দিল না। আলোচনা করলে হয়ত নিকোলাইয়ের চোখ উজ্জল হয়ে উঠত—রাত্রি অবধি ওকে আটকে রাখা যেত। কিন্তু এমন ভাবে দেখালে যেন এ সম্বন্ধে কিসলিয়াকফও বহু চিন্তা করেছে। অন্ততঃ ভদ্রতার রীতিতেও কিছু বলা দরকার ভেবে ও চিন্তাশীল ভাবে মাথা নাড়ল।

—'আজকাল সবাই যেন যুদ্ধমান—ঘৃণায় জর্জর। মানুষের সংগে মানুষের যেন কোন প্রয়োজনই আর নেই। আত্মিক বিনিময়ের জন্যও আর প্রয়োজন হয় না। সবচেয়ে দুঃখ কি জান—আজকাল সত্যিকার সহৃদয় কথা তুমি একটিও শুনতে পাবে না।'

নিকোলাই যাবার যোগাড় করে।

—'আন্তরিকতার ফ্যাশান উঠে গেছে আজকাল'—কিসলিয়াকফ

বললে। নিজের কথার কোন সাড়া না পেয়ে নিঃশব্দে চলে যাবার আগে নিকোলাই একটা কথা শুনে যাক্‌—এই ভেবে কিসলিয়াকফ বললে।

—'ঠিক কথা'—আগ্রহের সংগে নিকোলাই উত্তর দিল—তার মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠেছে। আর্মচেয়ারে আবার বসে পড়ল সে—'তুমি চমৎকার বলেছ—আন্তরিকতার ফ্যাশান নেই।' সহসা কিসলিয়াকফ বলে বসল,—'কিন্তু এবার আমায় মাপ করতে হবে ভাই—আমি একটু কাজে বেরোবো।'

—'নিশ্চয়ই যাবে—আমি তোমায় আটকাব না বন্ধু। বড় কঠিন সময় পড়েছে—একটি মুহূর্ত হারালে এক ঘণ্টাতেও তা পূরণ হয় না'। যাবায় জন্য প্রস্তুত হয়ে নিকোলাই বললে—'তোমার ব্যবহার এমন আন্তরিক যে আমায় আবার কথার ভুতে পেয়েছিল। মানুষের মত কথা বলার অভ্যাস আমি প্রায় হারিয়ে বসেছি—লোকের সংগে ভাতৃভাবে কথা বলার অভ্যাস। ভগবান জানেন—লোক চরিত্র কোন দিকে যাচ্ছে……আমি আর একটা রুটি খাব।'

'আরো একটু নাও। ভদ্রতা কোরোনা এখানে—ভাই।'

কিসলিয়াকফ নিজে রুটির বড বড় টুকরো কাটতে লাগল। কাজের কথা সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়ায় ও গভীর লজ্জায় পড়ল।

—'হয়েছে, হয়েছে থাক। কত কাটছ?' রুটি চিবোতে চিবোতে নিকোলাই সন্ত্রস্তভাবে হাত দুলিয়ে বলল।

—কেমন হঠাৎ দেখা। অথচ আমার ঘর থেকে মাত্র কয়েক পা' দূরেই তুমি থাক। বেশ হয়েছে'—হাত নাড়িয়ে ও প্লেটগুলো এমনভাবে সরিয়ে দিল যেন ভুরী ভোজনের পর কেউ সুখাদ্যগুলিকে ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছে। 'এবার যাওয়া যাক্‌—কি বল।'

সত্যি সত্যি কিসলিয়াকফের কোথাও যাবার প্রয়োজন ছিল না—ও বন্ধুর সংগ এড়াতে চাইছিল। কিন্তু নিজের তাড়াতাড়ির কথা বলায় ও বন্ধুর সংগে সিঁড়ি অতিক্রম করতে লাগল।

পথে বেরিয়ে নিকোলাই একবার বাড়ীটার দিকে চাইল—যেন এর বাইরেটা ভালো করে লক্ষ্য করে নিচ্ছে। পথের মোড়ে সমবায় সমিতির দোকানটা অবধি ওরা একসংগে এল।

বন্ধুর দিকে হাত প্রসারিত করে দিয়ে নিকোলাই বললে—'এবার তুমি যাও।'

—'বিদায় বন্ধু'—কিসলিয়াকফ কি জানি কেন তার কিশোর বয়সের বন্ধুর হাতখানি গভীর আবেগের সংগে চেপে ধরল। মোড় ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া অবধি ও অপেক্ষা করল তারপর ফিরে এল ঘরে।

২৪

বিপ্লবোত্তর শ্রেণী সংগ্রামের কবলে যারা অসন্তুষ্ট, যারা ক্ষয়িষ্ণু তাদের প্রতি পুরাণো দিনে কিসলিয়াকফের অনুভূতি ছিল নিবিড়। তাদের সংগে আলাপে ও এমন ভাব দেখাত যে আসল কাজ ছেড়ে দেওয়ার—নিজের উদ্দেশ্য আর আদর্শকে সাময়িকভাবে কবরস্থ করার একটা যুক্তি ওর আছে। সে যুক্তি হোল, ও একাকী নয় ওর মত মন নিয়ে আরো অনেকে দুঃখ পাচ্ছে, আত্মধ্বংস উপলব্ধি করছে। আর আত্মলোপের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে উচ্চ আদর্শের কথা আলোচনায় ফল কি ?

এই ধরণের কষ্টভোগী লোক দেখলেই নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে

ও নিরাশার সংগে চিন্তা করত। মনে মনে নিজের আচরনের যুক্তিতে অব্যক্ত আনন্দ পেত। তারপর এল পলুখিনের সংগে মৈত্রী—যা' ওর অবস্থানকে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দিল। জীবনের নেপথ্যে একজন দর্শক মাত্র আর রইল না— কিসলিয়াকফ জীবন উৎসবের একজন অংশীদার হয়ে উঠল। নিজের পুরাতন 'আপন জনের' কাছ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে এনে এই সব কমিউনিষ্ট এবং প্রোলিটারিয়েটের সংগে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করা ওর ঐকান্তিক আনন্দের হয়ে উঠল। প্রথমতঃ সেই সব 'আপন জনের' ঘ্যানঘ্যানানি ওকে বিব্রত করে তুলছিল। দ্বিতীয়তঃ ওর চক্রের অন্ততঃ একজনও বলবে যে কমিউনিষ্টরা বিশিষ্ট ধরণের আদর্শ বহন করে। এই সব কমিউনিষ্টদের সংগে তবু কাজ করা চলে।

তার পুরাণো চক্রীদের, যারা ওর 'আপন জন', তাদের ও বলবে যে, ওর নিজের বিশ্বাসের ভিত্তি বদলে গেছে (সত্যি কি মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তি বদল হয় না)। এখন থেকে ও সম্পূর্ণভাবে নূতন রাষ্ট্রতন্ত্রের সংগে যুক্ত হয়েছে। কেবল ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য নয়, বাঁচার অধিকার হারানোর ভয়ে নয়, আত্মলোপের আতংকে নয়, স্বার্থ-লেশহীন প্রত্যয়ের জন্যই ও নূতন তন্ত্রকে গ্রহণ করেছে। নিজের নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

আর সত্যিই ত কে বলবে যে পলুখিনের প্রতি ওর যে অনুভূতি তা শুধু স্বার্থের অনুজ্ঞা। কোনদিন যদি তার পরীক্ষা আসে তবে ও কি তার নূতন কমিউনিষ্ট বন্ধুকে ত্যাগ করে যেতে পারবে। তা পারবে না কিসলিয়াকফ। গোত্রান্তরই পলুখিনের প্রতি কিসলিয়াকফের প্রীতিকে আরো বলিষ্ঠ করে তুলেছে।

এখন ও নিজের শ্রেণীর লোকদের এড়িয়ে যায়। এই নূতন প্রত্যয়কে

দৃঢ় করবার জন্য ওর মনের প্রস্তুতি প্রয়োজন। এই ধারণায় ওর সাম্প্রতিক মনোভাবের যুক্তি দাঁড় করায়।

মূল্য যাই লাগুক না কেন ওকে বিশ্বাস করতে হবে। আজো বুদ্ধিজীবীদের সভায় আদর্শবাদের ক্ষয়িষ্ণুতাকে নিয়ে যখন আলোচনা হয় মনের প্রত্যক্ষ গোচরেই ও শিক্ষিত মানসকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। শাশ্বত সত্যভংগ এবং ব্যক্তি নিষ্পেষণে ওর মন বিদ্রোহী হয় শ্রেণী গত রাজনীতির উপর। আবার কমিউনিষ্টদের সভায় ও যখন যোগদান করে তাদের যুক্তি এবং সংজ্ঞা ওর মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। মনে হয় বিপ্লবের অস্ত্রোপচারের ফলে জাতি আবার নবজীবন লাভ করল।

তবু মনে হয় কখনো কখনো যদি ইতিহাসের পাতায় এই কয়েকটি দিনের ঘটনা একটা বেদনার অধ্যায় বলে লিপিত হয়। যদি এই প্রমাণিত হয় যে শাশ্বত সত্যপথ ভ্রষ্ট হয়ে ও নির্বোধ উদ্দীপনায় মেতে উঠে আদর্শ চ্যুত হয়েছে।

আদর্শ হারিয়ে তাই ও এখন দোলকের মত দুই বিপরীতের মধ্যে দোল খাচ্ছে। তবু এ ওকে ঠিক করে নিতেই হবে চিরকালের জন্য ও কোন্ দলে যোগ দেবে এবং একবার মন ঠিক করে আর সন্দেহে দুলবে না। তবু নিজের মধ্যে বহুবার চির দিনের সত্যের সংগে ওর সংঘর্ষ লেগে যাচ্ছে। এতদিনে ও নিশ্চিয় বুঝেছে যে সর্বমন দিয়ে ও গণ-সাধারণের সংগেই থাকবে—বিশেষ পলুখিনের সংগে। পলুখিন এবং আর যারা জন সমাজের বাঁচার ভংগীকেই নূতন দৃষ্টিতে দেখছে।

পলুখিন যখন ওকে তাদেরই একজন বলে উল্লেখ করল—যখন পুলুখিনের কাছে প্রতিদিনের যাতায়াতে ও কমিউনিষ্টদের সংগে গভীর ভাবে পরিচিত হোল—তখনই মনস্থির করল। ধীরে ধীরে ক্ষমতা

যখন আসতে লাগল নিজের পুরাণো শ্রেণীর ক্ষয়িষ্ণু লোকদের সাহায্য করতে ওর বেশ আনন্দ হোত। কিন্তু আজকাল এই রকম বিত্তহীন অনিকেত লোকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে সাহায্য করা ওর পক্ষে অসম্ভব।

আগে আগে এমনি বিপদগ্রস্ত কোন পরিচিতের সংগে সাক্ষাৎ হলে ও তার জন্য সহানুভূতি প্রকাশ করত. শাসনতন্ত্রের উপর আক্রোশে ফুলত। কিন্তু সেই অবধি। কারণ ওরও অবস্থা ছিল অসহায়। কিন্তু এখন যদি শোনে যে কেউ বিপদে পড়েছে ও অবাক হয়ে ভাবে—লোকটি ওর কাছে কি আশা করবে—প্রতিপত্তি না অর্থ।

নিজের জীবন ধারণের সুবিধা বজায় রাখবার জন্য ও সিদ্ধান্ত করেছে যে এখন থেকে ও বেশ কঠিন হবে। প্রতিবেশীর প্রতি ওর ভালবাসার প্রকাশ মৌখিক আলাপের মধ্যেই শেষ করতে হবে। তারা যেন কোন বাস্তব সাহায্যের প্রত্যাশায় না থাকে।

নিজের জীবনে সাফল্য যদি বজায় রাখতে হয় তবে ধ্বংসোন্মুখ মানুষের বেদনার প্রতি ওকে দৃষ্টিহীন, শ্রবণহীন হয়ে থাকতে হবে—তা না হলে ওর জীবন হয়ে উঠবে একটা দীর্ঘায়ত বেদনা ও মর্মপীড়ার ইতিহাস। নিজেকে যে উপরে টেনে তুলতে পেরেছে—সেত সহজ সাধ্য হয়নি? অন্যদেরও নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে অনুভূতিহীন করে। যারা সাহায্য চায় তাদের নিয়ে নিজেকে বিব্রত করা নয়—নিজের অবস্থা গড়ে তুলেছে এর জন্য আত্মগ্লানি নয়। একবার এই মনোবৃত্তি পেলে যে কোন লোকের চোখের দিকে চেয়ে ও বলতে পারবে—'গোল্লায় যেতে পার—বড় জোর পাঁচ কোপেক পাবে—আর তাও সবাই নয়। মাত্র যারা পথের মধ্যে হাঁটু গেড়ে বসবার লজ্জা অবধি যাবে তারাই অথবা পথে

আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে আমার কোন পালাবার পথ না রেখেই —মাত্র তারাই।'

কিন্তু পথের কোনে যদি হঠাৎ কোন গরীব বৃদ্ধাকে ও দেখতে পায় যার ভিক্ষা করার ধারণাও নেই, সাহসও নেই—তাহলে ও তাকে এড়িয়ে যেতে চায় না। এই কৈফিয়ৎ ও তখন নিজেকে দেয় যে পথের কোনে যে কেউই নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকবে—তারই প্রয়োজনের খবর নেওয়া ত আর ওর কাজ হ'তে পারে না।

২৫

সম্প্রতি যে চিন্তা ওর মনকে পীড়া দিচ্ছে—সে হচ্ছে তামারার সন্তান সম্ভাবনা। এ নিয়ে তামারা এমন লঘুভাবে আলোচনা করে যে তার কাছ থেকে নিশ্চিত কিছু জানা অসম্ভব। তাছাড়া সর্বদা এই নিয়ে তামারাকে প্রশ্ন করাও চলে না—হয়ত কোন সময় ঘৃণার সংগে মুখ ফিরিয়ে তামারা বলে বসবে—'যদি তাই ই হয়, তুমি এত বিব্রত হচ্ছ কেন? নিজের সন্তানকে পোষণ করার ঝক্কি নিতে তুমি ভয় পাও?' সুতরাং কিসলিয়াকফ ঠিক করলে যে, আর্কাডির কাছেই জেনে নিতে হবে যে তাদের ছেলেপুলে আছে কি না?

ওর প্রতি ব্যবহারে তামারার অতি স্পষ্টতায় কিসলিয়াকফ বিস্মিত হয়েছিল। আর্কাডির প্রথম ইংগিতেই ও কিসলিয়াকফের প্রতি ভগ্নীভাব গ্রহণ করেছে। সাক্ষাৎ অথবা বিদায়—দু'বারেই কিসলিয়াকফকে চুমু দেবার অভ্যাস তামারা তৈরী করে ফেলেছে।

এমনি একদিন তামারা কিসলিয়াকফকে বলেছিল—'যদি আমি স্বামীর সামনে অভিনয় করি একদিন না একদিন আমি নিজেকে প্রকাশ করে ফেলবেই। প্রতিবার আর্কাডির প্রবেশ মাত্রই যদি তোমার কাঁধ থেকে বাহু সরিয়ে নিই তাহলে তার সন্দেহ জাগবে। তার চেয়ে এই ভঙ্গীভাবে ও ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে যাবে—কোন লক্ষ্যই করবে না।'

কখনও বা হর্ষিত বিস্ময়ে তামারা আর্কাডিকে বলে—'জান, তোমার বন্ধুকে আমি পুরুষ বলেই মনে করি না। আমার কাছে ও বসে আছে. এখনি আমি ভাইয়ের মতন ওর মাথায় হাত বুলোতে পারি, এমন কি ওর হাঁটুতে হাত রাখতে পারি ?'

'এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?' আর্কাডি বলে—'তোমরা দু'জনেই সংস্কৃতি সম্পন্ন—মনে নিষ্পাপ। বরং অন্য রকম হলেই আশ্চর্য লাগত। তুমি ত জান কিসলিয়াকফ আমার ভাইয়ের চেয়েও বেশী।'

এই ধরণের আলাপের সময় কিসলিয়াকফের মনে হোত কে যেন ওর মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিচ্ছে। মনের ভাব প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে ও স্থাণুর মত বসে থাকে।

তামারার মনে যে নিজের অন্যায়ের কোন ধারণা অথবা আর্কাডিকে প্রতারণা করার জন্য কোন বিবেক দংশনের অনুভূতিই আসে না—ঈর্ষার সংগে ও তাই লক্ষ্য করে। আর্কাডির মত পবিত্র চিত্তের মানুষ. যে ওদের গভীরভাবে বিশ্বাস করে, তাকে প্রতারণা করতে কিছুই এসে যায় না তামারার।

একদিকে আর্কাডির সুন্দর চরিত্র অন্যদিকে তার সংগে অনিন্দ্য সৌহার্দ্য—এই দুই মিলে তামারার সংগে ওর সম্পর্ককে বেদনার্ত

করে তোলে। তামারার স্বামীর সংগে ওর মৈত্রীর আন্তরিকতাকে হত্যা করতে বসে। যদি তাদের মধ্যে আত্মিক বন্ধন না থাকত তবে সমস্ত ব্যাপারটা সহজই হোত। আর্কাডি যখন তার সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে ওর দিকে চায়, ওর বিষণ্ণতার জন্য উদ্বেগাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে, তখন এত অসহ্য কষ্ট হয় কিসলিয়াকফের।

আর্কাডির কাছে এই-ই আনন্দ যে, তামারা আর সব সময় বাড়ীর বাইরে ছুটছে না। সেই বেদনাতুর ভংগী তামারার আর দেখাই যায় না।

কখনো কখনো কিসলিয়াকফকে ও বলে 'কি বলে তোমায় ধন্যবাদ দেব—তোমার প্রভাব তামারার উপর কি সুন্দর কাজ করছে। পাথরের মত ওর নির্বানী হয়ে বসে থাকা আমায় যে কী দুঃখ দিত! আংকেল মিশা আর যুবক লেভা···ওর ওপর অনেকটা এমনি প্রভাব বিস্তার করত কিন্তু সে অনেক কম। ওরা দু'জনেই হৃদয়বান ছিল—তবে একটু আদিম।'

প্রথম প্রথম তিন জনেরই উপস্থিতিতে তামারা আর্কাডিকে ঘরে পায়চারি করতে না দিয়ে কৌচে নিজের কাছে বসাত কিন্তু এখন প্রত্যেকটি ছলে ও তার উপস্থিতি এড়াতে চায়। আর এমন স্পষ্ট-ভাবে ও কাজ করে যে কিসলিয়াকফ মাঝে মাঝে ভয় পায়। আজ সন্ধ্যাবেলা কোথায় যাবে একথা স্বামীকে ও বারে বারে প্রশ্ন করে কিংবা কতক্ষণ বাইরে থাকবে! বাইরে থেকে ফিরে আর্কাডি যখন স্নিগ্ধ হয়ে ওর দিকে আসে তামারা ভ্রূকুটি দিয়ে ওর আদরকে এড়িয়ে যেতে চায়—বলে—'আমি ক্লান্ত—আমায় একা থাকতে দাও।'

এ সত্ত্বেও যদি স্বামী ওর কপালে চুমু খায়—ও তাকে সরিয়ে দেয়। আজকাল আর্কাডিই ওকে প্রথম চুম্বন করে—আগেকার মত তামারা প্রথম করে না। অনুভূতিহীন হয়ে ও মাত্র গ্রহণ করে।

আর্কাডির মত বুদ্ধিমান লোক যে স্ত্রীর এই পরিবর্তন লক্ষ্য করে না—এ ব্যাপারটা কিসলিয়াকফের অদ্ভুত লাগে। যে মেয়ে শুধু আত্ম সমর্পনই করে, স্বামীর চুম্বনে শিহরিত হয় না, বুঝতে হবে তারা হৃদয়লোকে কোন বিপর্যয় ঘটেছে।

ক্রমশঃ আর্কাডির সম্বোধনে পর্যন্ত তামারা রুক্ষ হ'য়ে উঠতে লাগল। এর আগে ও স্বামীর প্রতি অতিশয় অনুরাগ দেখাত—যেন বন্ধুকে উপভোগ করার সুযোগ দেওয়ায় ও স্বামীর কাছে কৃতজ্ঞ—যেন তার এবং কিসলিয়াকফের মধ্যে আর্কাডি হ'য়ে রইল একটি বন্ধনী। কিন্তু এখন এই বন্ধনী নিষ্প্রয়োজন হয়ে উঠেছে—তাই স্বামীর প্রতি ওর কোমলতাও লুপ্ত হ'তে বসেছে। স্বামী যা করেন তাতেই বিরক্ত হ'য়ে ওঠে তামারা। কোন কথা যদি শুনতে না পায় কিংবা কোন কথা তাকে যদি ফিরে বলতে হয়—স্ত্রী বিরক্তির সংগে বলে—'যদি কানে শুনতে না পাও এমন ভাবে বসে থাক যাতে এক কথা দশবার না বলতে হয়।'

যদি আর্কাডি কখনো তাকে শুদ্ধ করবার চেষ্টা করে বলে, যে সে যা' বলেছে তা' ঠিক নয় তামারা ফোঁস করে উঠে বলে—'তুমি বলতে চাও যে আমি মিথ্যা বলেছি। যেমন শুনেছি তেমনই বলেছি'—

—'তুমি মিথ্যা বলেছ একথা ত বলিনি। বলেছি যে ভুল শুনেছ।'

রুষ্টকণ্ঠে তামারা জবাব দেয়—'খবরের গেজেট হবার বাসনা নেই আমার। যা' শুনেছি তাই আবার বলছি। বাড়াতে মুখ খোলবার জো নেই আমার—হয় বাধা দেবে, না হয়—সত্যি বলছি না মিথ্যা বলছি সে কৈফিয়ৎ নেবে।'

আর্থিক কারণেই ঘটত সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপারগুলি।

মোজা হচ্ছে তামারার সবচেয়ে বিপদের—সেই মোজা হয়ত ও সেলাই করছে এমন সময় আর্কাডি এসে উপস্থিত।

—'রাখ—রাখ—সেলাই করে লাভ কি?'—আর্কাডি বলে।

তামারা ঠোঁট চেপে প্রথমে কোন উত্তর দেয় না। তারপর ফেটে পড়ে—'যদি নূতন কয়েক জোড়া থাকত পুরাণোগুলো সেলাই করতে বসতাম না। যে কোন ভদ্র মেয়ে ছেলে'—

—'শোন—ভাল মেয়ে—শোন—সত্যি আমাদের যা' আয় তাতে আমরা একজোড়ার জন্য আঠার রুবল খরচ করতে পারি না।'

তামারা নির্বাক বসে থাকে—আর কিসলিয়াকফের মনে হয় যেন ও স্ুঁচের উপর বসে আছে। হয়ত তামারা ভাবছে যে এই লোকটি এমন ইতর যে একটা ডিনারে ত্রিশ রুবল খরচ করবে তবু তার প্রেমিকাকে একটা মোজা উপহার দেবে না—যে প্রেমিকা তারই জন্যে স্বামীর সংগে অবিশ্বাসিনী হয়েছে।

আর কিসলিয়াকফ—সেই ডিনারের পর ওর সম্বল ছিল কুড়িটি রুবল। এলিনা আসবার আগে আগামী দু'সপ্তাহ যে কোথা থেকে জোগাড় করে ও চালাবে তা' ভগবানই জানেন।

আর্কাডি স্ত্রীকে যত শান্ত করার চেষ্টা করে ও ততঃ বিরক্ত হয়।

যদি প্রফুল্ল মনে ঘরে ফিরে তামারা ওদের দু'জনকে একসংগে দেখে, ও স্বামীকে কপোল সমর্পন করে—কিসলিয়াকফের কাছে এগিয়ে এমন অনুরাগের সংগে ওকে নিজেই চুম্বন করে, এমন একান্ত আগ্রহ আর কোমলতার সংগে যে, নারী-আগ্রহের সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভেবে অজ্ঞাতসারেই কিসলিয়াকফ নিজেকে সরিয়ে নেয়। তামারার সংগে ওর যে সুবিধাজনক পরিস্থিতি তাই বন্ধুর আর ওর মধ্যে একটা বস্তুহীন ব্যবধান রচনা করে।

কিসলিয়াকফ যখন দেখা করতে গেল—আর্কাডি তখন একাই ছিল। জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে ও কৌচে শুয়েছিল। একখানা বই ওর হাতে কিন্তু বইয়ের চেয়েও দূরে ছিল ওর দৃষ্টি। ক্লান্ত দেখা'চ্ছল ওকে।

বন্ধুকে দেখে হাতের বই সরিয়ে ক্লান্ত চোখ থেকে প্যাঁশনে নামিয়ে উঠে বললে—'ও তুমি?'

বন্ধুকে অভিনন্দন করে ও কয়েকবার ঘরময় পায়চারি করে বেড়াল। তারপর বললে—'এইমাত্র পড়ছিলাম আর চিন্তা করছিলাম যে, নিজের চিন্তা ধারার সংগে কত অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা। নিজেদের কাছে এ সত্য স্বীকার করতে আমরা সন্ত্রস্ত হই। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা শূন্যগর্ভ হয়ে যাব। একক হিসেবে অহংয়ের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা—এমন কি অস্তিত্বেই আমরা বিশ্বাস হারাতে বসেছি—কারণ এখানে আমাদের চারিপাশে সবকিছুই সমষ্টিগত ভাবে বিরাজ করেছে যে সমষ্টির অন্তৈশ্বর্য নেই।

একটু চুপ করে থেকে ও আবার বললে—'বর্তমানে এমন একজন আত্মার আত্মীয়ের সাহচর্যের আমাদের প্রয়োজন যে সব কথা উপলব্ধি করতে পারবে—সত্বার গভীরতায় দৃষ্টি চালাবে। আমরা অর্থাৎ যারা এখানকার ফেনিল স্রোতের মধ্যেও নিজেদের এককত্বকে অটুট রেখেছি তাদের এককেন্দ্রিক হতে হবে গীর্জার মত—যা আমাদের সত্যকে বাঁচিয়ে রাখবে—মানবতার চিরন্তন সত্যকে বাঁচাবে এই যুগ বন্যার বিনাশের হাত থেকে। আমি বিশ্বাস রাখি যে মানুষের চেতনা একবার এই বিশ্বজনীন

সত্যকে প্রত্যক্ষ করলে সর্ব অবস্থায় তার উপস্থিতি অনুভব করে। তাকে কোন মৃত্যুই স্পর্শ করতে পারে না।'

কথা কইতে কইতে ও দূরের দিকে তাকিয়ে রইল।

—'একথা জানতে হবে যে এক এক সময় মানুষ তার অন্তরের আত্মিকতাকে হারিয়ে ফেলে। বাকী যা থাকে তা বাইরের, মানুষের যা পাশব, যা যান্ত্রিক আর শক্তিমত্ত কিন্তু ভিতরে অসীম রিক্ততা। একথাও বিশ্বাস করি যে মানুষ গভীর বেদনায় একদিন উপলব্ধি করবে এই বাহ্যিক অল্পতা —তারপর তার বিস্মিত চেতনাকে আবার ফিরে পাবে।'

অন্য সময় হলে এই আলোচনা কিসলয়াকফের উদ্দীপনাকে জাগ্রত করত। কিন্তু ও এখন বসে রইল একান্ত অস্বস্তিতে। তামারার প্রত্যাবর্তনের আগেই আর্কাডিকে ও প্রশ্ন করে জেনে নিতে চায় যে ওদের সন্তানাদি আছে কি না—কিন্তু এখন এই আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে এমন অবস্থায় আনা অসম্ভব যাতে এ প্রশ্ন ও তুলতে পারে।

আর্কাডির কথা ও শুনতে লাগল আর শিক্ষিত সমাজের আদর্শবাদী দৃষ্টি ভংগীকে প্রত্যক্ষ করল। এই সব 'সত্য'—মর্ম বেদনা' আর 'হৃত-সম্পদের' কথা যদি পলুখিন শুনত তাহলে সে কি ভাবত—এই চিন্তায় অবাক হয়েও নিজের জন্য লজ্জা বোধ করল। এই প্রথম ও লক্ষ্য করলে যে আর্কাডি যে কেবল তার পুরাণো পরিস্থিতেই স্থির হয়ে আছে তা নয় —ও আরো পিছিয়ে গেছে। বুদ্ধিজীবীদের বহুদিনের লুপ্ত প্রতিভার একটা দীপ্তি আর্কাডির দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল—উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল ওর অবসন্ন জীবনের থেকে, যে অবসন্নতা ওকে ধার্মিকতার দিকে টানছে।

এই কথাটা খোলাখুলি ভাবে বন্ধুকে বলা অসম্ভব বোধ হোল ওর, বিশেষ করে আর্কাডি যখন ধর্ম মন্দিরের কথা বলছে।

—'আশুই হোক, বিলম্বেই হোক মানুষ আবার তার পরিত্যক্ত চেতনাকে স্মরণ করবেই'—আর্কাডি আবার বললে—'কিন্তু ওদের শক্তি এত বিপুল যে আমরা ইতি মধ্যেই (যদি নির্ভীক ভাবে সত্য স্বীকার করতে পারি) মানবতার সেই সত্যবিশ্বাস হারিয়েছি যা সর্বমানবের এত পবিত্র ছিল—বিশ্বাস হারিয়েছি যে জীবনের শক্তি প্রেমে,প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নয়—যে সত্য কোন ব্যক্তির নয় সর্বমানবের। এমন কি মনীষার উপর যে আস্থা তাও যেন ছায়ামাত্র হয়ে গেছে ওদের ঐ ধারণার ক্রমান্বিত জেদে—যে, কেবল 'ওদেরই' আদর্শগুলির অস্তিত্বের অধিকার আছে—ভবিষ্যৎ ওদেরই জন্য। এই হোল দ্বন্দ্বের মূল কারণ।'

মঠধারী সন্ন্যাসীর মত বিষণ্ণ গ্যালাহুকের কথা কিসলিয়াকফের মনে হোল। আর্কাডির দিকে চেয়ে চেয়ে ও ভাবল, সকল বুদ্ধিজীবী আদর্শবাদীর মধ্যেই এই সন্ন্যাসভাব—যা জীবনের সংগে মেলে না।

—'সব থেকে বিশ্রী হোল'—আর্কাডি ধীরে পায়ে ঘুরতে ঘুরতে বললে—'সব থেকে বিশ্রী হোল যে আমরা অক্ষম—আমরা পতনমুখী, বেঁচে থাকবার বাসনা আমাদের মরে গিয়েছে—তাই স্বেচ্ছাচারিতাই আজকালকার দিনে ফ্যাশান হয়ে উঠেছে।'

কিসলিয়াকফ এতক্ষণ শূন্যে দৃষ্টি মেলে সেই সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল যখন সে ঔৎসুক্য মেটাবার জন্য আলোচনার মোড় ঘোরাবে। আর্কাডির শেষ কথা কয়টি শুনে সজাগ হয়ে উঠল ও।

—'আর তোমার—তোমার কি সন্তানাদি আছে?' কিসলিয়াকফ প্রশ্ন করল।

—'না। সন্তান ধারণ সম্বন্ধে তামারার একটা দুরন্ত ভয় রয়েছে। এই যুগের এও একটা বৈশিষ্ট্য। মেয়েরা আজকাল ভয় পাচ্ছে প্রসব বেদনাকে—শিশুর আগমনের সংগে আসা অসুবিধাগুলিকে—

ছোট ছোট স্বার্থ ত্যাগ করাকে। এই বাড়ীটাকেই ধরন।—এখানে নির্বাসিত ভাবে বাস করে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর লোক, বিজ্ঞানী, শিল্পী এবং এই ধরণের সব। কিন্তু আশ্চর্য পরিবেশ—চব্বিশটি পরিবারের মাত্র একটি ছেলে—আর কুড়িটি কুকুর।

—'আমাদের আস্তানাও কুকুরে ভর্তি'—কিসলিয়াকফ বলে। কিন্তু সেই কথাটি এখনও অনুত্তরিত থাকায় ও আবার বলে—'একটি ছেলের আশা কি তুমি কর না? তোমার অবস্থা ত মোটামুটি মন্দ নয়?'

—'না গত বছর এক অপারেশানের পর ডাক্তারেরা বলেছে যে তামারার আর মাতৃত্বের সম্ভাবনা নেই'—

আরো কিছু সে বলতে যাচ্ছিল কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর স্ত্রী প্রবেশ করল।

২৭

তামারার সর্বাংগে সেই নীল দেহসজ্জা আর চোখের ওপর অবধি নামিয়ে দেওয়া আঁটসাট হ্যাট। সেই অবস্থাতেই ও কিসলিয়াকফের কাছে গিয়ে তাকে আগ্রহের সংগে চুম্বন করল—তারপর স্বামীকে সমর্পন করল নিজের কপোল।

আর্কাডি তাকে কয়েকবার আবেগের সংগে চুম্বন করল।

খুব কঠিন করে ও বললে—'একটু অপেক্ষা কর।' শোবার ঘরে গিয়ে ও একটা নীল জাপানী কিমোনো গায়ে দিয়ে ফিরে এল। কিসলিয়াকফের কাছে বসে তার হাঁটুতে হাত রেখে ও এমনভাবে

তার দিকে চাইল যেন ওরা দুজনে একা রয়েছে। কিসলিয়াকফ চোখের ভংগীতে ওকে জানাল যে এ ধরণের ব্যবহার অসম্ভব।

—'গিয়ে কিছু বাজার করে আন না'—স্ত্রী স্বামীকে বলে।

—'কেনবার কি আছে?'—

স্ত্রী দীর্ঘ ফিরিস্তি সুরু করল। কিসলিয়াকফ বুঝতে পারলে না। কেমন মুখের ভাব করে ও বসে থাকবে এখন, কারণ এ অতি স্বচ্ছ যে তামারা স্বামীকে সরাবার চেষ্টাই করছে। তামারা স্বামীকে সম্বোধন করে বলে—'দেখো, মোড়ের দোকান থেকে কিনে এনো না যেন। শ্রীটেনকা থেকে এনো—সেখানে জিনিষ পত্তর ভাল আর টাটকা।'

'অতদূর কেন যাব। সেখানে দিবারাত্রই কিউ। আমায় কত অপেক্ষা করতে হবে সেখানে!'

—'তবে আমিই যাচ্ছি'—

—'দুষ্টুমি কোরো না—লক্ষ্মী……'

—'হ্যাঁ…তারপর কেমিষ্টের কাছে গিয়ে কিছু ফ্রেঞ্চ চক এনো।'

আরো কিছু জিনিষের কথা বললে তামারা। কিসলিয়াকফ বিস্মিত হয়ে ভাবছিল যে. এ কেমনতরো যে আর্কাডি কিছুই দেখতে পায় না—তাছাড়া তামারা এমন সব জিনিষ আনবার জন্য ইচ্ছা করেই নির্দেশ দিচ্ছে যা আনতে আর্কাডিকে বেশ কিছুক্ষণ বাইরে থাকতে হবে।

আর্কাডি চলে গেলে কিসলিয়াকফ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে।

—'এত অসাবধান কেন তুমি'—

তামারা ওর কণ্ঠে বাহু জড়িয়ে কিছুক্ষণ ক্রীড়ারত ভংগিমায় রইল—তারপর ওর দিকে চোখ তুলে বলল—'তোমাকে বলেছি যে যত প্রকাশ্য ব্যবহার হবে লোকে তত সন্দেহ কম করবে। তাছাড়া

তোমার সম্বন্ধে ওর ধারণা যে কত উঁচু তা তুমি বুঝবে না। ভিতরে যাওয়া যাক—চলো।' তামারার পিছু পিছু শয়ন ঘরের দিকে যেতে যেতে কিসলিয়াকফ বললে—'তাইতেই আমার এত অসহ্য লাগে।'

'তুমি আর্কাডির বন্ধু এই জন্যে আমি যাদুমুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আর আর্কাডির বন্ধুত্ব বড় মূল্যবান জিনিষ।' বিছানায় শুয়ে পড়ে কিসলিয়াকফের চুলগুলি নাড়তে নাড়তে তামারা বললে—'তুমি যখন বলেছিলে যে, আমায় তুমি বোনের মত দেখ—আমি সত্যিই ঘা খেয়েছিলাম। এর আগে এমন করে কেউ আমাকে অপমান করেনি। মনে পড়েছে একখানা পুরাণো উপন্যাস আমি পড়েছিলাম, নায়ক নিজের বন্ধু পত্নীর প্রেমে পড়ে—বন্ধুর সংগে বিশ্বাস ভংগে অনিচ্ছায় আত্মহত্যা করেছিল। এইতেই দেখ যে, বন্ধুত্ব থাকা সত্ত্বেও বন্ধুর স্ত্রীর সংগে ভালবাসা হয়।'

—'আমি শুধু বলেছিলাম যে তোমায় আমার সম্পর্কিত বলে মনে হয়'—কিসলিয়াকফ বলে—'কিন্তু সত্যি প্রথম থেকেই আমি বুঝেছিলাম যে তুমি আমার হ'বে।'

—'সে আমি দেখেছি'—স্মিত হেসে তামারা জবাব দেয়—'আচ্ছা, আমার মধ্যে কি তোমার সবচেয়ে আকর্ষণের বোধ হয়েছিল?'

—'কি বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছে?' একটা মনোমত জবাব দেবার জন্য ও কিছু সময় নেবার চেষ্টা করে।

—'কী সে জিনিষ যা' তোমার চমক লাগিয়েছিল?'—

—'তোমায় কি মনে হয়? আন্দাজ কর না!'

—'আমি কি জানি?'

—'তোমার চোখই আমার প্রথম ভাল লেগেছিল। ঐ চোখে আমি নিরাসক্ত আধ্যাত্মিকতা লক্ষ্য করেছি'—

কৃতজ্ঞভাবে ওর হাতে চাপ দেয় তামারা—সেই সংগে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভাব ওর মুখে ফুটে ওঠে। বলে—'স্বামী বলেন যে আমি নাকি তার সংগে ব্যবহারে বদলে গেছি। তাকে সর্বপ্রকারে এড়িয়ে যাই। ক্লান্ত অথবা অসুস্থ বলে সরে যাই। তাঁকে আমি অনেক সময় কাঁদতে দেখেছি।'

'স্বামীর সংগে অমন ব্যবহার করা উচিৎ নয় তোমার'—

—'আমি কি করব?'—তামারা বিরক্তির সংগে জবাব দেয়—'ওর সংগ আমার বিরক্তি আনে।

একদিক দিযে এ কথায় কিসলিয়াকফ পুলকিত হয়। তবু তামারার স্বামীর প্রতি বিরাগ এত প্রবল হতে পারে যে তার সংগে এক ঘরে বাস করাও হয়ত অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে. এই কথা চিন্তা করে ও বললে —'তবু স্বামীর সংগে আচরণে নিজেকে তোমার সামলে চলা উচিত। আসলে আর্কাডি চমৎকার লোক, বরং ওর তুলনায় তোমারই মেজাজ খারাপ।

দু'হাত ভরে জিনিষ নিয়ে আর্কাডি ফিরল!

—'এত শিগগীর ফিরলে যে?'—তামারা বলে।

—'আরো বেশী সময় বাইরে থাকলে তুমি খুশী হতে?' স্ত্রীর দিকে চেয়ে আর্কাডি জবাব দেয়। তার কণ্ঠে স্বাভাবিক অনুরাগ ছিল না।

জিনিষগুলি পরীক্ষা করে তামারা প্রথমে কোন উত্তর দিল না। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল—'আমি ত তাই ভাবছিলাম—ফ্রেঞ্চ চক আননি—এনকোভি নেই—ঠিক জানি যে কিছু ভুলে বসবে'—

—'এনকোভির কথা তুমি বলনি'—

'নিশ্চই বলেছি - নিশ্চয়'—

আহত কণ্ঠে আর্কাডি বলে—'আমি মিথ্যা বলছি?' রাগে তার মুখ রক্তিম হয়ে ওঠে।

'কিসলিয়াকফ উঠে কৌচ ছেড়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল—এমন ভাব দেখাল যেন ও আসবার আগে আর্কাডি যে বইখানা পড়ছিল সেখানি ও দেখছে।

—'সার্ডিনটা খোল না'—তামারা স্বামীকে নির্দেশ দেয়। কিন্তু যেই আর্কাডি খুলতে যায় ও তার হাত থেকে টিনটা ছিনিয়ে নিয়ে বলে—'টেবিল ক্লথের উপর ওটা খুলে লাভ কি? নীচে কাগজ দিতে পার না? অন্ততঃ রান্নাঘরে গিয়ে ওটা খুলতে কি এত খাটুনি লাগে?'

তামারা টিনটা একটা প্লেটের উপর বসিয়ে খোলার চেষ্টা করে—কিন্তু ওর হাত ফসকে টিনটা উলটে পড়ে—টেবিল ক্লথে বেশ খানিকটা তেলের দাগ লেগে যায়।

'বেশ করেছ। আমার চেয়ে খুব ভাল করেছ বোধ হয়'—আর্কাডি বলে।

তামারা টিনটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে শোবার ঘরে ছুটে যায়।

একটু পরে আর্কাডি কাছে গিয়ে দাঁড়ালে ড্রেসিং টেবিলের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তামারা। স্বামীর কথায় জবাব দেয় না।

—'আমায় একা থাকতে দাও।' শেষে মিনতি করে তামারা।

খাবার ঘরে ফিরে আর্কাডি বন্ধুকে বলে—'একটু যাও ওর কাছে।'

কিসলিয়াকফ গিয়ে তামারাকে আর্ম চেয়ারে বসিয়ে দেয়—তারপর তাকে সংযত করবার প্রয়াস করে।

'একদিনও তোমার সংগে একটু একা থাকতে পাব না'—তামারা বলে।

—'কি আর করা যাবে। চল ওর কাছে যাওয়া যাক! ব্যাপারটা সন্দেহ জনক হয়ে উঠবে'—

তামারা ওর কণ্ঠে তার বাহু লতিয়ে দেয়। কিমোনোর চওড়া

হাতা পিছনে সরে যায়। সেই অবস্থায় ওর দিকে আর্ত নিরাশ দৃষ্টিতে চেয়ে তামারা কিসলিয়াকফের ঠোঁটে চুমু যায়। কিসলিয়াকফ তামারার মনোযোগ অন্যদিকে নেবার চেষ্টা করে। তামারা যে ওকে ভাল বাসতে সুরু করেছে এই উৎকণ্ঠিত চিন্তা ওর মনে আসে।

আরও একটি চুমু খেয়ে তামারা ওর সংগে খাবার ঘরে ফিরে আসে। আর্কাডি অন্ধকারের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে জনালার ধারে বসেছিল। ওরা যখন প্রবেশ করল ও ফিরেও তাকাল না।

‘এবার খেতে বসা যাক’—তামারা বলে।

আর্কাডি উঠে টেবিলের ধারে এল। আহার সুরু হলে আর্কাডি গ্লাসের পর গ্লাস ভডকা পান করতে লাগল।

—‘কেন মদ খেতে সুরু করলে? তোমার পক্ষে ভাল নয়’—কিসলিয়াকফ বলে।

আর্কাডি জবাব দেয় না।

আহারের পর কিসলিয়াকফ যখন বাড়ীর জন্য রওনা হোল, প্রতিদিনের মত ওকে এগিয়ে দিতে এসে তামারা ওকে বললে—‘তোমার বাসায় আমাদের সাক্ষাৎ হতে পারে না। এরকম আমি আর পারি না।’

—‘নিশ্চয়ই। অন্ততঃ যে কদিন আমার স্ত্রী বাইরে আছে। কালই এসো।’ তামারার দাবী যে ক্রমশঃই মাত্রাতীত হয়ে যাচ্ছে—এই ভেবে ও জবাব দেয়। হয়ত একমধুর সন্ধ্যাবেলা সে এসে বলবে যে স্বামীর সংগে থাকতে পারবে না। হয়ত এসে বলবে সেই দুষ্টলগ্নে, যখন ওর স্ত্রী এলিনা আবার ফিরে এসেছ।

পরদিন নিজের ঘর যথা সাধ্য পরিষ্কৃত করে তামারার প্রতীক্ষা করতে লাগল।

হঠাৎ ওর মনে একটা বিশৃংখল চিন্তা এল। তামারার সংগে ও কী আলাপ করবে? আর্কাডির ওখানে ওদের সাক্ষাতের সময়—ওদের হাতে কয়েকটি ক্ষণিক বন্ধনহীন মুহূর্ত আসে। ওদের বিশ্রম্ভালাপ অপ্রচুর। সমগ্র আলাপ মাত্র কয়েকটি কথার সমষ্টিতেই আবদ্ধ। কিন্তু আজ একটা দীর্ঘ সন্ধ্যার অবকাশ ওদের মুঠোয়।

আজ হয়ত কথাই যোগাবে না মুখে।

কোন মহৎ বিষয় বস্তু—যেমন মানবতা অথবা ব্যক্তিগত অভিলাষ— এনিয়ে আলাপ করা অকল্পনীয়। যেদিন থেকে জীবন সত্য আর আদর্শের স্পর্শ হারিয়েছে—মেয়েদের সংগে এই সব নিয়ে আলাপ করা ওর হয়েছে বিতৃষ্ণার। সেই আলাপ ওকে এমন সব কথা মনে করিয়ে দেয় যা' ও ভুলতে চায়। তবু মেয়েরা চায় যে পুরুষের অন্তৈশ্বর্যে থাকবে—থাকবে উদ্দীপনা আর স্থির লক্ষ্য। তারা চায় পুরুষের কাছে আত্মিক বন্ধনী। সুতরাং যা কিছু আলাপ প্রাত্যাহিক ধর্মাচরণকেই কেন্দ্র করে হয়। নিজের আত্মাকে নির্বাসন দিয়েছে যখন ও, তখন অন্যের আত্মা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?

বাঁচা কেমন দুরূহ হয়ে উঠেছে—এনিয়ে হয়ত তামারা কথা বলবে। তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করবে ও, এমন সব কথা বলবে, যা ও নিজে বিশ্বাস করে না। বলবে, যার মনীষা আছে সে একদিন শীর্ষে উঠবেই, শুধু একটু ধৈর্য রাখতে হবে তাকে।

ওর ত নিশ্চিত বিশ্বাস যে তামারার কোন প্রতিভা নেই। মাঝে মাঝে তামারা ভংগী নিয়ে আর্কাডির দিকে চোখ তুলে কবিতা আবৃত্তি করে। আর্কাডি তার সুন্দর চোখ স্ত্রীর দিক থেকে সরিয়ে নিতে পারে না। এমন বিশ্রী ভাবে আবৃত্তি করে তামারা যে তার জন্যে লোকে লজ্জাবোধ করে। তবু ভদ্রতার খাতিরে তাকে প্রশংসা করতে হয়।

এখন এখানে যদি ও কবিতা আবৃত্তি করে—তাকে প্রশংসা করতে হবেই—স্বীকার করতে হবে যে ও প্রতিভার উত্তরাধিকারিণী—নইলে এমন অস্থির হ'বে মেয়েটি যে হয়ত ওকে আদর করতেই- সুযোগ দেবে না। পাশের ঘরের নোংরা মন পেকনখিনা শুনবে সবই –

তামারাও অনুভব করবে যে ওদের প্রেম কত সুন্দর—কত কাব্যিক।

এই সব বিপদ থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায় হ'বে মদ খাওয়া। তাই কিসলিয়াকফ গভীর চিন্তার পরে কিছু মদ কিনে আনতে ভুলল না।

আটটার সময় তামারা এসে উপস্থিত হোল। ঘরের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে কিসয়াকফের দিকে তাকিয়ে ও তার গলা জড়িয়ে ধরল। শরৎ সন্ধ্যার মিঠে শীত ও দে সর্বাংগ জুড়ে নিয়ে এসেছে। জ্যাকেট খুলে সে খাবার টেবিলের পাশে কৌচে বসে পড়ল। মনে যত কোমল অনুরাগের কথা এল সব কিসলিয়াকফ বলতে লাগল। দীর্ঘ আলাপ এড়াবার জন্য যথাসাধ্য প্রাণশীল প্রতিপন্ন করল নিজেকে—যাতে নিজের কথার অপ্রচুরতা না প্রকাশ পায়।

'যাক্ অবশেষে আমরা একা এখন'—তামারা বললে—'একান্ত স্বাধীনভাবে আমরা কথা বলতে পাব।'

পার্টিশানের দিকে কটাক্ষ করে কিসলিয়াকফ বললে—'অবশ্য নিম্ন কণ্ঠে।'

তামারা নিজের ছোট করে ছাঁটা চুলের ভিতর দিয়ে হাত চালিয়ে দেয়—পিছন দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, 'দিনে দিনে আমি হতাশ হয়ে পড়ছি জান? আজও আমি নিষ্ফল দুঘণ্টা এক্‌সচেঞ্জে অপেক্ষা করেছি। দেখলাম—যে সে কাজ পাচ্ছে। তার কারণ হোল যে লোকের সংগে কারবার করার বুদ্ধি আমি এখনো শিখিনি'।

কিসলিয়াকফ মদ ঢালল। সাইডবোর্ডের উপরের তাকের চাবী স্ত্রী নিয়ে যাওয়ায় কিসলিয়াকফ গ্লাস বের করতে পারেনি। তাই ওরা একটাই হাতলহীন কাপে দু'জনে পান করতে লাগল।

—'আর কি শয়তান'—মাথায় হাত চেপে হঠাৎ তামারা চেঁচিয়ে ওঠে।

—'কে?'—

—'লোক মাত্রই'—

নিজের অজান্তেই কিসলিয়াকফ ভাবল যে হয়ত তামারা ওকেই মনে করে বলছে।

টেবিলের উপর রাখা ককেসিয়ান ছোরাটা দেখে তামারা বললে—'সত্যি ভেগার এটা।'

—'নিশ্চয়ই'—

—'এ দিয়ে খুন করা যায়!'—

—'নিশ্চয়ই। যদি ঠিক হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করতে পার।'

—'হৃৎপিণ্ড কোথায় থাকে?'—

বুকের বাম পার্শ্বে হাত রেখে কিসলিয়াকফ ওকে বলে—'ঠিক এই জায়গায়।'

ছোরাটা সরিয়ে রেখে তামারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'জীবনের সব প্রাচুর্য নিয়ে আমি কত বাঁচতে চাই। এই আমার ভয় যে আমার বলতে আর কিছুই রইল না। কিছু না' -মাথায় হাত চেপে ও আবার বলে।

—'কি তোমার নেই'

—'কেমন করে বুঝিয়ে বলব ভেবে পাই না।'

আলোচনাটা যে গভীর খাতে চলে যাচ্ছে এই ধারণায়—কিসলিয়াকফ আর একটু মদ ঢালে।

তামারা অনেকক্ষণ ধরে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কিসলিয়াকফের মাথা হাতের মধ্যে ধরে ও নিজের দিকে ঘুরিয়ে নেয়। বুঝতেও পারে না কিসলিয়াকফ যে তামারা কি চাইছে। হয়ত হঠাৎ বলে বসবে—'আমি তোমায় ভালবাসি। কাল থেকেই তোমার সংগে বাস করতে আসব।'

কিসলিয়াকফ অকস্মাৎ বলে বসে—'কাল আমার স্ত্রী আসছে।' কথাগুলো যেন ওর মুখ থেকে পিছলে পড়ে। কেমন করে ও বললে তা ও বুঝতে পারে না।

তামারা সে কথা শুনল বলে মনে হোল না—তেমনি দৃষ্টি দিয়ে চেয়ে রইল।

—'আর্কাডির সংগে যেমন করে কথা বল একবার আমার সংগে তেমনি করে কথা কও।'

কিসলিয়াকফ বিমূঢ় হ'য়ে যায়।

'আর একটু মদ খাও। তুমি অমন অদ্ভুত হয়ে আছ কেন।' কিসলিয়াকফ বলে।

তামারা অধর দংশন করে। মুখে বিষন্ন হাসি এনে ও হাতল ভাংগা

কাপটার দিকে চায়—তারপর হাতের এক ঝাপটায় সেটাকে টেবিল থেকে ফেলে দেয়। মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় কাপটা। পার্টিশানের অন্তরালে কি যেন নড়ে ওঠে—হয়ত পেকনখিনা ভাবছে যে স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে লোকটা একটা মেয়েকে ঘরে এনেছে আর মেয়েটা —হৈ চৈ বাধচ্ছে।

টেবিল থেকে উঠে পড়ে তামারা। বেদনায় ওর দুটি চক্ষু বিশৃংখল হয়ে গেছে। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ও সামনের দিকে চায়।

—'কি হোল তোমার'—কিসলিয়াকফ প্রশ্ন করে। কোন কথা না বলে তামারা ঘুরে ওর দিকে চায়। তারপর জ্যাকেট পরে বিদায়ের একটি কথাও না বলে চলে যায়।

২৯

তামারার সংগে নিষ্ফল মিলনের পরদিন কিসলিয়াকফ যখন মিউজিয়মে এল, পলুখিন তাকে এই বলে অভ্যর্থনা করল—'কাল একটি মিউজিয়ম দেখলাম।'

—'কেমন দেখলে ?'

—'সুবিধের নয়। ওরা সমগ্র বিপ্লবকে ছবিতে, রেখাচিত্রে আর ফটোগ্রাফিতে দেখিয়েছে। যার তাড়া আছে তেমন লোক ঐ সব ছবির গোপন মর্ম জানবার কি চেষ্টা করবে ? ঐ সব জিনিষ এমন ভাবে সাজাতে হ'বে যে, লোকে না থেমেই যা' কিছু দ্রষ্টব্য সব তৎক্ষণাৎ দেখে নিতে পারবে। এই সব দর্শনীয় তাদের চোখকে ঘা দেবে'—হাতের তালুর একটা আকস্মিক ভংগিমা দিয়ে পলুখিন ওর কথার অর্থ চিত্রিত করে। 'জারদের ঐশ্বর্য আর ঐতিহ্য দেখবার জন্য

এখানে রাশি রাশি ছবি রয়েছে। আমি চাই না বিপ্লবী নেতাদেরও তেমনি চিত্রপট শুধু সাজানো থাকে তার পাশে। তাতে মনে হ'বে যে তারা প্রাণশীল নর নারী ছিল না—ছিল ছায়া মাত্র—শুধু ছবি ছাড়া আর কিছুই তাদের স্মৃতি নেই। বন্ধু, আমি অবশেষে কিছু সংগ্রহ করেছি। বিরাট কিছু।'

পলকেই গভীর কৌতূহলের ভাব নিয়ে কিসলিয়াকফ প্রশ্ন করে—'কি জিনিষ?' উদাসীন থেকে ও পলুখিনকে নিরাশ করতে পারে না।

নীরবে একটা কেসের কাছে গিয়ে তার দরজা খুলে বলে—'তাকাও।'

কাছে গিয়ে কিসলিয়াকফ দেখল একটি কাঠের মোটা চেলা—তাইতে একটা হুক লাগান।

—'ও কি বস্তু!'

—'ঐ ত আসল।'

—'বস্তুটি কি?'

'সে তুমি বল।'

কিসলিয়াকফ বিস্মিতভাবে কাঁধ ঝাঁকুনি দিল। নিজের বোধশক্তির অক্ষমতায় ও ভিতরে ভিতরে খুসী হোল।

—'এতে লোককে ফাঁসি দেওয়া হোত; ফাঁসি কাঠ থেকে এটা কেটে নেওয়া'—

মেরুদণ্ডে একটি অস্বস্তিকর অনুভূতি হোল কিসলিয়াকফের। হুকের দিকে ও তাকিয়ে রইল অবুঝ কৌতূহলে।

—'কি? কোন ধারণা হচ্ছে?'

—'হচ্ছে'—কিসলিয়াকফ জবাবে বলে।

—'বিপ্লবের ইতিহাসকে দেখাতে গেলে এই সব জিনিষ সঞ্চয় করতে হ'বে। ছবি নয়। আর একটা জিনিষ এখুনি এসে পড়বে।'

একজন টেকনিক্যাল কর্মী ষ্টাডিতে এসে বললে—'কমরেড—ওরা এনেছে।'

'চমৎকার। চল যাওয়া যাক্। এখানে টেনে আনো।'—সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে ও গাড়োয়ানদের চেঁচিয়ে বলে।

কুলীরা কাঁধে কাঁধে তুলে নিল একটা ভারী কাঠ। চিলকুঠুরীর তলাকার একটা বীম—তিন জায়গায় গোলার আঘাতে জখম। মস্কোর একটি বাড়ী থেকে কেটে আনা হয়েছে।

—'এই হোল মস্কো বিপ্লব—হাত দিয়ে একে স্পর্শ করতেও পার'—

এই বীমটি নিয়ে পলুখিন পুলকিত হোল—যেমন প্রত্নতাত্বিক হয় পাঁচ হাজার বৎসরের একটি পুরাতত্ত্বের সন্ধান পেলে।

'এ কি তুমি টেনে আনলে তা তুমি বোঝ' - একটি কুলীকে প্রশ্ন করে পলুখিন।

—'প্রেশনা থেকে আনলাম। কি তা সবাই জানে'—কুলীটি জবাব দেয়।

—'তাই আমাদেরও লক্ষ্য। এই সব দর্শনীয় জিনিষ কি—তা সবাই জানবে।'

পরদিন স্লুসেলবার্গ কেল্লার বন্দীশালার লৌহ গরাদগুলি আনা হোল। মিউজিয়মে একটা সত্যিকার হাজত নির্মিত হোল—তাতে মোমের মূর্ত্তি বসানো হোল ইতিহাস প্রসিদ্ধ বন্দীর। ইচ্ছা করেই এটাকে নীচেকার খিলানের স্বপ্নালোকিত মেঝেতে রাখা হোল। এই অল্প নীচু খিলান দেওয়া সেই স্যাৎসেঁতে ঠাণ্ডা হলের ভিতরে সত্যিকার হাজত তৈরী করা হোল। বসান হোল লোহার গরাদ

য, বন্দীকে বাইরের পৃথিবী থেকে বঞ্চিত করল। সেই মেঝের কাছে দাঁড়ালেই একটা অহেতুক ভয় মনকে আচ্ছন্ন করে। সরু একটি লোহার খাট আর একটি টেবিল সেই সেলের আসবাব।

টেবিলের কাছে ধূসর পোষাক পরানো মোমের তৈরী মুখ একজন লোককে বসান হ'লে পলুখিন চেঁচিয়ে বললে—'আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়ে বসাও।'

অপরিচ্ছন্ন আলোয় মূর্তিটির মুখের ঈষৎ অংশ চোখে পড়ে। মাথায় খাড়া চুল—খোঁচা খোঁচা রুক্ষ গোঁফ আর প্রায় ঢাকা নিষ্প্রভ চক্ষু দেখলে মনে তেমনি ধারনাই আসে—যেমন হয় ফাঁসিকাঠের ছুকটির দিকে একবার নজর পড়ে গেলে।

যত তুচ্ছই হোক পলুখিন কিছুই অবহেলা করত না। কিসলিয়াকফের ধারণা গ্রহণ করে সেটি কিসলিয়াকফেরও কল্পনার অতীতে নিয়ে যেত। ডিরেকটারের এই বৈশিষ্ট্য তাকে জানাতে কিসলিয়াকফ হর্ষিত হোত। প্রখ্যাত বিপ্লবীদের সংগে জড়িত তুচ্ছতম বস্তুটিও পলুখিন অন্তহীন ধৈর্যের সংগে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করত।

—'দেখছি কমিশরদের উপর ট্যাক্স ধার্য করতে হবে'—একদিন পলুখিন বললে—'আমি ওদের বলব যে ওর যা খুশী করতে পারে—শুধু এই মিউজিয়মে উপহার দিতে হ'বে ওদের হ্যাট, ট্রাউজার আর দোয়াতদানি গুলোকে।'

মিউজিয়মটি বিস্তারিত হচ্ছে। আগে অজস্র কেসে ভর্তি ছিল যে সব পোরসেলিন জিনিষ সে সব এখন মালগুদামে সরান হয়েছে। শুধু নানা যুগের জার আর অভিজাতদের টেবিল সজ্জা হিসেবে কি কি ব্যবহার হোত তাদের এক একটি নমুনা রাখা হয়েছে। তার নিকটেই আবার রাখা হয়েছে একজন চাষীর টেবিল।

—'ইতিহাসের আপেক্ষিকতাই আমাদের গড়ে তুলতে হবে'—পলুখিন বলে—'বিপ্লবের যুগের জন্য চাই একটা আলাদা বাড়ী কিন্তু ওর সংগে তার সংযোগ থাকবে। কাঁচের ছাদ দেওয়া অর্থাৎ ঠিক আমেরিকান ষ্টাইলে সব তৈরী করা হবে।'

—'তা হবে না। সম্পূর্ণ ভিন্ন ষ্টাইলে করতে হবে'—নিজের সুনাম বিপন্ন না করে ডিরেকটারের সংগে মতদ্বৈধতা প্রকাশ করা চলে—এই ধারণায় কিসলিয়াকফ কথা কয়।

—'ভিন্ন ষ্টাইলেও সুন্দর চলবে। আর বিপ্লবটাই কি পৃথক ষ্টাইল নয়

—'বুঝলাম কিন্তু তাতে জিনিসটা ভাল দাঁড়াবে না। যারই একটু রুচি আছে সেই এতে হাসবে।'

'সত্যি বলছ?'

—'সত্যি বলছি'—

'ভাল কথা। সে তুমিই ভাল বোঝ—তবু জিনিষটা সুন্দর হোত কিন্তু'—একটু থেমে যেন একটু দুঃখিতভাবে পলুখিন জবাব দেয়।

রুচির ক্ষেত্রে কিসলিয়াকফ অটল। ও পলুখিনের সংগে তর্কে প্রবৃত্ত হোত না—নিস্পৃহ ভাবে আত্মবিশ্বাসের সংগে শুধু বলত—'এ চলবে না।'

পলুখিন এ বিষয়ে নিজের দুর্বলতা অনুভব করত—বিশ্বাসও করত—তাই সর্বদাই কিসলিয়াকফের সংগে তার মতের মিল হোত। এমন কি পলুখিন ওর বশ্যতা স্বীকার করত—যেন ওদের অবস্থান উলটে গেছে—কিসলিয়াকফই যেন উচ্চ পদস্থ কর্মী।

এমনি আকস্মিক স্পষ্ট প্রকাশের সুযোগকে কিসলিয়াকফ দাম দেয়, কেন না রুচির বৈষম্যে না থাকে মেনশেভিকী মনোবৃত্তি, না থাকে মারর্কস

নীতিজ্ঞানের অজ্ঞতা। তাই এসব ক্ষেত্রে ও গোঁড়া স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকে। এই ভাব ওর মনে নিজের মতামতের স্বাধীনতার বোধ আনে, গরিমা দেয় ওদের অবস্থানে। নিজের অধীনতার ধারণা লোপ পায়। এই সব মুহূর্তে ওর ভংগিমাও বদলে যায়। শিক্ষিত রুচির নজরে যা হাস্যকর তেমন কোন বক্তব্য প্রকাশ করলে ও হাত নেড়ে পলুখিনের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করে। এমনি করে একটা মহিম্ন ভালবাসা ঘনিয়ে ওঠে ওদের দু'জনের মধ্যে।

তর্কমূলক কোন প্রশ্ন উঠলে কিসলিয়াকফ হয় সম্মতি দেয় নয়ত পলুখিনের চেয়েও অতি বামপন্থী কথা বলে। পলুখিন অবাক হয়ে ভাবে যে অদলীয় লোক কেমন করে এত বামপন্থী মনোভাব পোষণ করে।

কখনো কখনো পলুখিন বলে—'তোমার কমিউনিষ্ট হওয়া উচিত।'

'নিজেকে কমিউনিষ্ট বলেই আমার মনে হয়। পার্টি টিকেটে কি আসে যায়।'

কখনো কখনো উৎসাহের স্রোতে পলুখিন এমন কিছু করতে বসে যা পার্টির আদর্শের দিক থেকে আশংকাজনক—তখন কিসলিয়াকফ ওকে সাবধান করে দেয়। একসময় ও ডিরেকটারকে জানিয়েও দিয়েছিল যে স্কাউট ইউনিয়নের প্রতি ওর মনোযোগ দেওয়া উচিত। পুনর্গঠনের অগ্রগতির রিপোর্ট মাঝে মাঝে তাদের দেওয়া প্রয়োজন।

—'রিপোর্ট পরে পড়া যাবে। এখন শুধু কাজ হোক। ওদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নাও।'

এসব উক্তির সময় কিসলিয়াকফের ডিরেকটারের প্রতি এমন একটা স্বার্থহীন প্রীতির ভাব প্রকাশ পায় যা নিজের তত্ত্বাবধানে রাখা একটি শিশুর প্রতি ধাত্রীর থাকে।

একদিন পলুখিন বললে—'সত্যি পার্টির আদর্শের দিক থেকে এ ভাল নয় আমি জানি, তবু শপথ করে বলছি যে আমার নিজের লোকের চেয়েও তোমার প্রতি আমার আস্থা বেশী। ইউনিয়নের কথাই ধর—মাসলভ কিছু করতে চায় কিন্তু তাকে আমার প্রয়োজন নেই। ওরা যদি আমাকে বদল করে দেয়—ভেব না তোমায় আমি ভুলে যাব।'

—'আর আমিও তোমায় ভুলব না, কারণ বিপ্লবের যে আদর্শ ও মর্ম, বিপ্লবের যে বেদনা তা উপলব্ধি করতে তুমিই আমায় সাহায্য করেছ—যা আর কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। তোমার সহকর্মী হিসেবে কাজ করতে করতে নিজেকে মানুষ হিসেবে আমি অনুভব করতে শিখেছি। আমার নিজের চেয়েও তুমি আমার শক্তিমত্তাকে বুঝেছিলে আর কাজ করতেও তুমি আমায় বাধ্য করেছ। তোমাকে না পেলে আজও হয়ত পামি ঐসব পুরাণো জঞ্জাল নিয়ে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতাম।'—কিসলিয়াকফ জানায়।

৩০

আজকাল আর্কাডির মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন এসেছে। এখন প্রায়ই সে গম্ভীর হয়ে থাকে যেন কোন কিছু তাকে নির্যাতন করছে।

তবুও কিসলিয়াকফ পরিচ্ছন্ন বিবেক নিয়ে আর্কাডিকে জিজ্ঞাসা করতে পারে না, কেন সে এত বিমর্ষ—কী ঘটেছে তার। ওকে এমন ভাব দেখাতে হবে যেন ও এ লক্ষ্যই করেনি' কিন্তু এতেও আর্কাডির মনে সন্দেহ উদ্রেক করতে পারে। তার এই পরিবর্তন বন্ধুর চোখে পড়ছে না—কেন সে এমন হৃদয়হীন হয়ে উঠছে?

কাজেই যখনই ও আর্কাডির সংগে সাক্ষাৎ করতে যায় ও দেখে তার সংগে কথা বলা কত বেদনার—কত অস্বস্তিকর। আর্কাডি যে মদ ধরেছে এবং দেখা হলে কেমন অস্বাভাবিক হাসে—এসব লক্ষ্য করে কিসলিয়াকফ বুঝাতে পারে যে ব্যাপার এখন কতদূর গড়িয়েছে সে-সম্বন্ধে খুব সম্ভবতঃ কিছুটা আভাস পেয়েছে সে।............কিন্তু সে যখন এ সম্বন্ধে নীরব, কিসলিয়াকফও এটা দেখাতে চায় যে—সে বন্ধুর ভাবান্তর লক্ষ্য করেনি।

আর্কাডির সংগে এখন একাকী থাকা বেদনাদায়ক ওর পক্ষে। শিক্ষিত শ্রেণী যে লুপ্ত হতে বসেছে সে সম্বন্ধে কথা হতে পারে না কারণ পলুখিনের সংগে বন্ধুত্বের ফলে ও ক্রমশঃ আর বিনাশের পথে এগিয়ে যাচ্ছে না। ব্যর্থতার প্রতি কৃতিমান পুরুষের যে মনোভাব তেমনি চিন্তা ওর মনে ঝিলিক দেয়—সে ওর ইচ্ছার বিপরীতেও।

আর্কাডির দৃষ্টি ভংগীরও যথেষ্ট অবনতি দেখা দিয়েছে; ধর্মের দিকে বড় বেশী ঝুঁকে পড়েছে সে।

কিসলিয়াকফ ঘরে প্রবেশ করে দেখতে পেলে তামারা তখনও ফেরেনি—আর্কাডি একাকী বসে আছে। ঘরে তৈরী পুরাণো একটা জ্যাকেট পরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে আলোর দিকে ধরে টিউবে করে কি একটা তরল পদার্থ ঝাঁকাচ্ছে সে।

—'শুভ সন্ধ্যা'—অভিনন্দন জানায় কিসলিয়াকফ।

আর্কাডি নিঃশব্দে ওর সংগে করমর্দন করে—তারপর আবার পূর্বের মত টিউবটা ঝাঁকাতে থাকে। কিসলিয়াকফ লক্ষ্য করলে তার মুখে মদের গন্ধ কিন্তু সে সম্বন্ধে ও কোন মন্তব্য করলে না।

—'ও কি বাড়ী নেই?'—কিছুদিন হোল ওরা দু'জনেই তামারার সম্বন্ধে তৃতীয় বচন ব্যবহার করছে।

—'না এখনও ফেরেনি'.........

—'তুমি দেখছি আজকাল সব সময় তোমার পরীক্ষা নিয়েই ব্যস্ত'

—জানালা থেকে একটা বই তুলে নিয়ে বলে কিসলিয়াকফ—বন্ধুর দৃষ্টি এড়াবার জন্যই বইয়ের দিকে চেয়ে থাকে।

—'হ্যাঁ'—

আর্কাডি টিউবটাকে তাকে রেখে চেয়ারে এসে বসল। দৃষ্টি মেঝের দিকে দিয়ে হাত দিয়ে হাঁটু চাপড়াতে লাগল সে। কয়েক মুহূর্ত তারা নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

—'অনেকক্ষণ হোল কি সে বাইরে গেছে?

—'আমি এসে দেখি সে বাড়ী নেই। প্রতিদিনই সন্ধ্যাবেলা সে বেরিয়ে যায় ....।'

'দিন আমার এখন খারাপ চলেছে, বন্ধু'—মুখে একটা জোর করা করুণ হাসি এনে বললে আর্কডি।

—'কি হয়েছে'—বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে কিসলিয়াকফ। চোখ থেকে প্যাঁশনেটা খুলে নিলে যেন আর্কাডির কথাগুলো সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। নির্ভয় দৃষ্টিতে তাকালো ও বন্ধুর মুখের দিকে—কারণ তার 'বন্ধু' সম্বোধনে ও বুঝেছে আর্কাডি ওকে একটুও সন্দেহ করে না।

—'অত্যন্ত খারাপ বন্ধু' পুনরাবৃত্তি করে আর্কাডি—'মস্কোয়, আমাদের আসাতে কী যেন ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রভিন্সে (এখন আমি উপলব্ধি করতে পারছি) সে অপেক্ষাকৃত শান্ত ছিল। তার ভালবাসা ও আংকেল মিশা ও লেভার মত চমৎকার লোকের বন্ধুত্বে আমি বেশ খুশীই ছিলাম। এটা সত্যি যে মাঝে মাঝে ফেলে আসা আরো মনোহর জীবনের জন্য তামারা অধীর হোত কিন্তু সে ভাব কমে

যেত আবার। এখানে এসে আবার সেই ভাব জেগে উঠছে ওর। রাজধানীর নিজস্ব জীবন না পাওয়ায় এবং নিজের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের দুঃসাধ্যতায় ও আরো বেশী অস্থির হয়ে উঠেছে। রাজধানী তাকে লোভাতুর করে তুলেছে—এর অতি নিকট, অথচ দুষ্প্রাপ্য স্বপ্ন ও প্রলোভন তাকে আকর্ষণ করছে। তার কুড়ি বছরের মেয়ে বান্ধবীদের সামনে কেউ তাকে নৈতিক সমর্থন করে না বুঝেছ। নিজের সংগে আমি প্রতারণা করছি না'– একটু আরক্ত হয়ে বললে আর্কাডি —'আমি নিজের সংগে কখনই প্রতারণা করি না – আমি এখনও সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হ'তে পারিনি'। আজকের মত চিরদিনই তামারা আমায় এমনি ভালবাসবে। একথাও আমি ভুলিনি' পয়লা অক্টোবর আমার বয়স হ'বে চল্লিশ আর তার তখন বয়স হ'বে মাত্র পঁচিশ। আমি জানি, হয়ত এমনও ঘটতে পারে কোন লোকের সংগে সে আমায় ত্যাগ করে চলে যাবে। সৃষ্টিকর্তার কাছে এইটুকু নিবেদন, সেদিন যেন আরো বিলম্বিত হয়। কিন্তু সে সাহসী—সে সৎ— সবকথা সে আমায় বলবেই—আমাদের সম্পর্ক ছিন্ন যতদূর সম্ভব কোমলভাবেই করবে। কিংবা···এসবক্ষেত্রে কোন প্রকার কোমলতাই কাজে আসবে না'। তিক্ত হাসি হেসে আর্কাডি একটু চুপ করে রইল।

'জান, শিক্ষিত মানুষের মনের যখন অপমৃত্যু ঘটে অথচ নৈতিক স্বাতন্ত্র্য থাকে না তখন একমাত্র যা' তার জীবনে অবশিষ্ট থাকে সে হচ্চে নারীর পবিত্র ভালবাসা। এখনকার যুগে শিক্ষিত মানসের সব আদর্শ ও সংস্কৃতি যখন মুমুর্ষু তখন এই ভালবাসাই হচ্ছে জীবনের শেষ পবিত্র জিনিষ। হ্যাঁ শেষই ত।'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল আর্কাডি।

'আমি বলছি, কোন দিন সে হয়ত কারুর প্রেমে পড়ে যেতে পারে······একথা আমি বলছি কারণ তখন তুমি আমার অহমিকায় আর হাসবে না। কিন্তু মনে মনে আমি বিশ্বাস করি সে আমায় কখনও প্রতারণা করবে না—এই শেষ সম্বলটুকু নষ্ট করে দেবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন সে তার একক জীবনের পরিপূর্ণতা লাভের আশায় এই অক্লান্ত ছুটোছুটি শেষ করে দিয়ে হঠাৎ আমায় দেখতে পাবে তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য রূপে। রাশিয়ার মেয়েদের আত্মবলিদান বড় পবিত্র। হয়ত তামারা একদিন এই মহিমার কথা উপলব্ধি করতে পারবে—জীবনের আধ্যাত্মিক মেরুদণ্ড যার ভেংগে গেছে এমন বৃদ্ধ স্বামীর পাশে এসে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করবে না, হ্যাঁ সেদিন আমি বলতে পারব যে আজও রাশিয়ার মেয়ে তার আত্মত্যাগের মন্ত্র ভোলেনি, জীবনের সর্বপ্রকার অবস্থা বিপর্যয়ের মধ্যেও সে নিজের কাছে সত্য থাকে।' আর্কাডির মুখ লাল হয়ে ওঠে—দুটি চোখ আনন্দের সম্ভাবনায় ঝক ঝক করে।

—'আমরা একত্রে বাস করব এই চিন্তা আমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। স্ত্রী ছাড়া আমার একটি বন্ধুও আছে। তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না—আমরা যখন এক সংগে কোচে বসেছিলাম তখন কী আশ্চর্য অনুভূতি হয়েছিল আমার।'

—বলতে বলতে আর্কাডি উঠে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। করিডরে একটি মেয়ের দ্রুত পদধ্বনি শোনা গেল—তামারা দরজা খুলে ঘরে ঢুকল।

৩১

বাড়ী যেতে যেতে পথে ও ভাবতে লাগল—এখন ত বাড়ী গেলেই সুরু হ'বে প্রতিদিনের অভিনয়ের পালা। কলহের প্রধান সূত্র হ'বে যে স্ত্রীর আসার সন্ধ্যাতেই ও স্ত্রীর সংগে ঝগড়া করেছে—অধিক রাত পর্যন্ত বাইরে থেকেছে—যার অর্থই হচ্চে ওদের মধ্যে ভালবাসা বলে আর কিছু নেই—অধ্যাত্মিক বন্ধনাও না।

যদি তাই হয় তবে তাদের একত্রিত জীবনের কোন অর্থ বা সার্থকতা নেই—এই হচ্চে এলিনার চিরাচরিত শেষ মন্তব্য। প্রত্যেক বারই কিসলিয়াকফই আত্মসম্বরণ করেছে, কারণ তা না হলে এই ভাবে সারারাত ওকে ঝগড়া করেই কাটাতে হবে। কিসলিয়াকফ বলবে তখন, এলিনাকে ছাড়া ও বাঁচবে না—সেই ত ওর একমাত্র নৈতিক অবলম্বন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সবদিক বিবেচনা করে এই বোধ হয় যে এই একত্র থাকার সার্থকতা নেই কিছুই।

এই কি পারিবারিক জীবন? কুকুরদের গণনায় না আনলে—পরিবার বলতে ত কিছুই নেই। কি তাদের বেঁধে রেখেছে? সে কি জাতিকে জিইয়ে রাখার চেষ্টা? কোন শিশু আসে যদি—এই সম্ভাবনাকে ওরা সারাজীবন সবচেয়ে বেশী ভয় করে এসেছে। এলিনা শুধু তার সংগে বাসই করে। এই মোটা নিরস জীবটি কিসলিয়াকফের সংগে বসবাস করছে কিন্তু রাগের সময় ও এলিনা সম্বন্ধে কী ভাবে সে কথা এলিনার মুখের উপর বলবার সাহস

কিসলিয়াকফের নেই। তার সংগে এখন যেভাবে বাস করে এ।নিভাবে যে কোন হঠাৎ দেখা মেয়ের সংগে বাস করতে পারে ও এবং হয়ত সেই সব মেয়ে এলিনার মত অত মোটা আর বেঁটে নাও হতে পারে। কিন্তু ভাগ্যের এমনি পরিহাস যে এলিনা ভাবে—কিসলিয়াকফের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অর্থ যা কিছু, এলিনা তারই প্রতিমূর্তি।

এটা অবশ্য খুবই সত্য কথা, একটা সময় গেছে যখন এলিনাই ছিল ওর জীবনের একমত্রে সাথী, জীবনের সর্বোত্তম প্রিয়জন কিন্তু সে কত যুগের আগের কাহিনী, আজ সে কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেছে ও!

এলিনা যদি বলে—ওদের সহবাসের আর কোন সার্থকতা নেই ও তাহলে মেনে নেবে সে কথা—এমনি একটা স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে কিসলিয়াকফ বাড়ী ফিরতে লাগল। ট্রামের যে ভাড়া ছিল না —এতে ও এখন খুশীই হয়েছে—কারণ বাড়ী ফিরতে ওর আধঘন্টা সময় লাগবে। এবং এলিনার আক্রমন যতই তীব্রতর হ'বে ততই তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসবে এই উপাখ্যানের শেষ পরিনতি।

কিন্তু যা' ঘটল তা ঠিক ওর আশার বিপরীত। এলিনা ললিতভাবে ওকে সংবর্ধনা করলে। ওর অদৃশ্য হওয়া আর দেরী করে ফিরে আসা সম্বন্ধে একটুও ইংগিত করলে না—এমন কি সে বললে —'ক্ষিদে পেয়েছে কি? তোমার জন্য খাবার গরম করে রেখেছি।'

এতে কিসলিয়াকফ বেশ বোকা বনে গেল। লজ্জিত হয়ে উঠল ও। কিন্তু এতক্ষণ কষ্টের সংগে যে রোষবহ্নিকে ও জিইয়ে রেখেছে এখন অত সহজেই তাকে শান্ত হয়ে যেতে দিতে চায় না ও। এলিনা হয়ত কপর্দকহীন অবস্থায় চলে যেতে ভয় পায়—এই চিন্তাও

এল ওর মাথায়। যতই এ'লনা ওর প্রতি মনোযোগ ও কোমলতা দেখায় ততই কিসলিয়াকফের মনে হয় ওর টাকাই এ'লনার এই বশ্যতার মুখ্য কারণ।

কিসলিয়াকফ মাথা নীচু করে খেতে লাগল যাতে না স্ত্রীর সংগে চোখাচোখি হয়ে যায়। হ্যাঁ—না—বলে ও তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগল।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে এলিনা শেষে নীরব হয়ে গেল।

ভীতিপূর্ণ চ্যাপটা চোয়াল আর ঝুলেপড়া ঠোঁটয়ালা বুলডগটা এতক্ষণ আর্ম চেয়ারে নিদ্রা যাচ্ছিল - এবার উঠে এসে কিসলিয়াকফের কাটলেট খাওয়া লক্ষ্য করতে লাগল। প্রভুর প্রত্যেক অংগ সঞ্চালনের সংগে সংগে সে তার বেঁটে ল্যাজ একটু একটু নাড়ছিল।

পুর্বের মতই কিসলিয়াকফ কুকুরের প্রতি একটুও মনোযোগ নিক্ষেপ করলে না, শুধু ভাবলে, পশুটা ওকে একটুও প্রভু বলে গণ্য করে না— যখন ও খাবার টেবিলে থাকে তখন কেবল মাত্র ওর অনুগ্রহ লাভ করতে চেষ্টা করে।

পরের দিন এলিনা নিস্তেজ ও শান্ত রইল—স্বামীর জামায় চকের দাগ দেখে একটা ব্রাশ নিয়ে সতর্কভাবে ঝেড়ে দিলে তা। স্ত্রীর প্রতি উদ্‌গত সদয় ভাবকে দমন করবার জন্য ও তার কাছ থেকে দূরে থাকতেই চেষ্টা করতে লাগল। নিঃশব্দে বাড়ী ফিরে এল ও--নিঃশব্দে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করল এবং আহারান্তে নিঃশব্দেই পাঠে মনোনিবেশ করল। ও এমন কি একটা কুশন নিয়ে কৌচের উপর শুয়ে পড়ল— যে কাজ করতে পূর্বে ও কখনও সাহসী হোত না। সেই ভাবেই ও বেরিয়ে গেল—শুধু দেখতে পেলে ওর স্ত্রী কী বিক্ষোভের সংগে ওকে পর্যবেক্ষণ করছে।

আণ্ট পা টিপে টিপে হাঁটছে—এমন কি কুকুরদের ফিস্ ফিস্ করে কিছু বলাও বন্ধ করে দিয়েছে। সারা সংসারে একটা সসংকোচ সন্ত্রস্ততা।

৩২

তৃতীয় দিন ডিনারে উপস্থিত হতে আবার ওর দেরী হয়ে গেল। এলেনা সুপের প্লেটটা ওর সম্মুখে রেখে নিজে বসল তার উলটো দিকে—তারপর বললে—

—'আচ্ছা কী ব্যাপার বলবে দয়া করে?………আমার এখানে আসার প্রথম দিনেই তুমি বাইরে গেলে আর ফিরে এলে প্রায় সকাল একটায়। আমি একটা কথাও বলিনি, পূর্বে যেমন ছিলাম এখনও আমি তেমনিই আছি। তোমার সংসারে কাজ করছি, তোমার শান্তি ভংগ করছি না। অথচ এ কয়েকদিন আমি ঘুরেছি যেন খুনী আসামীর মত। এ কেন?'

স্বামীস্ত্রীর কলহের সময় যেমন হ'য়ে থাকে আজও খুড়ী পা টিপে টিপে এসে পর্দার আড়ালে চলে গেল।

—'আমরা সবাই যেন বিভীষিকার রাজ্যে বাস করছি—নিঃশ্বাস নিতে ভয় হয় পাছে তোমার বিরক্তি উৎপাদন করি। (বিরক্তি সত্ত্বেও কিসলিয়াকফ খুশী না হয়ে পারলে না যে তারা ওর জন্য নিঃশ্বাস নিতে ভয় পায়) কিন্তু এর প্রতিদানে পেলুম পাথরের মত নৈঃশব্দ্য।'

'আমার ঠিক কী অপরাধ সে সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়ায় আসা যাক্'—এই বলে শেষ করল এলিনা। কিসলিয়াকফ স্যুপ খেতে লাগল নিঃশব্দে। নতদৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখলে প্লেটের উপর।

কিন্তু 'একটি কথাও বলিনি'—এলিনার এই কথায় ও ব্যথা পেল মনে; ভাবলে যে এলিনা একটায় ফেরবার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্চ করেনি—এই কথা বলে শুধু এইটাই বুঝাতে চেয়েছে যে কিসলিয়াকফ তার অনুগ' দাস—গৃহ থেকে স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি ওর পক্ষে এমন একটা অপরাধ যে সে সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশের ইচ্ছাকে দমন করতে হয়েছে এলিনাকে অতি কষ্টে।

– 'আমি তোমার চিরস্থায়ী কর্তৃত্বে ক্লান্ত হ'য়ে উঠেছি' – উষ্মার সংগে বললে কিসলিয়াকফ –'লোকটা অদৃশ্য হয়েছে একথা কারুর মাথায় না ঢুকিয়ে কেউ কি একটা—এমন কি দু'টো তিনটে পর্যন্ত বাইরে থাকতে পারে না ?'

—'পারে, কিন্তু স্ত্রীর প্রত্যাবর্তনের প্রথম দিনেই একটা পর্যন্ত বাইরে থাকে না তারা'—যথাপূর্বং এলিনা অত্যাশ্চর্য লজিক দেখিয়ে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখলে। আর কিসলিয়াকফ একের দ্বারা অপরের ব্যক্তিত্ব অপহরণের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবার যে সাধু সংকল্প করছিল, তাতে প্রথমেই ধাক্কা খেল।

স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে কালো ক্রোধ ও আক্রোশ জমাট হয়ে আছে তারই তাগিদে এবং এই লজিকে বিপর্যস্ত হয়ে এলিনাকে অতি নির্দয়ভাবে অপমানিত করবার মনোভাব নিয়ে বললে ও—'স্ত্রীর ফেরার প্রথম দিনই আমি বের হয়ে গেছি তার কারণ, এই সব কুকুর আর খুড়ীরা যেখানে ভিড় জমিয়ে তুলেছে সেখানে আমার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব।'

এই কথা বলে উত্তেজিত ভাবে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে কিসলিয়াকফ ঘরময় পায়চারি করতে লাগল।

এলিনা ওর দিকে চেয়ে শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল—'এইখানেই তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমাদের অবর্তমানে তুমি দশ দিন বিশ্রাম নেবার ও কাজ করবার এত সুযোগ পেয়েছিলে যে আমার প্রত্যাবর্তনের দিনটা বৃথা গেলে তোমার এমন কিছুই ক্ষতি হোত না। আর এরকম অবস্থা ত কেবল তোমার একার নয়—সকলের ক্ষেত্রেই সমান—কাজেই এনিয়ে আমাকে অনুযোগ করা অসাধুতা। তোমার মতন লোকের একথা আমায় বলা কখনই উচিত নয়—কারণ সব কিছুর উপর তোমার কাজকেই আমি প্রথম স্থান দিয়েছি—যার ফলে আমি নিজেকে রাঁধুনী, ধোপানীতে পরিণত করেছি। আমি নিজে তোমার জামাকাপড় পরিষ্কার করেছি,—মোজা রিফু করেছি। আর সত্যি কাজ করতে তুমি,—সে অনেক দিনের কথা হোল।'

কিসলিয়াকফ মনে মনে ওর সকল প্রশ্নের জবাব দিতে লাগল। মোজা সম্বন্ধে বলা যায়—স্ত্রী যদি না থাকত ও ত তাহলে নূতন মোজাই কিনতে পারত—সে-ক্ষেত্রে রিফু করা মোজা পরবার কোন প্রশ্নই উঠত না।

—'একটা জিনিষ আমি বুঝেছি সে হচ্ছে এই যে তোমাকে নিয়ে যে সংসার আমি বেঁধেছি তার পালনের জন্য আমার কাজে উৎসাহ লাগে না'—বললে ও। ও জানে যে এই কথায় ওর স্ত্রী সবচেয়ে বেশী ব্যথা পাবে—অপমানিত বোধ করবে।

এই অপ্রত্যাশিত অপমানে এলিনার মাথা পিছনে হেলে গেল।

—'তাই নাকি'—শান্ত ভাবে প্রশ্ন করলে সে—'একথার সরলার্থ তুমি আমায় বের হয়ে যেতে বলছ বাড়ী থেকে? তাই নয় কি?'

ক্রুদ্ধভাবে কিসলিয়াকফ ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। কোন উত্তর দিলে না এ প্রশ্নের। এবার ও স্ত্রীর দিকে পিছন ফিরে লেখার টেবিলে এসে বসল। কথাটা স্ত্রী নিজেই উচ্চারণ করলে। এতে ও খুশীই হোল—কারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত ওর মত লোকের পক্ষে স্ত্রীকে চলে যেতে বলা সত্যই অপ্রীতিকর হোত।

এখন ওর পক্ষে চুপ করে থাকা, ঠোঁট কামড়ানই যথেষ্ট। জীবনের এই একটিই—এমনি ধারা লজ্জার—এমনি অগৌরবের পরিস্থিতিকে সমাপ্তি অবধি টেনে যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করাই হোলো ওর এখন প্রয়োজন।

সত্য সত্যই নিঃশব্দে ঠোঁট কামড়াতে লাগল কিসলিয়াকফ—

ও আশা করেছিল ওর স্ত্রী হয়ত উত্তর না পেয়ে বলবে—'তাহলে আমি খুড়ী আর কুকুরগুলো নিয়ে চলে যাচ্ছি। সাধারণ মেয়েদের মত আমি নই—আমি আমার কথা রাখব ঠিক ঠিক; কোন প্রকার অভিযোগ, আর্থিক বা নৈতিক দাবীও জানাব না; যখন আধ্যাত্মিক বন্ধনই ছিন্ন হ'য়ে গেছে তখন আর কোন দাবীদাওয়ার প্রয়োজনও নেই।'

কিন্তু এলিনা সম্পূর্ণ বিপরীত মন্তব্য করে বসল - ওর ধারণার বিপরীত।

—'ও তাহলে এই বুঝি তোমার মনোগত ভাব ?'

পার্টিশানের পিছনে পেকোনকিনার কক্ষ থেকে এই সময় খসখস্ শব্দ শোনা গেল—কাজেই সে আরো চাপা গলায় - প্রায় ফিসফিস করে বললে—'ও তাহলে এই বুঝি তোমার লক্ষ্য? তাহলে বন্ধু, আমি প্রশ্নটাকে আর একটু ঘুরিয়ে বলব ?

'তাহলে একটু ব্যবসাদারী দিক থেকে প্রশ্নটাকে বিচার করা যাক্। এঘর আমার। আমি অত গর্দভ নই। এই ঘর ভাড়ার রসিদ সব

আমার নামেই করা হয়েছে—সেটুকু দূরদর্শিতা আমার ছিল। আমি টাকাটা দিয়েছি কিনা।'

এই আক্রমণের আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে গেল ও, কি বলবে বুঝতে পারলে না। বস্তুতঃ পক্ষে যে মেয়ে এই কিছুক্ষণ পূর্বেও আধ্যাত্মিক জীবনকে পৃথিবীর সর্বোত্তম বলে ঘোষণা করেছে এবং যার এতদিনের আচরণে, কথায় বোধ হয়েছে যে সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে সে প্রস্তুত, সে যে হীনচেতার মত বাড়ী ভাড়ার টাকার রসিদ নিজের নামে নেওয়ার ফন্দি এঁটে ছিল মনে মনে, ভাবতেও আশ্চর্য লাগে কিসলিয়াকফের। আপন আধ্যাত্মিক জীবনের সংগে স্বামীকেও বাড়ী থেকে বিতাড়িত করে দিতে এলিনার কিছুই বাধবে না।

—'কিন্তু টাকাটা আমার!'—

—'এবং সম্ভবতঃ আমারও।' শরীর ঝাঁকিয়ে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল এলিনা।

উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন নারী প্রথম নৈতিক বাধায় কী করে ইতর মেয়ে মানুষের মত আচরণ করতে পারে দেখে বিস্মিত হোল কিসলিয়াকফ।

শংকিত হয়ে ওঠে ও।

'এবং এইখানে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বলছি'—বলে যেতে লাগল এলিনা—'এখুনি আমার ঘর থেকে দূর হয়ে যাও। তোমার বই কাগজ পত্তর নিয়ে এক্ষুণি কেটে পড়।' হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল আর্ম চেয়ার থেকে—বই কাগজ পত্তর সব ছুঁড়ে ফেলে দিতে লাগল মেঝেতে।

কিসলিয়াকফের চোখের সম্মুখে সব অন্ধকার হয়ে গেল। ব্যাঘ্রের মত লাফ দিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে স্ত্রীর হাত চেপে ধরল ও কিন্তু সেই মুহূর্তে বুলডগটা এলিনার সাহায্যে ছুটে এসে ওর বুট

কামড়ে ধরল। ও এক লাথি মেরে কুকুরটাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে স্ত্রীকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল টেবিলের কাছ থেকে। স্ত্রীর প্রতি এমন একটা ঘৃণার ভাব এল যে ইচ্ছা হচ্ছিল তার হাতটা মুচড়ে ভেংগে ফেলে।

নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে এলিনা স্বামীকে মারতে লাগল। টেবিলের কিনারায় যে বইয়ের স্তূপ সাজানো রয়েছে তাকে উলটে ফেলে দেওয়ার জন্য হাত বাড়াতে চেষ্টা করল। যখন কিসলিয়াকফ টেবিলে পা রেখে স্ত্রীকে টেনে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছিল এবং সে তার হাত ছাড়ানোর জন্য প্রহার করছিল স্বামীকে তখন হঠাৎ এলিনার কনুয়ের আঘাত লাগল ওর নাকের সেতুর উপর। প্যাঁশনেটা পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল এক পশলা আলোর ঝিকিমিকি। সংগে সংগে দরজার দিকে কতকগুলো বই নিক্ষিপ্ত হবার শব্দ এল ওর কানে। তখন সকল শক্তি নিয়ে কিসলিয়াকফ ধাক্কা মারলে এলিনাকে পিছন দিকে। একটা চীৎকার করে সে পড়ে গেল কৌচের উপর।

স্ক্রীনের পিছন দিক থেকে খুড়ী লাফিয়ে ঢুকল ঘরের ভিতরে। ভয়ে সে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

—'তুমি চলে যাও'—চুল ঠিক করতে করতে শান্ত কণ্ঠে বললে এলিনা।

খুড়ী অদৃশ্য হ'য়ে গেল। বুলডগটা মুখ ফিরিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল তাদের দিকে।

—'আমায় তুমি মারলে'—নীচু অথচ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বললে এলিনা।

—'আমি নয়—তুমিই আমায় আঘাত করেছ'- নাকেতে রুমাল

চেপে জবাব দিলে কিসলিয়াকফ—যেন সেখান থেকে দরদর ধারে রক্ত পড়ছে।

—'তুমি আমায় মারলে'—পুণরাবৃত্তি করলে এলিনা—ওর আহত নাসিকার জন্য কোন প্রকার দয়া বা উদ্বেগ প্রকাশ করলে না।

—'আর এক মুহূর্তও তোমার সংগে আমি বাস করব না।'

—'উত্তম'—ভাবলে কিসলিয়াকফ—রুমালটা সেইভাবে নাকে চেপে ধরে আছে—যেন তখনও ভীষণভাবে রক্তপাত হচ্চে।

—'যেখানে ইচ্ছা চলে যাও—ঘর দেখে নাও নিজের। তোমার সংগে আমি আর এক মুহূর্ত এক জায়গায় থাকব না'—

—'ইচ্ছা হলে তুমিই চলে যেতে পার'—বললে কিসলিয়াকফ।

'ও বদমায়েস, বদমায়েস'—বললে এলিনা—যেন যা শুনেছে বিশ্বাস করতে পারছে না। কান্নায় সে ভেংগে পড়ল কৌচের উপর।

প্রথমে নিঃশব্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না তারপর যেন দম আটকে আসতে লাগল—একটা রুমাল মুখে পুরে, দাঁতে দাত চেপে কৌচের উপর এক বালিশ থেকে আর এক বালিশে সে আছড়ে পড়তে লাগল। যেন এক্ষুণি প্রাণ বেরিয়ে যাবে তার।

কিসলিয়াকফ জলের কলের কাছে গিয়ে রুমালটা ভিজিয়ে নাকে চেপে ধরল—দেখাতে চায় যেন তার তুলনায় ওই আহত হয়েছে বেশী।

চোখের জলে সিক্ত মুখে, নির্জীব হাত দুটি ছড়িয়ে এলিনা কৌচে বসে হাঁপায় আর কিসলিয়াকফ ঘরময় পায়চারি করতে করতে আপন মনে বলতে থাকে—'চমৎকার! যা হোক একটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল। এবার বিবাহ বিচ্ছেদ হ'তে পারে।'

প্রথমেই মনে হোল এবার ও বুলডগটার হাত থেকে রেহাই পাবে।

হঠাৎ কোন কিছুই ঘটে না। আগেকার দিনে নিঃশংক চিত্তে

কখনই ভাবতে পারত না ও যে—কোন দিন টাকা পয়সা সম্বন্ধে ওর আর স্ত্রীর মধ্যে কোন প্রকার নীচ মনোমালিন্য ঘটতে পারে। এলিনা ওর পয়সা খাচ্ছে এবং ওর স্বাধীনতা সংকুচিত করছে একথা ইংগিত করতে ভয় হোত ওর। কিন্তু বিনা আয়াসে অপ্রত্যাশিত ভাবেই আজ ও নিষিদ্ধ সামানা মুঠোর মধ্যে পেল।

কিসলিয়াকফ নির্দয় ম...বৃত্তি নিয়ে দাঁড়াল এলিনার সন্মুখে।

হঠাৎ এলিনার ফুলে ওঠা বুক থেকে জ্বলন্ত অংগারের মত বেরিয়ে এল কথাগু'ল ·

'দূর হয়ে যাও‥‥ ‥‥চোখের সন্মুখ থেকে চির দিনের জন্য‥‥‥‥‥ আমি অনুনয় করছি‥‥‥'

—পরম আনন্দের সংগে'—বললে কিসলিয়াকফ।

টুপিটা নিলে ও। তারপর সজোরে করিডরের দিকে দরজা খুলে ফেলল। চাবির ফুটো দিয়ে খুড়ো এতক্ষণ ভিতরে উঁকি মেরে দেখছিল —লাফ মেরে পিছু হ'টে এল দু'হাত কপালে চেপে। বুদনী ডিটাচমেণ্টের ছেলেরা বিপরীত পাশের দেয়ালের ধারে দাঁড়িয়েছিল আর অন্যান্য ঘরের ভাড়াটিয়াবা তাদের দরজা থেকে উঁকি ঝুকি মারছিল এতক্ষণ।

৩৩

স্ত্রীর সংগে পূর্বে ভীষণতম সংঘর্ষে যখনই আলোচনা বিবাহবিচ্ছেদ বা আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকেছে তখনই প্রতিবারেই কিসলিয়াকফ সশব্দে দরজা বন্ধ করে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে, রাত্রি গভীর না হলে আর ফেরেনি। রাত্রের মত মাথা গোঁজবার জায়গা পেলে ও সেই খানেই থেকে যেত আর ফিরত সেই পরদিন সকালে।

এদিকে এলিনা ক্রমশঃ শংকিত হয়ে উঠত, ভাবত কিসলিয়াকফ হয়ত ট্রামের তলায় অথবা দোতলা বাড়ীর জানালা থেকে লাফিয়ে পড়েছে নীচে—এক্ষুণি হয়ত ওর দলাপাকান দেহ বাড়ী নিয়ে আসবে কেউ।

সমস্ত বন্ধু বান্ধবের কাছে ছুটে যেত সে—এমন কি আতংকগ্রস্ত হয়ে নদীর ধারে ছুটত তাড়াতাড়ি। ক্লান্ত হয়ে শেষে মানসিক নিপীড়নের শেষ সীমায় উপনীত হয়ে নিজেকে গাল দিত অকপটভাবে নিজের অসহিষ্ণুতার জন্য। ঠিক এমনি সময়ে স্বামীকে জীবন্ত ও সুস্থ অবস্থায় দেখতে পেয়ে আনন্দাতিশয্যে কেঁদে ফেলত এলিনা। এই তার স্বভাব।

সর্ব্বদা সময় কিসলিয়াকফ তাকে ভয় দেখাত যে সত্যসত্যই আত্মহত্যা করে বসত, ও কারণ এই কলহ ওদের সম্পর্কের সহিষ্ণুতার চেয়ে রিক্ততারই পরিচয় দিচ্ছে। এই ধরণের আত্মহত্যার কথা উল্লেখ করে দেখাতে চাইত এই কলহ এবং স্ত্রীর ভালবাসার অভাব কত বেদনাদায়ক কিসলিয়াকফের কাছে।

প্রকৃত পক্ষে আত্মহত্যার ধারেও ঘেঁসত না ও। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন ও বাড়ী থেকে চলে যেত কোন অপরিচিত দিকে ও উচ্চ কণ্ঠে বলত—'এবার আমি দোতলা থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ব ; তখন নিজের ভুল বুঝতে পারবে'—

তারপর নিজের প্রতি মন করুণায় ভরে ওঠে—স্ত্রীর নৈরাশ্য এবং মৃত্যুর পর তার নিঃসংগতার কথা ভেবে করুণাসজল হয়ে উঠত ও। এই রকম অবস্থায় ফিরে এসে ও স্ত্রীকে জানাত ওর সংকল্পিত আত্মহত্যার কথা যাতে ভবিষ্যতে এলিনা আর কখনও এই প্রকার কলহে প্রবৃত্ত না হয়—যাতে ওর প্রতি করুণা আরও দৃঢ়তর এবং পুনর্মিলন মাধুর্য্যময় হয়।

—'দুষ্টু !………' সন্ত্রস্ত কণ্ঠে এলিনা বলত—অবশ্য তার প্রতি স্বামীর ভালবাসার গভীরতায় সে খুশী হয়ে উঠত।

—'আচ্ছা, এর ম কি করে সম্ভব হয়?'

সন্ধ্যায় বৃষ্টি সুরু হয়েছে। অজানা দিকে চলে গেলে সম্পূর্ণ ভিজে যেতে হবে। কিসলিয়াকফ নিকটের একটি বাড়ীর গাড়াবারান্দার নীচে এসে দাঁড়াল। যতক্ষণ না এলিনা দুশ্চিন্তা ও ভয়ের প্রান্তসীমায় এসে উপস্থিত হচ্চে ততক্ষণ এইখানেই থাকাই স্থির করল ও। কিন্তু প্রবল বাতাস ও বৃষ্টিজল ওর জামার কলারের ভিতর ঢুকে পড়ছে। কোথায় যাবে বুঝতে না পেরে নিজের ঘরেই ফিরে আসা ঠিক করলে ও—যদিও এটা সম্পূর্ণ অসময়। এখনও স্ত্রীর বিরুদ্ধে রোষ জর্জরিত ওর মন এবং তার প্রতি করুণার ভাব ফিরে আসেনি এখনও। অথচ রাত্রির এই অসময়ে এলিনার জন্য ভিজে ওর মনের আক্রোশ যেন শতগুণ হয়ে উঠল।

বাসায় ফিরে এসে লেখার টেবিলের সামনে বসে পড়ল ও; কাগজের স্তূপের মধ্যে নাক গুঁজে দিলে।

কেঁদে কেঁদে এলিনার চোখ লাল হয়ে উঠেছে—স্ক্রীনের পেছন থেকে এসে সে বললে—

—'চিরদিনই কি চলবে এই ভাবে?'…………

—'কি চলবে?'—শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করে কিসলিয়াকফ। কণ্ঠের এই ঔদাসীন্যে ও সংযমে খুশী হোল ও।

—'কি বলতে চাও—কি চলবে জিজ্ঞাসা করছ? হা ঈশ্বর, কী হয়েছে তোমার?………দেখতে পাচ্ছ না—চিন্তায় প্রায় মরতে বসেছি আমি?………তুমি আমার দিকে চাও না, কুকুরের মত ব্যবহার কর আমার সংগে। আমি কি কোন অপরাধ করেছি?'

এলিনার গলা কাঁপে, স্ত্রীর প্রতি একটা অব্যক্ত অপ্রত্যাশিত করুণায় কিসলিয়াকফের নাকের ভিতর কিরকম শির শির করে।

ওর ইচ্ছা হচ্ছিল, স্ত্রীর কাছে গিয়ে তাকে বক্ষলগ্ন করে বলে—'তোমার কোন দোষ নেই—শুধু আমার আত্মার ক্ষয়িষ্ণুতার জন্যই যত কিছু ঘটেছে। এ সুরু হয়েছে যেদিন আমি আসল জীবন ত্যাগ করে নকলকে গ্রহণ করেছি। সেদিন আমার যা ছিল তাদের অপমৃত্যু ঘটেছে। সেই দিন হতে মানব জীবনের মহৎ মূল্য আমি হারিয়ে ফেলেছি। সকল জিনিষই এখন সমান মর্যাদা নিয়ে দেখা দিচ্ছে আমার সম্মুখে; আর নিজের মূল্যই বহুদিন লুপ্ত হয়েছে যখন তখন এদের আর কী মূল্যই আছে আমার কাছে? আমার পতন এমন একটা অবস্থায় এসে পৌছেছে আজ, যে তোমার জন্য যে টাকা খরচ হয় সে কথাও আমি ভাবতে সুরু করেছি। যদি কোনমতে তোমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই তাহলে সেই অর্থ নিজের সম্ভোগের জন্য ব্যয় করতে পারি। টাকা দিয়ে কেনা যায় না যে প্রীতি অর্থাৎ প্রিয়জনের অকপট ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা তার ধারণাও হারিয়ে ফেলেছি আমি। তুমি আমায় বাঁচাও—আমি ডুবে গেছি'—কিন্তু ও স্ত্রীকে আলিংগনাবদ্ধ করলে না—বললেও না এসব কথা। কোন যোগ্যতর মুহূর্তে এ সব কথা প্রিয়জনের কাছে বলবার সাহসও ওর নিঃশেষ হয়ে গেছে।

ও শুধু স্ত্রীর হাত নিয়ে আদর করতে লাগল—পুনর্মিলনের সুরে শুধু বললে—'থাক্ যা হবার হয়ে গেছে'.........

ও আশা করেছিল, স্ত্রী হয়ত আসন্ন মিলন সম্ভাবনায় আনন্দের আতিশয্যে আলিংগন করবে ওকে। কিন্তু এলিনা সেরকম কিছুই করলে না। এত সব ঝামেলা পোহাতে হোল যাকে—সে প্রথমে দেখাতে চাইল, কিসলিয়াকফের অপরাধ কতখানি এবং কতখানি বোধহীন

নির্মম হয়েছে স্বামী তার প্রতি আর এর ফলেই সব ধ্বংস হ'য়ে গেল আজ।

—'যখন আমি ফিরে এলাম তখন আমার মনের অবস্থার কথা একবার মনে কর। তোমায় ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। যখন ভাবলাম এখানে হয়ত তোমার কোন বিপদ ঘটেছে তখন আর নিজের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতেও পারলাম না।'—ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার নিঃস্বার্থ ভালবাসা আর কিসলিয়াকফের ঔদাসীন্য বিশ্লেষণ করে করে দেখিয়ে বলে যেতে লাগল এলিনা।

কিসলিযাকফ আহত হ'ল একথায়।

—'এখন আমিই সস্নেহ কণ্ঠে এগিয়ে এসেছি কিন্তু তুমি.........'

'কখন তুমি আমার কাছে এসেছ—অনুকম্পার ভাষা নিয়ে? যখন আমি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত হয়ে গেছি' —বললে এলিনা।

—'তা ঠিক কিন্তু আমি ত এসেছি—আর তুমি.........'

চোখ সরু করে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এলিনা তাকালে স্বামীর দিকে—তারপর বললে—'তুমি কি মনে কর যেমন খুসি পশুর মত আচরণ করতে পার তুমি আমার সংগে—যখন ইচ্ছা সারাদিন চুপ করে থাকবে আবার যখন ইচ্ছা হবে দয়া করে মহত্ব দেখিয়ে ক্ষমা করবে আমায়।'

স্বামীর দিকে অনুযোগ অংগুলি নির্দেশ করে এলিনা বললে—'আর অমনি আমি তক্ষুণি জানু পেতে বসে সুস্মিত হাসি হাসব।'

একটু নীচু হয়ে হাত ও মুখ দিয়ে একটা বিকৃত ভংগী করলে সে

হঠাৎ কিসলিয়াকফের মাথায় খেলে গেল—এলিনা যে এতখানি কঠোর হয়ে উঠেছে ওর প্রতি তার কারণ বাড়ীভাড়াটা সে নিজের নামেই দেয়।

আত্মসংযম হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল কিসলিয়াকফ।

'প্রথম দোষ তোমারই—কারণ তুমি আমার সংগে বাস করছ আর আমি তোমার ঐ কুকুর আর খুড়ীর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাচ্ছি না কোন মতেই'—

ও স্পষ্ট বুঝতে পারলে—একটা ভীষণ অশোধনীয় কিছু ঘটে গেল। এলিনা হাত দুটো মাথায় তুলে ধরল যেন নিজেকে রক্ষা করছে কোন আক্রমণ থেকে। মুখ তার সাদাটে হয়ে গেল—ভীতি বিস্ফারিত নেত্রে সে তাকাল স্বামীর দিকে। ও স্পষ্ট বুঝতে পারলে—যা' বলেছে তা' আর শুধরে নেওয়া বা ঠাট্টা বলে উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব। এ রকম মন্তব্য কোন প্রকার উত্তেজনা ও ক্রোধের অবস্থার দ্বারা ক্ষমা করা বা অনুমোদন করা যায় না।

আর করবার কিছু নেই বুঝে ও চীৎকার করে বলতে লাগল—'হ্যাঁ! তোমার সংগে এক ঘরে বাস করে আমার সহ্যের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। তোমার চিরস্থায়ী কর্তৃত্বে আমি ক্লান্ত—অসুস্থ হয়ে উঠেছি। চিরদিন ধরে তোমার ভরণ পোষণ, তোমার তুষ্টি বিধানের জন্য কাজ করতে আমি পারব না। নিজের জন্য বাঁচতে চাই আমি—হয়ত তোমার বদলে অন্য কাউকে আনন্দ দিতে পারলে খুশী হব আমি.........'

ও দেখতে পেলে এই কথা শুনে এলিনা আরো বিবর্ণ হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু একবার যখন আরম্ভ করেছে তখন আর কোন মতেই এই সব কথা ও সংবরণ করতে পারল না। এলিনার স্বার্থহীন প্রেমের মুখোমুখি হয়ে নিজেকে যতই সহায়হীন বলে মনে হ'তে লাগল ততই স্ত্রীর প্রতি নূতনতর রোষের লোলুপতায় ও আতুর হয়ে উঠতে লাগল।

—'তাই নাকি'—অতি ক্ষীণ অশ্রুতপ্রায় কণ্ঠে বললে এলিনা—'আমিই তা হলে অপ্রয়োজনের। আমার বদলে আর কারুর 'আনন্দ

বিধান করতে পারলে খুসী তুমি? ...... এ সবের মূলে বোধ হয় সেই আসল কারণ—'

—'যা ইচ্ছা ভাবতে পার'—বলে কিসলিয়াকফ কক্ষ ত্যাগ করল।

এরপর ঘটনার আবর্তন হ'তে লাগল অদ্ভুত দ্রুততার সংগে। কয়েকটি বিশ্রী পরিস্থিতির পর এলিনা বিবাহ বিচ্ছেদ প্রার্থনা করল।

৩৪

বিগত কয়েকদিনের সংঘর্ষে শ্রান্ত ও বিপর্যস্ত কিসলিয়াকফ রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছে তা' ও কিছু জানে না। আর্কাডির বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা নেই। কিছুদিন অপেক্ষা করবে ঠিক করেছে ও—তাহলে তামারা ওর অনুপস্থিতিতে ভীত হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। স্মোলেনস্কি বাজার অতিক্রম করে প্রশস্ত বীথি দিয়ে চলেছে– পুরাণো শাসন তন্ত্রের লোকেরা এখানে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড জিনিষ পত্তর বিক্রী করে—চায়ের সাজ সরঞ্জাম, হলদে লেস, ছেঁড়া সেবলস।

এরা প্রধানতঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের বয়স্কা মহিলা। অপরিচ্ছন্ন ভাবে এখানে তারা বাস করে। এটা হোল তথাকথিত 'অভিজাতদের গলি।'

অজ্ঞাতসারেই কিসলিয়াকফ রাস্তার বিপরীত পার্শ্বে চলে গেল এই ভয়ে যে, হয়ত পরিচিত কারুর সংগে দেখা হয়ে যেতে পারে—একটু থেমে যাকে একটু সহানুভূতি না জানিয়ে চলে যাওয়া কঠিন হবে। আর শুধু কি পরিচিত জন—পলুখিনের মত লোকের চোখে পড়ে গেলেই হয়েছে আর কি!

এখান থেকে আলেকজাণ্ডার ষ্টেশনে গেলে ও। একটা লোকাল ট্রেনের টিকিট কেটে বসল।

প্রথমে যে ষ্টেশানে গাড়ী থামল সেইখানেই ও নেমে পড়ল।

সেপ্টেমবরের মাঝামাঝি। রাশিয়ার শরতের নিশ্বাস পরিমল এর মধ্যেই বাতাস আমোদিত করে তুলেছে। হলদে বার্চগাছের ঝাড় সর্বত্র। পাতাগুলি যেন নিদ্রালস ভাবে মাটিতে খসে পড়ছে। চারিদিকে একটা নৈসর্গিক পরিচ্ছন্নতা আর শান্তি।

কৃষকদের আস্তানার দীর্ঘ সারি থেকে আলুর পাতার তীব্র গন্ধ আসে। প্রভাতী ফ্রষ্টে পাতাগুলি হয় নুয়ে পড়েছে নয়ত শরতের তৃণশয্যা আচ্ছন্ন করে ঝড়ে পড়েছে।

ঐ খানে মাটির গন্ধ আর শরৎ পরিমল। সহরের ব্যস্ততা আর চেঁচামেচির শেষে এখানে যেন বিশিষ্ট শান্তি আর স্বস্তি নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

এমন শান্তি কোথাও যে থাকতে পারে দেখে কিসলিয়াকফ বিস্মিত হোল ; এ শান্তির কথা ও ভুলেই গিয়েছিল। আকাশের দিকে ও তাকাল। শান্ত শরতের স্নিগ্ধতা ভরা সে আকাশ—সেখানে গভীর ক্ষান্তি। অনেক ঊর্ধে দক্ষিণে উড়ে যাওয়া বলাকা শ্রেণীর অস্পষ্ট রেখা ও দেখতে পেল। শুনতে পেলে যেন তাদের অস্ফুট পক্ষধ্বনি। কিসলিয়াকফের মনে হোল ও যেন জীবনের নিরবচ্ছিন্ন চাঞ্চল্যের সংযোগ হারিয়ে ফেলেছে ক্ষণেকের তরে।

জীবনের স্রোত মুহূর্তের জন্যও থামেনি। অনাদি কাল ধরেই চলেছে। গত বছর এই রেলওয়ে ছিল না—এই বড় বড় চিমনীয়ালা দু'টো ফ্যাকটরী বা এই নূতন গৃহ শ্রেণী—কিছুই ছিল না এখানে।

হঠাৎ ওর মনে হোল যদি কেউ এই চলমান সৃষ্টি প্রসূ জীবনের সংগে, পলুখিনের সাহচর্যে তাদের কাজের সংগে জীবনের অচঞ্চলতাকে—এই স্বাভাবিকতাকে জড়িয়ে দেয় তাহলে ভাল হয়। একটু যদি ও স্মরণে রাখে যে ও মানুষ—ওর ভিতরের মৌলপ্রাণ কোটি কোটি বছরে এক বারই

মাত্র আবির্ভূত হয় ধরাপৃষ্ঠে তাহলে ও উপলব্ধি করতে পারে—সেণ্ট্রাল কমিটী থেকে আদেশপ্রাপ্ত একজন মহিলার কাছ থেকে একখানা ঘর ছিনিয়ে নেওয়ার কোন অর্থই হয় না।

পিঠে থলে, মুখে পাইপ একটি বৃদ্ধ যাচ্ছিল। ওকে দেখে থেমে সে দেশলাই চাইল—

—'তোমরা যেখানে বাস কর সেখানে কত শান্তি'—বললে কিসলিয়াকফ।

—'আপনি বুঝি সহর থেকে আসছেন—এখানে থাকবেন ?'—

—'না—শুধু ঘণ্টা খানেকের জন্য এসেছি'—

'অর্থাৎ একটু হাওয়া বদল ?'—

বৃদ্ধ চলে গেল। কিসলিয়াকফ একটা টিলার উপর বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর যেন জাগ্রত চিত্তে ধীরে ধীরে গৃহের দিকে প্রত্যাবর্তন করল।

৩৫

মিউজিয়ম সম্পূর্ণরূপে পুনর্গঠিত হয়েছে। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ অধ্যায় দুটো যুগে চিহ্নিত,—পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও পুনর্গঠন।

প্রথম হলে ভলহভ ও নীপার জেলার পাওয়ার ষ্টেশানের প্ল্যান রাখা হয়েছে। একটি আলোকিত মানচিত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত প্রচেষ্টা ও বড় বড় ফ্যাকটারির ছবি আঁকা হয়েছে। সম্প্রতি যে সমস্ত আবিষ্কার হয়েছে তার বড় বড় মডেল তৈরী করা হয়েছে।

আর একটি কক্ষে বহু মডেল রাখা হয়েছে, নূতন শাসন তন্ত্রের সমবায়

মালিকানার মডেল। মাঠে বড় বড় ট্রাকটার কাজ করছে। যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরোভাগের গতিবিধি যেমন নিশানের সাহায্যে দেখান হয় তেমনি ঐ আলোকিত মানচিত্রে বিজলী বাতির দ্বারা ক্রমবর্ধমান সমবায় ফার্ম ও সোভিয়েট কৃষকের সংখ্যা সূচিত করা হয়েছে।

অন্ধকার অংশে নূতন আলো যখন জ্বলে পলুখিনের মনও অসীম আনন্দে ভরে ওঠে। ক্রিষ্টমাস গাছের ঝিকিমিকির দিকে ছোট ছেলে যেমন তাকায় তেমনি পুলকিত ভাবে পলুখিন চেয়ে দেখে।

পুরণো মস্তিস্ক জীবীদের অর্থাৎ ওর সহকর্মীদের অতি অল্পই অবশিষ্ট আছে। কর্মীরা সবাই প্রায় নবাগত—স্কাউট।

—"বন্ধু! এখন এখানে শিক্ষনীয় কিছু আছে।' এ ঘরে ও ঘরে ঘুরতে ঘুরতে পলুখিন বলে—'শুধু চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নাও—এক মুহূর্তে দেখতে পাবে সমগ্র পরিকল্পনার পূর্ণরূপ। কর রেখার মত স্বচ্ছ। সুরু থেকে এর ক্রমবিকাশ দেখতে পাবে। একবার ভাব দেখি—পূর্বে এখানে এরা জারের টুপি দেখাত। কারুরই মাথায় আসত না সেগুলি নিয়ে কী করা সম্ভব। এখন সেই টুপি তার যথাযোগ্য স্থানে রক্ষিত হয়েছে। তোমার সাহায্য ছাড়া একাজ আমি একাকী কখনই করতে পারতুম না'—

'কী বলছ তুমি'—প্রতিবাদ জানায় 'কিসলিয়াকফ—যেন এইসব প্রশংসা বাণী শুনে ক্ষুন্ন হয়েছে ও—'আমি এখন বলছি এবং পরেও বলব, তুমি যদি এখানে না থাকতে তাহলে আমি এর একটা কাজও করতে পারতুম না। তুমি আমার মধ্যে নতুন জীবন সঞ্চার করেছ। মনে পড়ে একদিন আমায় বলেছিলে, কমরেডদের চেয়েও আমার প্রতিই তোমার অধিকতর বিশ্বাস? তখন তোমার প্রতি এমনি ভালবাসা আমারও ছিল যা আমার সহকর্মীদের কারুর প্রতি

কোনদিন আমি অনুভব করিনি। তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা কোনদিনই আমি করব না। যদি কোনদিন ঘটনাস্রোত তোমার বিরুদ্ধে চলে যায় বা কোনরূপে যদি তুমি বিপদগ্রস্ত হও তখন সর্বদাই আমার উপর নির্ভর করতে পার। আমি তোমাকে পরিত্যাগ করে কখনও যাব না।

মিউজিয়মে প্রবেশ করে কিসলিয়াকফ পলুখিনের ষ্টাডিতে গেল। নিজের ঘরে বসে পলুখিন অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত ছিল। ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মত কিসলিয়াকফ এক পাশের জানলার ধারের উপর গিয়ে বসল।

সিগারেট খাওয়া শেষ হলে ও চলে যাচ্ছিল। পলুখিন ডেকে ওকে সংগে করে জানালার কাছে নিয়ে গেল। আগন্তুকেরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করতে লাগল। সেখানে ওকে সে জানালে, ক্রমে হচ্ছে স্কাউট দল তার পজিশান নষ্ট করছে। খুব সম্ভবতঃ শীঘ্রই বিপদ দেখা দিতে পারে। কথা বলতে বলতে সে কিসলিয়াকফের সার্টের খোলা বোতাম মোচড়াচ্ছিল। কিসলিয়াকফ নিঃশব্দ মনোযোগের সংগে শুনছিল তার বক্তব্য আর লক্ষ্য করছিল পলুখিনের বন্ধুত্ব সূচক ভংগিমা অর্থাৎ তার জামার বোতাম মোচড়ান।

'এদের উদ্দেশ্য কী'—জিজ্ঞাসা করে ও পলুখিনের দিকে চেয়ে।

—'আমি যে নিজের ইচ্ছামত আদেশ দি' এতে তারা সন্তুষ্ট নয়'—এই বলে পলুখিন ফিরে এল তার লেখবার টেবিলে। কিসলিয়াকফ ষ্টাডি থেকে বেরিয়ে করিডর দিয়ে এগুতে লাগল। যারা দেখা করতে এসেছে এবং দরজার কাছে অপেক্ষা করছে ভিতরে আহ্বানের জন্য—তারা ওকে যাবার জন্য পথ করে দিল।

তাদের এই মনোযোগ ও লক্ষ্য করল। অতি স্বাভাবিক বলেই ও মেনে নিলে। ও এগিয়ে গেল স্কাউট ইউনিয়নের কক্ষের দিকে।

পলুখিনকে উচ্ছেদ করার প্রচেষ্টার জন্য স্কাউটদলের প্রতি বিরক্ত হোল ও। 'এক মিনিটও তারা একে শান্তিতে থাকতে দেবে না' —ভাবলে ও—লোকটা কাজ করছে আশ্চর্য শালীনতায়। অথচ এরা তার সর্বনাশ করতে চায়। সে যা করেছে তা ধ্বংস করে দিতে এরা বদ্ধপরিকর।' পলুখিনের সংগে বন্ধুত্বের জন্য যেমন তেমনি নিজের জন্যও বিচলিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে ওর। এই স্কাউটদের বিরুদ্ধে কেমন একটা কর্কশতা অনুভব করলে কিসলিয়াকফ।

স্কাউটদের কক্ষে প্রবেশ করে দেখতে পেলে—সেখানে পুরাদমে একটা মিটিং চলছে। টুপি মাথায় কেউ টেবিলের সামনে কাঠের বেঞ্চিতে বসে আছে, কেউ কেউ বসে আছে জানলার ধারে আর বাকি সকলে ম্যাসলভ যে টেবিলে বসে তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রবেশ করতেই সকলে মুখ ফেরাল ওর দিকে। পলকের জন্য সবাই নীরব হয়ে গেল যেমন লোকে নীরব হয়ে যায় অযাচিত অতিথির আকস্মিক আবির্ভাবে।

আগেকার দিন হ'লে এই রকম মিটিং হ'তে দেখলে কিসলিয়াকফ লজ্জায় আরক্ত হ'য়ে উঠত—কোন একটা ওজর দেখিয়ে দরজা বন্ধ করে পালিয়ে যেত; কিন্তু এখন ও নির্ভীকভাবে প্রবেশ করল সভায়। সমগ্র ভংগিমায় এমন ভাব ফুটিয়ে তুললে যে ও এমন লোক যার সম্মুখে যে কোন কিছু ব্যক্ত করা যায়। টেবিলের দিকে এগিয়ে মাসলভের দিকে মাথা নেড়ে কমরেড চুরিকভের কাঁধে হেলান দিয়ে ও স্বচ্ছন্দ ভংগীতে দাঁড়াল।

আবার সুরু হোল আলোচনা; প্রথমে সতর্কভাবে—তারপর

ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল হট্টগোল। এক সংগেই সকলে কথা সুরু করে দিল।

আলোচনা মিউজ্রিয়ম প্রধানতঃ পলুখিনকে কেন্দ্র করেই চলতে লাগল। তাদের বক্তব্য, পলুখিন স্পষ্টতঃ জনসাধারণের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। স্কাউটরা এখন তার কাছে মূল্যহীন। সমবেত প্রচেষ্টায় পলুখিনের যেন আর কোন শ্রদ্ধা নেই।

—'ঠিক এই কথাই তাকে আমি বলেছি'—উচ্চ কণ্ঠে বললে কিসলিয়াকফ। কিসলিয়াকফও অনুভব করলে কেমন স্বাধীনতার সংগে ঐ কথা বললে ও। যা ভেবেছে তাই বলেছে ও। খোসামুদি করা বা অনুগ্রহ লাভের কোন অভিপ্রায় নেই ওর। শিক্ষিত গোষ্ঠীভুক্ত হিসেবে ওর চিন্তার সাধুতা কখনই এরকম করতে দিত না ওকে—তৎক্ষনাৎ ওর মিথ্যা চাল চোখে আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। কিন্তু ও এই কথা বলে আবহাওয়ার উষ্ণতা শীতল করতে চাইলে মাত্র আর এমন একটা কৈফিয়ৎ দিতে চেষ্টা করলে যাতে বন্ধুর দোষ স্খালন করা যেতে পারে।

—'একথা আমি তাকে বহুবার বলেছি কিন্তু সে সম্পূর্ণ সমাপ্ত কাজ দেখিয়ে তোমাদের প্রশংসা লাভের জন্য উদগ্রীব।'—বলে কিসলিয়াকফ—'তোমাদের মূল্য তার কাছে অসীম—তোমাদেরই সে প্রথম স্থান দিয়েছে, কারণ.........'

'প্রথম স্থানের দরকার নেই আমাদের'—প্রতিবাদ জানায় মাসলভ —'আমরা চাই আমাদের আদর্শ কাজের ভিতর দিয়ে প্রকাশিত হোক। তা ছাড়া কাজে যত মূল্যবান ফললাভই হোক না কেন কমিউনিষ্টদের তরফ থেকে কোন মূল্যই না থাকতে পারে তার যদি.........'

বক্তব্যের প্রথমাংশ শুনে কিসলিয়াকফ ভীত হ'য়ে পড়ল। পলুখিনের পক্ষাবলম্বীর দিকে দৃকপাত না করেই মাসলভ অতি নির্মম ভাবেই ব্যক্ত করলে এই কথাগুলো। কিন্তু বক্তব্যের দ্বিতীয়াংশ অর্থাৎ মূল্যবান ফল সম্বন্ধে তার মন্তব্য শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে ও। শেষ কথাগুলো অবশ্য কোমল কণ্ঠেই বলেছে মাসলভ, যেন কিসলিয়াকফের কথাগুলো তার উপর কাজ করেছে। 'অপর পক্ষে' —বলে যেতে লাগল মাসলভ—'একটা অদ্ভূত ব্যাপার ঘটছে; একজন কমিউনিষ্ট কর্মীর চেয়ে একজন মস্তিষ্কজীবীই মনে হয় আমাদের অধিকতর অন্তরংগ'।

এই অপ্রত্যাশিত মন্তব্য শুনে মনের আনন্দধারা রুদ্ধ করে রাখা কিসলিয়াকফের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে উঠল। সেনাধ্যক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সাধারণ সেনানীর উপর নিক্ষিপ্ত হলে সে যেমন অস্বস্তি বোধ করে, সর্বক্ষণ তিরস্কারের ভয়ে শংকাকুল সে সভয়ে অগ্রসর হয়ে যদি শাস্তির পরিবর্তে উচ্চ সম্মানে ভূষিত হয়, তার যে অবস্থা হয় কিসলিয়াকফের এখনকার মানসিক অবস্থাও ঠিক তেমনি।

যে মাসলভের দৃষ্টি নির্মম বলে বোধ হয়েছে এতদিন আজ তা' নূতন রূপ পরিগ্রহ করে দেখা দিল ওর সন্মুখে।

কিসলিয়াকফ মনে মনে বিচার করে দেখলে, ওর পক্ষে পলুখিনকে সমর্থনের এই চেষ্টা ভালভাবেই মোড় নিয়েছে। পলুখিনের কাজের নিন্দা করার ভান দেখিয়ে ও যে সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য তাই প্রমাণ করেছে। সেই সংগে স্কাউট দলের প্রতি পলুখিনের আস্থার কথা বলে তাদের বিরোধী মনোভাবের কিছুটা উপশম করতে সফল হয়েছে।

এরপর আর চিন্তা করবার কারণ নেই। ওর বিরুদ্ধে মাসলভের কোন অভিযোগ নেই। এখন ও তাদের দলে ভর্তি হয়ে পড়েছে।

একটা তীব্র বাসনা হোল ওর ছুটে পলুখিনের কাছে গিয়ে তাকে জানায় কেমন সাফল্যের সংগে ও তার পক্ষ সমর্থন করেছে। আবার ভাবলে স্কাউটরা হয়ত ওর আচরণকে ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখবে। হয়ত পলুখিনের সংগে ওর আলোচনায় নিজেদের কল্পনা জুড়ে দেবে। কাজেই পলুখিনের ষ্টাডির দ্বারদেশ থেকে ফিরে এল ও।

৩৬

নদীর ধারে একটা বিরাট বাড়ীর পাঁচ তলায় নূতন ঘর ও পেয়েছে। প্রথমেই ও হাউস ম্যানেজারের অফিসে গেল। ডবল ব্রেষ্ট স্যুট পরে একটি লোক বসে আছে। আরো দু'জন লোক এল। তাদের দেখে মনে হোল—স্কাউট অথবা ছাত্র।

কখনও কখনও এরকম ঘটতে দেখা যায়, ব্যক্তি বিশেষ অজ্ঞাতসারেই কোন আলোচনায় স্বস্তিকর ভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। এখানেও তাই ঘটল। কিসলিয়াকফ প্রথমে নিজের পরিচয় দিলে—সিগারেট অফার করলে এবং ওর মনে হোল এই নবপরিচিতদের সংগে ও যেন তাদেরই একজন এইভাবে কথা বলছে। বেশ স্বাভাবিক ভাবে বসল ও টেবিলের উপর, সিগারেট খেতে খেতে থুতু ফেলতে লাগল। নিজের সিগারেটের আগুনে তাদের সিগারেট ধরিয়ে দিলে, তারপর চলল নিজের কাজ সম্বন্ধে কথাবার্তা। ওর গায়ে ওভার কোট, একসার সাইজ সার্ট, পায়ে দীর্ঘ বুট। এগুলো ও এখন পরেছে, তার কারণ ওর অভিজাত চেহারা দেখে মিউজিয়মের স্কাউটরা যাতে না আহত হয়।

আর একজন লোক ঘরে ঢুকতেই ম্যানেজার পরিচয় করিয়ে দিলেন—'ইনি কমরেড কিসলিয়াকফ! এখানে বাস করতে এসেছেন!'

ওকে নাগরিক কিসলিয়াকফ, ছিপোলিট কিসলিয়াকফ না বলে কমরেড কিসলিয়াকফ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেওয়ায় ম্যানেজারের প্রতি মন ওর কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল। নব পরিচিতরা এমন ভাল ব্যবহার করলে ওর সংগে যে ও খুশী হ'য়ে উঠল। ওর আর মনে হোল না যে এদের সমাজে ও আগন্তুক, অপরিচিত। নিজের মনে ও বারবার আবৃত্তি করতে লাগল—'কমরেড কিসলিয়াকফ, কমরেড কিসলিয়াকফ।' কথাগুলো যেন সংগীতের মত ওর কানে বাজতে লাগল।

এখানকার সামাজিক ব্যাপারেও উৎসাহ দেখাতে লাগল ও। কোন ক্লাব আছে কিনা—কিরকম কাজ এখানে অনুসৃত হয় এবং সংগে সংগে নিজেকে একজন উৎসাহী কর্মীরূপে তালিকা ভুক্ত করলে।

মাহিনার সমস্ত টাকাই ও এবার নিজের জন্য খরচ করতে পারবে—এই ঘটনার নূতনত্বে শিশুর মত উল্লসিত হ'য়ে উঠল কিসলিয়াকফ। কিন্তু চলে আসার এক সপ্তাহ পরেই এলিনার কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলে ও—তাতে সে ছ'মাসের টাকা দাবী করেছে এবং সেই সংগে সাবধান করেও দিয়েছে যে যদি টাকা না দেয় ত সে কোর্টে যাবে। তক্ষুণি ও আইনজ্ঞের উপদেশ নিলে এবং জানতে পারলে যে এক পয়সাও দিতে হবে না ওকে, কারণ স্ত্রীই প্রথম বিবাহ-বিচ্ছেদ প্রার্থনা করেছে।

গভীর স্বস্তির সংগে বাড়ী ফিরে এল ও। ঠিক করলে এলিনা যদি সত্যই কোর্টে যায় তাহলে এলিনা ওর যে সব জিনিষপত্র চুরী করেছে তার জন্য প্রতিদাবী করবে ও।

দু'হাতে মাথা চেপে ধরে কিসলিয়াকফ......... ।

ফিল্‌ম ডিরেকটারের সংগে পরিচয় হবার পর থেকে তামারার মধ্যে কেমন একটা স্নায়বিক দৌর্বল্য দেখা দিয়েছে। সে আজকাল অত্যন্ত উত্তেজনা প্রবণ হয়ে উঠেছে, জীবনের চরম স্বপ্ন সফল হবার দিন সমাগত। জীবন যুদ্ধে নিজের মনোমত কাজ ও স্থান পাবে সে।

এখন রোজই সে রিহার্সেল ও সন্ধ্যাপার্টিতে যাচ্ছে; অনবরত টেলিফোনে ডাক আসে। এই সময় কিসলিয়াকফও যদি উপস্থিত থাকে কথার মাঝে আলোচনা বন্ধ করে দিয়ে টেলিফোনে অন্য কারুর সংগে দীর্ঘ আলাপ জমিয়ে তোলে তামারা।

তামারা অদ্ভুতভাবে ককেটিশ হয়ে উঠেছে আজকাল—স্মিত হাসি হেসে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে কথা বলে—এক হাতে 'রিসিভার ধরে আর এক হাতের আংগুল দিয়ে দেয়ালে উপরে নীচে দাগ কাটে—সংগে সংগে পাও দোলাতে থাকে। প্রায়ই সে সশব্দ হাসিতে ভেংগে পড়ে। কিসলিয়াকফের কাছে মনে হয় যতটুকু দরকার তার চেয়েও জোরে হাসে তামারা। ওর কাছে এই হাসি অপ্রীতিকর—এমনকি বিরক্তিকর ঠেকে। মাঝে মাঝে তার উত্তেজিত, বিদ্যুৎস্ফুরিত দৃষ্টি কথার গভীরতার মাঝে যন্ত্র চালিতের মত সামনে বসা কিসলিয়াকফের মুখে এসে বিশ্রাম নেয়। ও যদি কখনও নিজের চোখের ভাষায় বাণীময় ইংগিত করে জানাতে চায় কিছু তামারা নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে ওর দিকে, কোন উত্তর দেয় না।

কিছুদিন হোল কিসলিয়াকফ প্রায়ই আর তাকে বাড়ীতে দেখতে পায় না। যদি কখনও সাক্ষাৎ হয় সেও সাধারণতঃ এমনি সময়ে

যখন সে বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত। ওর দিকে না তাকিয়েই ব্যস্ততার সংগে অভিনন্দন জানায় তামারা।

—'খুব তাড়াতাড়ি আছে নাকি ?'

—'হ্যাঁ। ষ্টুডিওতে যেতে হবে......... ।'

—'একটি মুহূর্তের জন্যও কি আমাকে দেখতে আসতে পার না তুমি ?'

—'আমি বড় নার্ভাস হয়ে পড়েছি, আমার মাথা ধরেছে......। এটা কি তুমি বুঝতে পার না যে, আমার ভাগ্য নির্দিষ্ট হ'তে চলেছে। আমি চুপ করে থাকতে পারছি না'—

এতদিনে কিসলিয়াকফের মনে হোল যে, তামারা যদি ওকে পরিত্যাগ করতে চায় ত সে অতি উত্তম। কিসলিয়াকফ ওকে পরিহার করবে কোন প্রকার সংঘর্ষ না বাধিয়ে, কারণ একটু অভিনবত্ব ছাড়া তামারার মধ্যে আর কিছু নেই যা ওকে আকর্ষন করতে পারে। কিন্তু অন্য কোন লোক যদি তাকে অধিকার করে বসে, অন্য কেউ যার কাছে সানন্দে ছুটে যাবে সে, একাকী যখন থাকবে তখন যাকে সে তার গৌরকণ্ঠে চুম্বন করতে দেবে, এই সব কথা যখন ভাবতে থাকে কিসলিয়াকফ, প্রবল ঈর্ষা যেন ছুরী দিয়ে ওর হৃদয়টাকে কুচিকুচি করে ফেলে। এই রকম মুহূর্তে ওর মনে হয় তামারাকে ও ছুরী মারবে, খুন করবে।

—'আমায় ভালবাস ত ?'—

—'নিশ্চয়ই'—আংগুলে একটা সুতা জড়াতে জড়াতে তামারা বলে।

—'অন্য কারুর কথা তুমি ভাবনা ?'

—'তুমি ত জান—সাধারণতঃ সকল পুরুষের প্রতিই আমি সম্পূর্ণ উদাসীন'—

—'আচ্ছা, তবে এমন অদ্ভুত হ'য়ে উঠেছ কেন বল ত ?'—

—'কারণ এই প্রতারণা আমায় ভাবায়'—

—'অর্থাৎ তুমি বলতে চাও—এর যবনিকা টানা দরকার'—স্পন্দিত বক্ষে জিজ্ঞাসা করে কিসলিয়াকফ।

তামারা চুপ করে থাকে। সুতোটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আংগুলগুলো পরীক্ষা করতে থাকে।

—'এর অর্থ কি—আমরা বিদায় নেব পরস্পরের কাছ থেকে'—

—'আমি সেকথা বলিনি। হা ঈশ্বর, দিন দিন কী স্নায়বিক দৌর্বল্য ঘটছে আমার। না, আমায় এখন যেতে হবে'—কিসলিয়াকফের তপ্ত কপোলে ওষ্ঠ চেপে তামারা তার হাত ছাড়িয়ে দ্রুত বের হয়ে যায় বাড়ী থেকে।

৩৮

আর্কাডির জন্মদিন পয়লা অক্টোবরের তিন দিন আগে কিসলিয়াকফ আর্কাডির ফ্ল্যাটে উপস্থিত হোল তামারার সংগে বোঝাপড়া করতে। এমন কি আর্কাডিকে সমস্ত ব্যাপারটাও বলবে।

ফ্ল্যাটের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কয়েকটি উদ্দীপিত পুরুষ কণ্ঠে ও বিরক্ত হোল। সেই কণ্ঠগুলির সংগে তামারার কণ্ঠের হাসিও মিশ্রিত হচ্ছিল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে তামারা যেমন হাসে এ হাসিও তেমনি।

ঘরে প্রবেশ করবার সময় ওর যা' চোখে পড়ল তা' তামারার মুখের অখুশী ভাব। টেবিলের উপর দিয়ে সে দ্বার পথের অন্ধকারে কে আসছে সেই দিকে উঁকি দিচ্ছিল।

আহার পর্বের অভুক্তাংশ আর গোটা কয়েক আধখালি বোতল টেবিলের উপর রয়েছে—আর রয়েছে তার চারিপাশ ঘিরে বসে আর্কাডি এবং কয়েকজন অপরিচিত লোক। প্রথম সাক্ষাতের বর্ষামুখর দিনে যে লোকটি তামারাকে ট্যাকসি করে পৌঁছে দিয়েছিল সেই আংকেল মিশা রয়েছে। রয়েছে ফিল্‌ম ডিরেকটার মীলার যার উপর নির্ভরশীল তামারার ভবিষ্যৎ। আর রয়েছে একটি দীর্ঘ যুবক—গায়ে ককেশিয়ান কাপড়ের শার্ট—ছোট ছোট চকচকে বোতাম আঁটা।

তপ্তোজ্জ্বল কপোলে তামারা কৌচে বসে আছে। সম্ভবতঃ এইমাত্র ও সরে বসেছে। পুরুষেরা তখনও টেবিলের পাশে।

তামারার ভংগিমায় কিসলিয়াকফ অবাক হোল। যখন তামারা দেখলে যে আগন্তুক কিসলিয়াকফ, অমনি বিরক্তির একটি মৃদুভাব ওর মুখে দেখা গেল। সেই সংগে চকিত বিস্ত্রস্ততাও। তারপর টেবিলের বোতল আর গ্লাসগুলিকে অকারণেই সরিয়ে ও প্রশ্ন করল যে কিসলিয়াকফ কিছু আহার করবে কিনা।

বহু চেষ্টা করে কিসলিয়াকফের দৃষ্টি ও এড়িয়ে যাচ্ছিল। কিসলিয়াকফ কিছুতেই পলকের জন্যও তামারার দৃষ্টিকে বন্দী করতে পারলে না। যখন ও প্রশ্ন করছিল তখন ওর দৃষ্টি কিসলিয়াকফের সংগে ক্ষণিক মিলিত হচ্ছিল কিন্তু প্রত্যুত্তরের সময় ও চোখ নামিয়ে নিচ্ছিল।

ইতিমধ্যেই কিছুটা মত্ত আর্কাডি ওকে দেখে উঠে পড়ল—তারপর এগিয়ে এল। ওর পায়ের তলায় তোয়ালেটি পড়ে গেল তা সে নজরই করলে না।

—'আজ আমি আনন্দিত! আমার সব বন্ধুকটিই আজ আমাকে ঘিরে রয়েছে। ঐ আংকেল মিশা আর এই লেভচকা যাদের কথা

তুমি আগেই শুনেছ। আর এক মীলার যার উপর আমাদের ভাগ্য আর ভাগ্যফল সবই নির্ভর করছে। গুসট্যাভ এডলফাস মীলার, ইনি আশ্বাস দিয়েছেন যে তামারাকে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী করে গড়ে তুলবেন।

—'সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী করে তুলব এ আশ্বাস আমি দিইনি'। খ্যাতি সম্পন্ন করে তুলব এই আশ্বাস দিয়েছিলাম।'

—'যাইহোক, আপনি ওকে খ্যাত করে তুলুন বাকিটুকু তামারা নিজেই করে নেবে'—আর্কাডি বলে।

তারপর কিসলিয়াকফের প্রতি মীলারের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলতে থাকে—'এই আমার সবচেয়ে পুরাণো বন্ধু। 'বন্ধু' যে পবিত্র কথাটি পৃথিবীর লোক বুঝতে পারে না—ধরতে পারে না! আমরা সবাই যদি এই রকম মৈত্রীতে যুক্ত হ'তে পারতাম—কত ভিন্ন হয়ে দেখাত সব জিনিষ।'

আর্কাডির প্রতি অবজ্ঞাসূচক ব্যংগের ভংগিমায় আর অপরিচিতের প্রতি অভিজাত ভদ্রতার ভাব নিয়ে মীলার টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চেয়ারের উপর ছুঁড়ে ফেলল সার্ভিয়েট।

—'এর সংগে মিলিত হউন.........আর এঁরাও......দুর্লভ শ্রেণীর মানুষ সব।.........সবাই যদি এদের মত হতেন কিছুতেই আমরা ধ্বংস প্রাপ্ত হতুম না।.........আমাদের উচিত.........'

শূন্যে একটা অর্থহীন ভংগিমা করে আর্কাডি চেয়ারে বসে পড়ল। জানুর উপর হাতড়ে হয়ত সার্ভিয়েটটা ও খুঁজতে লাগল। খুঁজে না পেয়ে ও আবার বললে—'কখনও মদের লালসা করিনি কিন্তু এখন আমি মদ্যপান সুরু করেছি.........এর অর্থই হোল আমার চরম অবনতি। শেষে রাশিয়ান প্রকৃতি আমাকেও গড়িয়ে নীচে যেতে

দিল। আজকের দিনে দাঁড়াবার কোন সুযোগই আমাদের নেই। শুধু এইতেই আমি খুশী যে তামারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।’

সর্বক্ষণই তামারা একটি দুটি কথায় মীলারকে ব্যাপৃত করছিল। স্যুটিংয়ের সময়ের কোন ঘটনা স্মরণ করছিল অথবা নিজের চরিত্র চিত্রনের এটা ওটা সম্বন্ধে উপদেশ চাচ্ছিল।

নিজের ফোলাফোলা হাতে মদের গ্ল্যাসটা নিয়ে মীলার খেলা করছিল। তামারার উদ্দীপিত ব্যবহারে ও বোধ হয় কিছু বিভ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল, যেমন হয় শিক্ষক শিষ্যের অতিশ্রদ্ধার গুরু আরাধনার ভংগিমায়।

তামারার দীর্ঘ পৌনপুনিক চাহনিকে এড়িয়ে যাচ্ছিল মীলার। টেবিলক্লথের উপর যেখানে ও গ্ল্যাসটিকে নিয়ে ঘোরাচ্ছিল, নানা রকম কৌশল করছিল, সেই দিকেই বেশী করে মনোযোগ দিচ্ছিল।

কিসলিয়াকফের অরুচিকর লাগছিল মীলারের ইউরোপীয় আত্ম-প্রত্যয়ের ভাব—তার রক্তবর্ণ চোখের পাতা তার যত্নে রাখা সুললিত মুখ। দামী প্লাসকোর স্যুটে ওকে বোধ হচ্ছিল যেন একজন বিদেশী ভ্রমণ কারী। যারা তার কথা শ্রদ্ধানত মনোযোগের সংগে শুনছে, সোভিয়েট গণতন্ত্রের সেই সব নিকৃষ্ট পোষাকপরা লোকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করছিল যেন এই স্যুট। নিজের উচ্চারণের সম্বন্ধে কোন চিন্তাই না করে মীলার কথা কয়ে যাচ্ছিল।

টেবিলের উপর যেখানে ওরই জন্য গ্ল্যাসে মদ ঢালা হয়েছে তার সামনে একখানা চেয়ার নিয়ে কিসলিয়াকফ নিষ্প্রভ নৈঃশব্দে বসে রইল। এমন ভাব ও নিল মুখে যাতে তামারা বুঝতে পারে ওর মনের অবস্থা। সত্যই তামারা চিন্তিত মুখে কয়েকবার ওর দিকে দৃষ্টি দিল—তারপর নিজেই চেষ্টা করতে লাগল যাতে কিসলিয়াকফ ওর দিকে চায়। প্রশ্ন

করতে লাগল তামারা কিন্তু কিসলিয়াকফ উত্তর দেওয়ার ক্ষণটুকু ছাড়া তার দিকে তাকাল না বরং তামারার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। উঠে ওর সান্নিধ্যে এসে তামারা সেই রকম উচ্ছ্বসিত অনুরাগের ভাব দেখাল - যেমন দেখেছিল কিসলিয়াকফ তাদের প্রথম সাক্ষাতের দিনে, আর্কাডির প্রতি তামারার অতি উচ্ছ্বাস।

ওরা করিডরে ধূমপান করতে গেল। ঘরের জানালা খুলে দেওয়া হোল—ধোঁয়া দূর করার জন্য।

তামারা যে ওর কাছে আসবে এই ভয়েই যেন কিসলিয়াকফ ঘর থেকে প্রথম বেরিয়ে পড়ল। তামারা লক্ষ্য করল কিসলিয়াকফের পলায়মান ভংগিমাকে—উৎকণ্ঠার সংগে লক্ষ্য করল।

করিডরে আলাপ চলতে লাগল মীলারের কাজ নিয়ে, শিল্পীমহল নিয়ে, মেয়েদের নিয়ে।

—'রাশিয়ান নারী তার নৈতিক আদর্শকে হারিয়েছে'—মীলার বললে—'তিন জোড়া সিল্কের মোজা তাকে দাও—সে তোমার হয়ে গেল। কোন কোন ক্ষেত্রে এক বোতল সুগন্ধি জুড়ে দাও।'

একজন বিদেশীর সংগে মতানৈক্য করা অভদ্রতা হবে—এই চিন্তা করে সম্ভবতঃ আংকেল মিশা আর লেভচকা স্মিত হাসল।

—'আপনি চেষ্টা করে দেখেছেন'—লেভচকা বলে।

পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে মীলার মাথা নাড়ে—'এমন যথেষ্টই আছে'।

—'সত্যি—ওস্তাদ লোক'—আংকেল মিশা মন্তব্য করে।

—'আচ্ছা, আপনার শিষ্যাটির সত্যই কি নির্ভুল প্রতিভা আছে'—লেভচকা প্রশ্ন করে।

দ্বারের দিকে দৃষ্টি দিল মীলার। তারপর উদাসীন অনুজ্জ্বল চোখে এমন ভাব নিয়ে প্রশ্নকর্তার দিকে চাইল—তার অর্থ এই যে, যাকে নিয়ে

প্রশ্ন সে যদি এত নিকটে না থাকত—তাহলে নিজের মতামত ও খুব স্পষ্ট করেই ব্যক্ত করত।

মুখের ভিতর পাইপটা গুঁজে দিয়ে মীলার জবাব দেয়—'চমৎকার পা দু'খানি ওর'—

লেভচকা মৃদু হাসল—আংকেল মিশা পুনরাবৃত্তি করল—'সত্যি,—অপূর্ব লোক।'

ওরা সবাই যখন ঘরে পুনঃপ্রবেশ করল, তামারা কিসলিয়াকক্ষের দিকে চাইল—তারপর তার শোবার ঘরে চলে গেল।

জানলার কাছে দাঁড়িয়ে মীলারের জামার বোতাম ধরে আর্কাডি কি নিয়ে তার সংগে কথা কইতে লাগল। তামারার চাউনি ও ধরে ছিল—তামারা যে তাকে অনুসরণ করতে বলছে তাও ও বুঝল কিন্তু এমনভাব দেখাল ও যেন ও লক্ষ্যই করেনি। তামারার পায়ের ইংগিত আর সিল্কের মোজার কথা, মীলারের দুটি কথাই ওর মনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। ওর বোধ হোল যে ওর উচিত ছিল মীলারের মুখ ভোঁতা করে দেওয়া। এই ভেবে ওর মন আরো বেশী বিদ্রোহী হোল যে, কেবল মাত্র সে তার মুখ ভোঁতা করেই দেয়নি বরং বিদেশীর কথায় রাশিয়ানরা ভদ্রতার খাতিরে যেমন হাসে তেমনি কৃত্রিম হাসি ও হেসেছে মীলারের চোখে চোখ পড়ে যাওয়ায়।

—'এখানে এস না হিপোলিট' - শয়ন ঘর থেকে ডাকে তামারা।

কম্পিত হাতে বন্ধুকে দরজার দিকে ঠেলে দিয়ে আর্কাডি বলে—যাও—যাও গোপন কথা বলাবলি করগে।' কিসলিয়াকক্ষ ভিতরে যায়।

ড্রেসিং টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে তামারা চুলগুলিকে সাজিয়ে

তুলছিল—ঠোঁট ঘসছিল। টেবিলের দিকে পিছন করে দরজার দিকে ও চেয়েছিল।

উত্তেজিত নিম্নকণ্ঠে—ভৎর্সনার স্বর মি'শয়ে ও বলে—'কি হয়েছে—তোমার কি হয়েছে, বলত ?'

—'কিছু না।'

—'কিছু না কেমন। আমি দেখতে পাচ্ছি'—

—'যদি দেখতে পাও ত ঠিকই আছে'—

কিসলিয়াককের চোখের দিকে অনেকক্ষণ সে চেয়ে রইল। কিসলিয়াকক যেন দেখছে না এমন ভাব দেখাল। ওরা যখন থিয়েটারে গিয়েছিল তখন যে ড্যাগার দিয়ে কাঁচির কাজ করেছিল সেইটা টেবিল থেকে তুলে নিল কিসলিয়াকক।

বেশ বুঝল ও যে, ওদের অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। এখন সে নয়—তামারই ওর দৃষ্টি ভিক্ষু। ওর হাত থেকে ড্যাগারটা নিয়ে টেবিলে রেখে দেয় তামারা।

—'ওটা আমার'—একগুঁয়ের মত বলে কিসলিয়াকক। ওটাকে পকেটে রাখবার চেষ্টা করে ও কিন্তু তামারা ওর কাছ থেকে আবার নিয়ে টেবিলে রেখে দেয়। ড্যাগার থেকে ওর মনোযোগ সরিয়ে আনবার চেষ্টাই করে যেন।

— কি হয়েছে তবে ?'

কিসলিয়াকক সোজা ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বলে—'ঐ ভদ্রলোকের সংগে যেমন ব্যবহার তুমি কর তা' আমি পছন্দ করি না। তুমি ওর প্রতি এমন ভাব দেখাও যেন ও দেবতা।'

তামারার ঠোঁটের ফাঁকে ফিকে হাসি দেখা দেয়। কিসলিয়াককের কাঁধে হাত রেখে ভৎস'নার ভংগিতে মাথা নেড়ে ও বলে—'বোকা

ছেলে—কি নির্বোধ তুমি। এসব কথা ভাবতে পার কি করে? পুরুষের সংগে আমার সম্পর্কের কথা তুমি জান। তুমিই প্রথম পুরুষ যার জন্য স্বামীর প্রতি আমি অবিশ্বাসিনী হয়েছি। সত্যি, আমাকে বিরক্ত কোরো না।' ভিন্ন কণ্ঠে শেষটুকু বলে।

এই মুহূর্তে কিসলিয়াকফের সংগে অনুরাগ নিয়ে কথা কয় তামারা, কিসলিয়াকফের চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। তারপর হঠাৎ সে হয়ে ওঠে চিন্তিত। নিজেকে সামলে নিয়ে সে আবার স্নিগ্ধভাব ফিরিয়ে আনে।

কিসলিয়াকফ বলে—'এই চিন্তা আমার মনে বিভীষিকা আনে যে ঐ পশুটা তোমার অনুরাগ পাবে; নানা ছলে তোমায় স্পর্শ করবে: এ যদি ও করে তবে ওকে খুন করব আমি।'

—'তুমি পাগল হয়েছ।' তামারা আবেগের সংগে বলে—'আমার দেহে একটা অংগুলি স্পর্শ করতে দেব না ওকে।'

—'কখন্ আমাদের দেখা হবে'—

—'লক্ষ্মী ছেলে—পয়লা অক্টোবর অবধি সময় দাও আমাকে। তার মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে'—

—'কি ঠিক হবে?'—

—'আমার ভাগ্য—ভারী দুর্বল হ'য়ে পড়েছি আমি। পয়লা অবধি তুমি অপেক্ষা কর—জান ত সেদিন আর্কাডির জন্মদিন।'

কিসলিয়াকফের গায়ে হেলান দিয়ে ওর চোখের দিকে চেয়ে অনুরাগের সংগে সে বলে—'সত্যি, তোমায় হিংসুটে হ'তে দেখলে আমার এত সুখ হয়'—

কিসলিয়াকফ ওকে আলিংগন করবার চেষ্টা করে কিন্তু তামারা ওর হাত ছাড়িয়ে পালায়—অধরে আংগুল চেপে খাবার ঘরের আধখোলা দরজার দিকে দেখায়।

'এবার চল। এতক্ষণ এখানে থাকা উচিত হয়নি'—

তারপর হঠাৎ পুরুষের মনের শেষ সন্দেহটুকু মুছিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে ওকে জড়িয়ে ধরে তামারা ওর ঠোঁটে দ্রুত চুম্বন করে। তারপর চুল ঠিক করে কলকণ্ঠে কথা কইতে কইতে কিসলিয়াকফের আগে আগে খাবার ঘরে যায়। যেমন সাধারণতঃ লোকে করে ঘরে ঢোকবার সময়, যে ঘরে অন্য লোক রয়েছে।

মীলার বড় সোনার ঘড়িটার দিকে চেয়ে তামারাকে লক্ষ্য করে বলে—'যাবার সময় হয়েছে। আধঘণ্টার মধ্যে ওরা সুটিং সুরু করবে।'

—'আমিও প্রস্তুত'—

আসন ছেড়ে উঠে মীলার বিদায় জানায়। অধিকার আছে এমন নিশ্চিন্ত ভংগিমায় মীলার তামারাকে ওভারকোট পরতে সাহায্যে করে, আর তামারা কোট পরতে পরতে কিসলিয়াকফের দিকে তাকায়। তার চোখ মীলার আর আর্কাডি যারা নিকটে রয়েছে তাদের অতিক্রম করে কিসলিয়াকফকে জানায়, যে ও একান্ত তারই। তার দু'টি ঠোঁট দুটি কথাই ফুটিয়ে তোলে। কিসলিয়াকফ বুঝতে পারে। সে দুটি কথা —'পয়লা অক্টোবর.........।'

আর্কাডিকে বিদায় জানিয়েও যায় না তামারা।

৩৯

বাকি দু'জন অতিথিও নিষ্ক্রান্ত হলেন। দুই বন্ধু যে মুহূর্তে নির্জন হল—আর্কাডির উদ্দীপিত সজীবতা লোপ পেল। টেবিলের ধারে গিয়ে অভ্যস্ত একাগ্রতার সংগে ও গ্ল্যাসে কগন্যাক ঢালল, তারপর এক ঢোকে গিলে ফেলল।

—'মদ খাচ্ছ কেন ?'—কিসলিয়াকফ বললে—'তোমার পক্ষে ভাল নয়।'

আর্কাডি জবাব দিল না—কেবল নৈঃশব্দ্যের ভংগীতে হাত আন্দোলিত করল।

'কিছুই হবে না।' একটু পরেই বললে সে। আর্মচেয়ারে বসে হাতের মধ্যে মাতাল মাথাটি অসহায় ভাবে নিয়ে ও চিন্তামগ্ন হোল।

'সর্বশেষ পরিণতি এই ; নিজের পথ বেছে নিল তামারা'—কয়েক মুহূর্ত পরে আর্কাডি কথা কয় —'আপন জীবন ও সুরু করেছে। বন্ধু, এ বড় কষ্টের যে, সেই একটিকে নিজের কাছে রাখবার কোন উপায়ই তোমার নেই, - সেই একটিকে যাকে তুমি ভালবাস।'

নিঃশব্দে আবার কিছুক্ষণ মেঝের দিকে চেয়ে ও নত মস্তকে বসে রইল। তারপর বলতে লাগল—'নিজের সাধনা আমারও ছিল—আমি ভেবেছিলাম যে সেই কাজই আমার পিছনের বিশ্বস্ত প্রাচীর। তা ছাড়া আর যা ঘটছে তাতে আমার কোন প্রয়োজনই নেই। আমি যে কাজ করছিলাম তা সর্ব যুগের জন্যই প্রয়োজন ছিল—ওদেরও প্রয়োজন ছিল তাতে। কেউ আমাকে নিন্দা করতে পারত না অবিবেকীর মত এই কাজ করেছি বলে। এই খানেই আসে মনীষার সবচেয়ে বড় প্রলোভন। পরিণতির জন্য আমি কি করছি? ইঁদুরের আয়ু বৃদ্ধির জন্য আমি নিজেকে মগ্ন করি······অপরের জীবনের জন্য সাধনা করি যদিও নিজে আমি বিনাশে নিয়মিত। বিরোধী ভবিষ্যতের জন্য মানুষ কাজ করতে পারে না - পারে না এমন চিন্তাধারার জন্যে যা তার বিরুদ্ধবাদী। এ সত্য বহুদিন পূর্বেই আমি উপলব্ধি করেছি কিন্তু নিজের কাছে—বিশেষ করে তামারার কাছে এ আমি গোপন রেখেছিলাম। নীচ ইঁদুরের মধ্য দিয়ে আমি ওকে দেখিয়েছি মানবতার

নূতন স্বাস্থ্যের সম্ভাবনা—মৃত্যুর উপর তার জিৎ—তার শক্তিমত্তা। নিজের কাজের উপর আস্থা হারিয়েও আমি এ কাজ করেছি। তাকে আমার কাছে রাখবার জন্য আমি আমার কাজকে ব্যবহারে লাগিয়েছি কিন্তু ও ত নিজের পথে চলে গেল। তামারা জীবন ফিরে পেল আর আমি জীবনের শেষ সম্বলটুকু হারাতে বসেছি। এ খণ্ড প্রলয়—এ বিপ্লবের আগে যা' আমি বিশ্বাস করতাম তাতে আমার আস্থা রাখতেই হ'বে। এই স্থির বিশ্বাস—যে সত্যের শিবিরে বহুর ভিড়ের প্রয়োজন নেই—মুষ্টিমেয়ের নিষ্ঠাতেই সত্যের অক্ষুণ্ণ প্রতিষ্ঠা।'

উৎসাহের প্রাচুর্যে আর্কাডির চোখ উজ্জল হয়ে উঠেছে—'এই সব জিনিষে স্রোতের বিপক্ষে কি কেউ যেতে পারে? নূতন প্রত্যয় নিয়ে আমি এখন বলছি যে তা পারে। শেষ প্রচেষ্টা করছি আমি। বহু পূর্বেই তুমি আমি বিশ্বাস করতাম যে ব্যক্তি হিসেবে জনতা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হ'বে—কেননা সমষ্টি হোল দৃষ্টিহীন—যত কিছু বিপ্লব সত্ত্বেও তারা রক্ষণশীল। বেঁচে থাকার যে শক্তি তা' সত্যের আছে—এ নিশ্চয়তার জন্য মাত্র দু'জনেই যথেষ্ট।

তোমাকে বলেছিলাম মনে আছে যে আমাদের দু'জনের মত মানুষ যারা অপরের চেয়েও বর্তমানের ঘটনার ট্র্যাজেডি উপলব্ধি করতে পারে—তাদের গড়ে তুলতে হ'বে নিজেদের জন্য একটি মন্দির—একান্ত ক্ষুদ্রভাবেও—যা' বাঁচিয়ে রাখবে সেই সনাতন সত্য আর বস্তু যা' আমরা হৃদয়ে বহন করছি। পরিমাণ চাইনা আমরা—পরিমাণই ত বস্তুর একমাত্র জামীন নয়। ব্যক্তির মধ্যে সেই সত্যতা গড়ে ওঠে—ব্যক্তির মধ্যেই তাকে ধরে রাখা যায় অনন্ত কালের জন্য। যেমন আছে নোয়ার সিন্ধুকের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে।

এখন, তুমি অনুভব করবে তোমার বন্ধুত্ব আমার কতখানি—

যখন তামারার হৃদয় আমাকে ত্যাগ করছে—তার সত্বা স্বাধীন জীবন যাপন স্থুরু করেছে। তুমি ছাড়া আর আমার অবশিষ্ট কিছু নেই। মরুভূমিতে পথহারা আমরা দু'জন পবিত্রতার সংগে পরস্পরকে বহন করে আমরা মাত্র রক্ষা করে যাব ভবিষ্যতের জন্য সেই বস্তু মানুষের জন্য যা' অবশিষ্ট আছে।'

৪০

আর্কাডির ফ্ল্যাটে সেই পার্টির তিনদিন পরে নিজের ঘরে কিসলিয়াকফ্ ঘুম থেকে উঠল অপূর্ব মেজাজ নিয়ে।

প্রথমতঃ আজই পয়লা অক্টোবর। তামারার নির্দ্ধারিত দিন আজ আগত। তিনটি দিনের জন্য ওর কাছে যেতে, ওকে কোন প্রশ্ন করতে বারণ করেছিল তামারা। এই তিনটি দিনে নিজের জীবন সম্বন্ধে একটা নিশ্চিত ধারণায় আসবে তামারা—তারপর ওদের দ্বৈত সম্পর্ক আগের মতই চলতে থাকবে। দ্বিতীয়তঃ ওর নিজের রাজনৈতিক অবস্থানটি ও পরম স্বচ্ছভাবে দেখতে পেল। এখন থেকে ও পলুখিনের উপর নির্ভর করতে পারবে যেমন, ও নিজের উপরে করে। ও গিয়ে স্কাউটদলকে বলবে যে ডিরেকটারের প্রতি ওদের মনোভাব ভ্রান্ত। একথা বলতে ও ভীত নয় যে ও পলুখিনের সংগেই আছে, সম্ভবতঃ স্কাউটরা নিজেদের যত শক্তিশালী মনে করে তত তারা নয়।

মিউজিয়মে পৌঁছে ও এই সংবাদে বজ্রাহত হোল যে স্কাউট দল পলুখিনের পতন ঘটিয়েছে। বলা হয়েছে যে নিজের একক কর্মতন্ত্রের দ্বারা তরুণ সম্প্রদায়ের গঠনক্ষম শক্তিকে সংহত করতে

পারেনি সে। ডিরেকটার কখনো তাদের আহ্বান করেনি বা সমবেত প্রচেষ্টার লক্ষণই কখনো দেখায়নি, পুরাতন দিনের সেনাধ্যক্ষের মত কেবল আদেশ দিয়েছে (এ বিষয়ে কিসলিয়াকফ তাকে সাবধান করে দিয়েছিল)। নিজের কাজে প্রতিপন্ন করেছে পলুখিন, যে শ্রমিক সমবায় থেকে আপনাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে সে। তরুণ কমিউনিষ্টদের প্রস্তাবগুলিকে সে অবহেলা করেছে।

এখন কিসলিয়াকফের অবস্থা কি দাঁড়াবে?

পলুখিনের দক্ষিণ হস্ত ও। পলুখিন সব জায়গায় সকলকে বলেছে যে এই বিপ্লবের পক্ষে—এই কাজের পক্ষে কিসলিয়াকফ হোল একান্ত মূল্যবান। পলুখিনের প্রকৃত বন্ধুকে স্কাউটদল কী নজরে এখন দেখবে? হয়ত এরপর ওরা কর্মীবৃন্দের মধ্যে সম্পূর্ণ ওলটপালট করাই মনস্থ করবে—হয়ত বিদায়ী পলুখিনের পিছনে ওকেও লাথি মেরে তাড়াবে।

পলুখিন ওকে কেমন করে সাহায্য করবে? ওর মন আপন হাংগামায় যথেষ্ট বিব্রত থাকবেই। যাই হোক কিসলিয়াকফ মনস্থ করল যে পলুখিনের কাছে গিয়ে ও বলবে—'আমার বিশ্বস্ততার পরীক্ষা এসেছে, বন্ধু। তুমি নিগৃহীত হচ্ছ কিন্তু আমি পরিত্যাগ করিনি তোমায়। তোমার সংগে আমি যাব—যেখানে তোমার খুশী সেই-খানেই আমি কাজ করব।'

বিপদ হচ্ছে যে পলুখিন তার নিজের কর্মজীবনের নিয়ন্তা নয় —সে পার্টিরই একজন সদস্য, প্রয়োজন হলে যাকে যে কোন জায়গাতেই পাঠানো হবে। আর সম্পূর্ণ একাকীই যেতে হবে তাকে—কোন কর্মচারী নিয়ে নয়—এমন কি কিসলিয়াকফ হলেও নয়। সুতরাং বাস্তব দৃষ্টিভংগী দিয়ে দেখলে বিশ্বস্ততার কথা একান্তই অর্থহীন।

কিন্তু ও যদি স্কাউটদের কাছে গিয়ে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করে (যদি অবশ্য যথেষ্ট বিলম্ব না হয়ে গিয়ে থাকে) নির্বোধ কাজ কিছু না করতে, সে অবশ্য ভিন্ন ব্যবস্থা। ওরা বলবে—'নিশ্চয়ই তুমি এসেছ ওর পক্ষে—কারণ ও তোমার বন্ধু।' একথার জবাবে ও বলবে যে যদিও বন্ধুত্বের কথাটা ও অস্বীকার করে না একমুহূর্তও তবুও বন্ধু প্রীতির দ্বারা ও চালিত নয়, ও এসেছে ন্যায় বিচারের বোধ নিয়ে।

ওরা বলবেই যে যারা মার্কসবাদী তাদের পক্ষে সেই ন্যায় বিচারের কোন প্রয়োজন নেই যা ভ্রান্ত নেতৃত্বকে আড়াল করে।

স্কাউটদের সংগে গিয়ে দেখা করা একান্ত প্রয়োজন। সেখানে পলুখিনের প্রতি ওর সহানুভূতি গোপন করবার কোন চেষ্টাই ও করবে না।

ওদের কাছে উপস্থিত হয়ে ও কি বলবে? গিয়ে ও বলবে—'কি হোল তোমাদের? এমন একজন ভাল কর্মীকে সরিয়ে দিচ্ছ—তোমরা কি পাগল হলে?.........'

এই ধরণের কথা ওদের মর্যাদাবোধে আঘাত দেবে। ওর প্রতি বিরক্তি আর বিস্ময়ের দৃষ্টি দিয়ে ওরা বলবে—'তাতে তোমার কি? তোমার সংগে আমাদের কি সম্পর্ক। তুমি কি আমাদের কমরেড—তুমি কি পার্টির লোক যে এই সব কথা এমনি কণ্ঠে বলার সুবিধা দিচ্ছ নিজেকে?'

এই কথার জবাবে ও বলবে যে নিশ্চয়ই ও নিজেকে তাদের কমরেড মনে করে। 'জানলার ধারে তোমরা আমার সংগে সিগারেট খাওনি? তোমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে আমাকে নাওনি? 'তুমি'—'তুমি' করনি—কমরেড কিসলিয়াকফ বলে সম্বোধন করনি?' সিগারেটের

কথাটা তোলা তত জোরালো হ'বে না বরং নিজেকে হাস্যাস্পদ করে তোলা হ'বে। বরং ঘরে ঢুকে কমরেডী ভাব না দেখিয়েই বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে ও বলবে—'বশ সুন্দর ঘা মেরেছ। এরপর বোধ হয় তোমরা ভাল ভাল লোকদের নিকলে দেবে!'

রেফারেন্স ঘরের কাছে এক তলায় অন্ধকার করিডরে পায়চারি করতে করতে কিসলিয়াকফ বিড় বিড় করে চিন্তা করছিল। মুখবন্ধ হিসেবে অন্য কিছু একটা ও ভাববার চেষ্টা করছিল - ঠিক সেই মুহূর্তে দু'জন টেকনিক্যাল সহকর্মী একটা ভারী বাক্স নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। ওরা বিস্মিত ভাবে কিসলিয়াকফের দিকে তাকাল—তারপর তারা গতিরুদ্ধ করল। ওরা বোধ হয় ভাবল যে কিসলিয়াকফ কোন অদৃশ্য প্রেতের সংগে আলাপ করছে।

লজ্জিত ভাবে তাদের পাশ দিয়ে ছুটে গিয়ে নিজেকেই নিজে বিস্মিত করে ও স্কাউটদের ইউনিয়নে প্রবেশ করল।

চুরিকভ ভিতরে বসে ছিল। মাসলভ ঘরময় পায়চারি করছিল আর নিজের চুল বিশৃংখল করছিল। তারই নির্দেশে চুরিকভ কি যেন লিখছিল। আরো দু'জন স্কাউট ছিল ঘরে।

'চমৎকার ঘা দিয়েছ'—ঘরে প্রবেশ মুখে কিসলিয়াকফ বলল। অন্যমনস্কভাবে মাসলভ তাকাল ওর দিকে।

কিসলিয়াকফ সহসা অনুভব করল যে অন্য আবেষ্টনীর জন্য চিন্তিত এই কথা কয়টি এখন যখন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত এরা তখন বড় অদ্ভুত শোনাল।

এ ব্যংগোক্তি ধরতে না পেরে অনুমোদনের ইংগিত মনে করে পলকের জন্য কাজ থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে চুরিকভ বলল— 'সত্যি, আমরা ভাবতে পারিনি যে আমরা জিতব। আমরা ত ভেবে-

ছিলাম যে নেপোলিয়ানই জিতে যাবে।' স্বেচ্ছাচারিতার জন্য পলুখিনকে ওরা নেপোলিয়ান বলে ডাকত।

কিসলিয়াকফের মনে হোল যে এখন এ ব্যাখ্যা অসম্ভব যে ও অনুমোদনের জন্য নয়, ব্যংগ করে বলছে কথাটা। এই সব লোক ওকে নিজেদের বলে মনে করে। ও এদের গিয়ে বলতে পারে না—'আমি তোমাদের পক্ষে নয়—পলুখিনের পক্ষে। তোমাদের উৎসাহিত করার বাসনা আমার নেই।'

সেই কারণে ও শুধু বললে—'আমিও আশা করতে পারিনি। চমৎকার কাজ।'

'আমরা ভেবেছিলাম যে তুমি ওর বন্ধু'—একজন স্কাউট প্রশ্ন করে।

এই কথার সংগে সংগে কিসলিয়াকফ দেখতে পায় যে মাসলভের শান্ত নির্তাপ দৃষ্টি ওর উপর এসে পড়েছে। পর্বত তুংগ থেকে যেন ও পা পিছলে গেছে এমনি সন্ত্রস্ততায় ওর হৃদ্‌পিণ্ড ধক্ করে ওঠে। প্রকাণ্ড ইচ্ছাশক্তির জোরে ও নিজেকে সামলে নিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে—'কেমন করে বলছ—'ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম।'

—'এক সংগে ফিরতে সর্বদা'—

—'হ্যাঁ সর্বদাই—যেমন ভাবে ঘোড়া সর্বদাই গাড়ীর সংগে ঘোরে। তাই বলে কেউ বলতে পারে না যে, ঘোড়ার সংগে গাড়ীর খুব মৈত্রী।' এই প্রথম ও অনুভব করল যে একটা অনিবার্য পশু আতংকের করতল গত হ'য়ে ও এই প্রথম চিন্তার সাধুতাকে লংঘন করে বসল।

ওরা সবাই হাসল। এমনি সময়োচিত কথা বলে ফেলে ও নিজের শান্ত অবিচলিত ভংগিমাকে বজায় রাখবার জন্য হাল্কা ভাবে সিগারেট বার করে নিকটের স্কাউটকে নীরবে একটি এগিয়ে দিল।

ধূমপান করতে লাগল ওরা আর মাসলভ পায়চারি করতে করতে রচনার নির্দেশ দিতে লাগল।

কিসলিয়াকফের সম্মুখে অবশেষে থেমে মাসলভ বললে—'তুমি সব কাজটা নিশ্চয়ই বোঝ?'

'কেন? কিছুটা বুঝি বইকি। তা হঠাৎ?'

—'কিছুটা কেন—সমস্ত কাজই ত তোমার পরিকল্পনা অনুযায়ী হয়েছে।'

সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলির দিকে চেয়ে কিসলিয়াকফ বলে—'তুমি বাড়াবাড়ি করছ।'

—'তা নয়।' গুরুতার সংগে মাসলভ বলে—'তা নয়। কথা হোল, তোমাকেই ডিরেকটার পদের জন্য নির্বাচন করে পাঠাচ্ছি!'

এই কথা শুনে ও নিজের ঠোঁট পুড়িয়ে ফেললে।

যে মাসলভকে ও অন্তরে অন্তরে অপছন্দ করত, ভয় করত, আজ তার প্রতি সহসা একটা আতপ্ত ঘনিষ্ঠতা—প্রায় ভালবাসাই ও অনুভব করল। এমন একটি লোককে ও আগে বুঝতেই পারেনি কেন?

—'খুবই ভাল'—অবিচলিত কণ্ঠেই কিসলিয়াকফ বলে—'কিন্তু একা আমি কাজ করতে পারব না। তোমাদের সকলকে আমি কাজে জুড়ে দেব।'

—'সেই আমরা চাই'—মাসলভ বলে—'আমরা নেপোলিয়ান চাই না। আমরা এমন কর্মী চাই সমবেত ভাবে কাজ করার বৃত্তি যার আছে—যারা অপরকে নিয়ে কাজ করবে। ঠিক হয়ে গেল। তোমার নির্বাচন পত্র আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

—'একটা কথা তোমাদের বলি। যদি কাজে আমি ভুল করে

বসি—তবু নিজেদের উপর তোমাদের যেমন নির্ভর তেমনি নির্ভরশীল তোমরা আমার উপর থেক।'

নিজের পা দু'টিকে আর ও সামলাতে পারে না। এই জায়গা ছেড়ে অন্য কোন অজানা দিকে ছুটে চলে যাবার জন্য সে-দুটি যেন অস্থির হয়।

আশাতীত এই মূল্য বৃদ্ধির আনন্দে আর কৃতজ্ঞতায় ওর গলা দিয়ে কেমন একটা আওয়াজ আসছে! সেই শব্দকে দমন করে নিজেকে সামলে ও ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়।

'আমার জন্যে অপেক্ষা কর। আমি আসছি'—মাসলভ ওকে বলে।

বাইরে করিডরে কিসলিয়াকফ প্রতীক্ষা করে। করিডরের অপর প্রান্তে ও হঠাৎ পলুখিনকে দেখতে পায়। হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত সরে যায় ওর। কেমন করে, কেনই বা কিছু না বুঝে ও মুখ ফিরিয়ে বিপরীত দিকে দ্রুত চলতে সুরু করে। যেন ওর দিকে লক্ষ্য করে কেউ একটা কামান বসিয়েছে—যে কোন মুহূর্তে যার গোলাবর্ষন সুরু হ'তে পারে।

পলুখিন ওকে দেখতে পেলে—চীৎকার করে ডাকল—'হিপোলিট।'

এই প্রথম পলুখিন ওকে ওর ক্রিশ্চান নাম ধরে ডাকল।

কিসলিয়াকফের বুক কাঁপতে লাগল। মাসলভের পায়ের আওয়াজ ও শুনতে পাচ্ছিল—তাই ও এমন ভাব দেখাল যেন বন্ধুর আহ্বান ও শুনতেই পায়নি। গতি দ্রুততর করে ও সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে লাগল।

কি করে কি ঘটল কিছুই জানতে পারল না ও। এই চিন্তায় ওর রক্ত জমাট হ'য়ে গেল যে হয়ত মাসলভ যে মুহূর্তে উপস্থিত হ'বে, পলুখিন হয়ত ওকে বাহু সংলগ্ন করে ফেলেছে। ক্লোক রুমে ছুটে ঢোকবার পর ভেবে ও বুঝলে যে এরপর পলুখিনের সংগে সাক্ষাৎ ওর পক্ষে অচিন্তনীয়। তার চেয়ে বরং ও মাটির ভিতর ডুবে যাবে।

হলঘরে ও যখন পৌঁছল সাজি একখানা লিপিকা ওর হাতে দিল। বলল যে, একজন বিপর্যস্ত চেহারার লোক সেটি দিয়ে গেছে।

লিপিকাখানা খুলে ফেলল কিসলিয়াকফ।

—'এসো নিশ্চিত। তোমার সংগে কথা বলবার জন্য এক্ষুণি দেখা করা আমার চাই। আর্কাডি।'

লেখার স্বল্পতা আর কালীর আঁচড় দেখে ও বুঝল যে কোথায় কিছু গলদ হয়েছে। সাধারণ আমন্ত্রন লিপির মত নয় লেখাটা। হয়ত কিছু ঘটে গেছে। একটা চিন্তায় কিসলিয়াকফের বুক ধক্ করে ওঠে। হয়ত তামারার সংগে ওর সম্পর্ক আর্কাডি জানতে পেরেছে। হয়ত নিজের স্বাভাবিক নৈরাশ্যের আর একটি পুনরাবৃত্তির পর হতাশায় তামারা স্বামীকে সব প্রকাশ করে দিয়েছে—কিংবা এমনি কিছু ঘটেছে। আজ পয়লা অক্টোবর—তামারার নির্দ্ধারিত দিবস।

যদি আর্কাডিকে সব বলে দিয়ে থাকে সে, কেমন করে বন্ধুর মুখের দিকে চাইবে কিসলিয়াকফ। ও অবশ্য বলবে—

'হ্যাঁ—বন্ধু—এই আমার ঘটেছিল—কারণ সেই বস্তু যা' না থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না তাই আমি হারিয়েছি। মহৎ উদ্দেশ্য—জীবনের বৃহত্তর অর্থ। বর্তমানে আমার মধ্যে কিছুই অবশিষ্ট নেই—পবিত্র কিছুই নেই। নির্বাচনী বৃত্তি আমি হারিয়ে ফেলেছি। হৃদয়ের রিক্ততার এই বিভীষিকা থেকে আমায় বাঁচাবে—এই ভেবে আমি নেশাকে আশ্রয় করেছিলাম. এখন আমি যা' করি তাইতে আস্থা

রাখবার চেষ্টা করছিলাম আমি। যাদের সহকর্মী আমি—তাদেরও যেন আমি পছন্দ করতে আরম্ভ করেছিলাম। এই সম্প্রীতিকে আরো বলীয়ান করবার সর্ব প্রকার চেষ্টাই আমি করেছি- কেননা এই বোধ আমায় নিজের কাজে নিষ্ঠাবান হওয়ার সাহায্য করে—নিজের চিন্তার সাধুতায় সম্ভাবনা যোগায়। এমন বোধ হোত যেন সর্বমনে ওদেরই আমি একজন। কিন্তু সত্যই কি তাই? এই প্রশ্ন আমাকে সবচেয়ে বেশী বিব্রত করত যে, সে কি ভীতি না সম্প্রীতি? আমার এই শরীরকে বিনাশ থেকে রক্ষা করবে শুধু এই কারণেই কি ওদের আমি ভালবাসতাম। শুধু বিনষ্ট হবার ভয়ই বোধ হয় আমার বুক জুড়ে থাকত। কারুর প্রতি ভালবাসা নয়—এ শুধু এই ভয়ে যে ওরা আমার গোপন হৃদয়কে দেখে ফেলবে।' ও আরো বলতে পারবে—

'সত্যি, বাস্তব অস্তিত্ব আমার কিছুই নেই—আমি জানিও না কোন্ দিক দিয়ে আমি সত্বার অধিকারী। এই বোধ হয় চরম পরিণতি। তুমি কি দেখতে পাও না যে আমি হয়ত তোমার চেয়েও অসুখী। শুধু এই কারণে যদি পার আমায় ক্ষমা কোরো।'

যা চিন্তা করতেও ভয় লাগে নিজের—সেই সত্য অপরের কাছে উদ্‌ঘাটিত করা—তাতে বড় বেশী মনোশক্তির প্রয়োজন। সে বড় ভয়ের।

আর এই হৃদয় দ্বন্দ্বকে ব্যক্ত করতেই বা যাবে কেন ও?

... ...

নীরবেই বন্ধুকে আমন্ত্রন করল আর্কাডি। ঢিলা জামাপরা তার বিরাট দেহ. নৈশসার্টের উপর পরা ওর কলার উলটান জ্যাকেট। আর্কাডিকে যেন অসুস্থ দেখাল। প্রিয় বিয়োগের পর যেমন হয় আর্কাডির দৃষ্টি তেমনি প্রাণহীন—শূন্য।

ও বোধ হয় কামায়নি'—পরিষ্কৃত হয়নি। আজও ও সুরা সুরভিত ঘরে প্রবেশ করতে দিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে দিল।

ফ্ল্যাটে আবার বৈদ্যুতিক কারেন্টের অভাব হয়েছে। একটি মাত্র বাতি অন্ধকারে জানলার কাছে আর্মচেয়ারের পাশে জ্বলছে।

বিশৃংখল হয়ে আছে ঘর – তামাকের ধোঁয়ার একটা নীলাভায় ঘর ভরে রয়েছে। আধখালি চায়ের কাপে সিগারেটের অবশিষ্টাংশ এখানে ওখানে পড়ে আছে। কৌচ থেকে লিনেনটি সরান হয়নি।

'বস।'—যেন ঠাণ্ডায় ভুগছে এমন ভাঙা গলায় আর্কাডি বললে —'আজ আর আলো জ্বলবে না—'

ঢিলা জামা পরা আর্কাডি কি যেন খুঁজতে খুজতে ঘরে পায়চারি করতে লাগল। জানলার ধারে পড়ে থাকা ঘরের কাগজগুলির মধ্যে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল। বাঁ চোখ দিয়ে দেখা যেন কষ্টপ্রদ হচ্ছে এমনিভাবে ও মাঝে মাঝে চোখটা ঘসছিল।

বন্ধুর দিকে না ফিরে কাগজের মধ্যে তেম'ন খুঁজতে খুঁজতে ভাংগা গলায় ও জিজ্ঞাসা করলে—'তারপর তোমার চলছে কেমন?'

—'কই তেমন সুবিধে নয়'—পরিস্থিতি সম্বন্ধে নিরংকুশ না হওয়ায় অর্ধ অবচেতন ভাবে ও চেষ্টা করে নিজের সাফল্যকে লঘু করতে।

—'তেমন ভাল যাচ্ছে' না বলছ? ও কিছু না—যেমন করে হাক সব ঠিক হয়ে যাবে—ও সব ঠিক হয়ে যাবে'। তারপর কিসলিয়াকফের দিকে মুখ ফিরিয়ে অন্যকণ্ঠে আর্কাডি বলে—'আর আমার —আমার সব শেষ হ'য়ে গেছে।'

'কেন? শেষ হ'য়ে গেছে কেমন করে? কি শেষ হ'য়ে গেছে?' —অধীরভাবে অথচ স্বস্তির সংগে কিসলিয়াকফ বলে ফেলে। যেন আর্কাডির ভংগিমায় ও বুঝতে পারে এসবের কারণ ও নয়।

—'হ্যাঁ—তামারা এখানে নেই দেখছ'। শয়ন ঘরের খোলা দরজার দিকে হাতের একটা আন্দোলনে নির্দেশ করে আর্কাডি বলে।

—'তবে কোথায় গেছে ?'—পাণ্ডুর মুখে কিসলিয়াকফ প্রশ্ন করে। ও কখনো আশা করেনি যে এই কারণে ও এত বিক্ষুব্ধ হ'বে নিজে। ড্যাগারের সূচিমুখ দিয়ে বিদ্ধ হওয়ার মত ওর হৃদয় ঈর্ষায় বিদ্ধ হয়।

—'কোথায় সে ?'—বিড়বিড় করে বলে ও।

—'চলে গেছে—আমাকে পরিত্যাগ করে চলে গেছে।'

কাগজের গাদার তলা থেকে এক তাড়া চিঠি বের করে আর্কাডি চশমাটা পরে নেয়। এই চশমায় হঠাৎ যেন আর্কাডিকে বৃদ্ধ বলে মনে হয় কিসলিয়াকফের।

'ও যদি শুধু চলে যেত—এত কষ্টকর হোত না। মনুষ্যত্বের উপর আস্থা আমি অটুট রাখতে পারতাম। কিন্তু এই এখন'—একটু চুপ করে ও প্রায় চীৎকার করে ওঠে—'কিন্তু এখন সব চুরমার হ'য়ে গেল।'

হৃদয়ের সেই নিঃসাড়তা আবার বোধ করে কিসলিয়াকফ। হয়ত ওর কথাই চিন্তা করছে আর্কাডি। 'যে চিঠি ও রেখে গেছে তাতে বলছে তামারা, যে কার সংগে যেন ও প্রেমে পড়েছে।' মাথা নত করে চশমার প্রান্ত দিয়ে আর্কাডি বন্ধুর দিকে চায়।

বহুকষ্টে কিসলিয়াকফ বন্ধুর সংগে দৃষ্টি বিনিময় করে। চিঠির কথাগুলি মানস নয়নে দেখবার চেষ্টা করে ও—সারা মুখে একটা কঠিন ঔদাসীন্য বজায় রাখতে প্রয়াস করে।

আর্কাডি বলতে থাকে—

'মীলারই হোল সেই লোক—তুমি এখানে তাকে দেখেছ। এক-

খানা ছবিতে ওকে পার্ট দেবার জন্য মীলার ওকে ওডেসাতে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে ওরা বাইরে যাবে। জীবনের দ্বার যা এতকাল ওর কাছে রুদ্ধ ছিল—তা বুঝি খুলে গেছে?'

আইনঘটিত কাগজপত্তর পড়ছে এমন অচঞ্চল সহজ গলায় আর্কাডি কথাগুলি বলে। কিন্তু ওর হাত দুখানি কাঁপতে থাকে।

'তুমি আমায় জান। জান যে সম্প্রতি একটি জিনিষের জন্য আমি চেষ্টা করেছি। আমার প্রিয়তমাকে সুখের টুকরোও এগিয়ে দিতে আমি চেষ্টার ত্রুটি করিনি।'

চুপ করে আর্কাডি সামনের দিকে চায়। একটা অধীর শিখায় ওর চোখ জ্বলতে থাকে। তেমনি নিঃশব্দে উৎকণ্ঠায় বসে থাকে কিসলিয়াকফ।

'কিন্তু আমি সম্পূর্ণ প্রতারিত হয়েছি। কে একজন বান্ধবীর কয়েকখানি চিঠি ও ফেলে গেছে। সেই চিঠিগুলি থেকে আমি জানতে পেরেছি—যা' আমি আগে জানতাম না। পরে আরও একখানা অসম্পূর্ণ চিঠি আমি পেয়েছি—ওর বান্ধবীর উদ্দেশ্য লেখা। তাই থেকে একটু পড়ব.........এই রকম জায়গা থেকে.........' কম্পিত হস্তে ও চশমা ঠিক করে নিয়ে পড়তে সুরু করে—

'অবশেষে আমি মস্কোয় এলাম। এম. থাকা সত্বেও এবং এল. র বিরক্তি সত্বেও। সেই গর্ত থেকে নিজেকে বার করে এনেছি—এইতেই এত খুশী হলাম। মানুষের উপর অগাধ বিশ্বাস আর অকলংক আস্থা নিয়ে জীবনে প্রবেশ করেছিলাম। আমি ভাবতাম যে আমার উচ্চাশার বিশ্বাসমূলকে আরো দৃঢ় করাই ওদের উদ্দেশ্য। এমন শিক্ষিত, চমৎকার লোক ওরা। এম. আর এল.'র কথাই বলছি। ওরা দু'জনেই এই সব করত আমার মন ঘুরিয়ে দিয়ে আমাকে ভোগ করার লোভে। ওরা সফলও হয়েছিল। আমার কাছে ওরা সুবিধে নিত—প্রথমে একজন

—তারপর আর একজন। পরে দু'জনেই—এক সংগেই—যখন নৈরাশ্যের মুঠোর ভিতর আমি কবলিত হয়ে পড়েছি। যে কোন উপায়ে যতক্ষণ আমি ভুলে থাকতাম, মনে হোত সবই যেন ঠিক রয়েছে।'

ক্রমে ক্রমে আর্কাডির গলা রুক্ষ—গম্ভীর হয়ে ওঠে।

—'এই ধারণায় পরে আমি এলাম যে যদি এইসব চমৎকার লোকও বদমায়েস প্রমানিত হয়—বিশ্বাস যদি ভেংগে যায়—তবে জীবনের সব কিছুই নূতন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে আমায় শিখতে হ'বে। আমার দেহের মৌল সৌন্দর্যই হোল এমন অস্ত্র যা' কখনো ব্যর্থ হয় না। হতে পারে তা' আপেক্ষিক-কিন্তু কাজের পক্ষে সেই যথেষ্ট। নিজেকে আমি বললাম যে সেই অস্ত্রকে ব্যবহারে লাগাবার জন্য স্নায়ুকে প্রস্তুত করতে হবে। অবিশ্বাসীর মত অথচ অকপট ভাবে আমি সোজা কথাই কইব —অবশ্য প্রথম প্রথম এ সবে ভয় হোতই।

এম.'কে আমি চাপ দিলাম বদলি করে আর্কাডিকে মস্কোতে নিয়ে যেতে, কি করে সম্ভব হ'বে সে নিজে ভেবে নিক। আর একটা ফ্ল্যাট সন্ধান করে দিতে হবে তাকে।'

অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে কিছুক্ষণ থেমে আর্কাডি আবার পড়ে যায়— 'বহুদিন এম. বিরুদ্ধে রইল। এল. ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল কিন্তু শেষ অবধি আমি যা চাইছিলাম তা' পেলাম। এখন আমি মস্কোতে—প্রত্যেকটি জিনিষকে তাদের নিজস্ব রূপে আমি দেখতে শিখেছি। এম.'র কাছ থেকে যা আমি চেয়েছিলাম তা' পেয়ে এখন তাকে দরজা দেখিয়ে দিয়েছি। নিজেকে আমি বুঝিয়েছি—প্রেম-ভালবাসা নয়। মাথা ঠাণ্ডা রেখে বস্তুর উপর নজর দাও।'

এই মুখে আর্কাডি উঠে মুখ ঘুরিয়ে দ্রুতপায়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল ও।

চিঠির কথাগুলি শুনতে লাগল কিসলিয়াকক কয়েদীর মনোভাব নিয়ে—যে তার পাপ-সংগীদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ শুনছে—আর যে কোন মুহূর্তে আশা করছে যে তার নামোচ্চারণ নৈঃশব্দ্য ভংগ করল বলে।

আর্কাডি আবার এসে বসল। ওর মুখের দিকে তাকান যায় না। গাল ঢুকে গেছে—সারা মুখ অসংস্কৃত—ওর চোখে উন্মাদ আলো। আবার পড়তে থাকে ও—

'একজন ফিলম্ প্রযোজকের সংগে আমার পরিচয় ঘটেছে যার ধারণায় অভিনেত্রীর ভাস্বর ভাবষ্যৎ আমার আছে—বিশেষ করে মেয়ে মানুষ হিসেবে অন্ততঃ। বোধ করি শেষটাই। নিজেকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। বস্তুতন্ত্রী হতে বলেছিলাম। আমার জন্যে যখন কিছু করবেন তিনি তখনই বিনিময়ে আমার কাছ থেকে যা চান তাই পাবেন। কিন্তু সে প্রথম সাক্ষাতের দিনের মনোভাব। কিছুপরে তার প্রতি একটা অনুরাগ—এত কোমলতা—এমন যথার্থ অনুরাগ আমি উপলব্ধি করতাম যা তিনি অবধি যেন বোঝেন নি' এমন ভাব দেখাতেন। এই বোধ হওয়ার পর আমি ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলাম। যে আমাকে একসাথে দু'টি আনন্দের অধিকারিনী করেছে—এক জীবনের মুক্তদ্বার আর সত্যিকার ভালবাসা।

এম. আর এল.'র এত দুঃসাহস যে ওরা এসে আমাদের বাসায় খানা খেত। আর সুখী আমি অন্যায় ভুলে গিয়ে ওদের এই জঘন্য ব্যবহার জেনেও, ওদের প্রতি ভদ্র সদয় ভাব দেখাতুম।'

এখন পর্যন্ত কিসলিয়াককের নাম উল্লেখিত হয়নি। প্রত্যেকটি নূতন ছত্রের গোড়ায় ও ভাবছিল যে এইবার আর্কাডি ওর নাম করবে। এই ধরণের একটি গল্পের ছত্রের পর ছত্র শোনার চেয়ে বোধ হয় জলন্ত অংগারের উপর উপবেশন করা সহজ।

'আর্কাডি যেন আমার মমতাময় নার্স। কিন্তু ওর সংগে আমি সত্যি অসুখী ছিলাম।'

আর্কাডির মুখ বিকৃত হয়ে উঠল কিন্তু ও পড়ে চলল—'আশায় ভরপুর, জীবনের প্রতি নূতন বিশ্বাস নিয়ে আমি যাচ্ছি। প্রথমে আমরা যাব ওডেসা—তারপর পুরো দু'মাসের জন্য একেবারে বাইরে।'

'মস্কো জীবনে আর একটি ঘটনার ভিতর দিয়ে আমি চলে এসেছি—সেও আমার চরম নৈরাশ্যের আর রিক্ততার ফলেই। তাও আমাকে কিছু দেয়নি। প্রথম প্রথম আমি ওর মধ্যে কিছু বৈচিত্র্য আছে আশা করেছিলাম—কিন্তু এখন অপ্রমত্ত দৃষ্টিতে দেখছি—'

'এইখানেই চিঠিটি শেষ—' চশমা নামিয়ে কাগজের তাড়াগুলি সরিয়ে রেখে আর্কাডি বলে। 'এই শেষ'—অধীরভাবে প্রশ্ন করে কিসলিয়াকফ, যেন কে ওকে বললে যে বিচারে রায় দেওয়া শেষ হয়ে গেছে—অথচ ও নিজের নামের উল্লেখ শোনেনি।

'হ্যাঁ—এই সব'—টেবিলের উপর চশমাটা ছুঁড়ে আর্কাডি বলে। ও উঠে পড়ে 'আর কি থাকবে।' ওর শরীর কাঁপতে থাকে।

'তুমি বুঝে নাও যে এম. আর এস. হলে আংকেল মিশা আর লেভচকা। স্মোলনস্কে থাকা কালীন ওরাই আমার 'সর্বপ্রিয় বন্ধু'। আমি জানতাম যে 'বাড়ীর বন্ধু' হিসেবে পরিচিত একদল বদমাইস থাকেই। শিক্ষিত ভদ্র লোকেরা কখনো কখনো এসব কাজও করে থাকেন—কিন্তু সে সময়ত এখন নয় যখন আদর্শের শেষ সত্যটুকু আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে। যেমন তোমায় বলেছি তেমনি ওদেরকেও আমি মন্দিরের কথা বলেছি। ওরা শুনেছিলও। বোঝ তুমি, ওরা শুনেছিল—আর একি নোংরামি—...এখন আমি বুঝতে পারছি যে—যেমন করেই

বলনা কেন—সনাতন সত্য যা, সে আর আমাদের সংগে নেই—বহুদিন হোল তা অপব্যয়িত হয়ে গিয়েছে।'

এমন ভাবে কথা কইল আর্কাডি যেন ও প্রলাপ বকছে। ঘরের ভিতর আর সে পায়চারি করছে না, আহত পশুর মত সারা ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াত লাগল। মোমের আলোয় ওর শরীরের বিরাট ছায়া দেওয়ালে ছাতে পড়েছে। ওর সারা কপাল স্বেদসিক্ত—ওর রুক্ষ চুলগুলি বিস্রস্ত। আলোর শিখা কাঁপলে যেন ওর ছায়া সারা ঘর ছেয়ে ফেলেছে।

'তুমি উপলব্ধি কর বন্ধু—এই সব লোক, যারা সজ্জন বলে পরিচিত—একের পর এক আমার কাছে এসেছে—মাতৃভূমির ভাগ্য নিয়ে আলাপ করেছে—আমারই রুটি খেয়েছে—তারপর ভগবান জানেন কেমন করে আমারই স্ত্রীর সংগে নিশি যাপন করেছে। আর বেশী তুমি কি চাও? আর কতদূর ওরা যেতে পারে?

'শিক্ষিত কোন মানুষের জীবনে এমন ঘটলে সে সর্বাগ্রে নিজেকে প্রশ্ন করবে—'একি হোল আমার? এত বড় ঘৃণ্য কাজ আমি করতে পারলাম অথচ তার পংকিলতাটুকু বোধ করলাম না। জীবনের যেন স্প্রীং আমার তুমড়ে গেছে। আর এরা, বিশ্বাস কর—এরা সেই স্প্রীংয়ের কথা অনুভব করে—চিন্তা করে না। হয়ত পারস্পরিক বন্দোবস্ত অনুযায়ী ওরা তামারাকে সম্ভোগ করেছে—ভগবান—ভগবান, মানুষের হীনতা কতদূর যেতে পারে?'

করতল দিয়ে চোখ চাপা দেয় আর্কাডি ওর মুখের কুঞ্চন আবার প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। তারপর অধীর দ্রুততার সংগে সে পুনরায় বলে—

'এই কঠিন প্রশ্ন যখন মানুষ আপনাকে করতে না চায় তার

অর্থ এই দাঁড়ায় যে তার পক্ষে সব শেষ হয়ে গেছে। সেই ত চরম অবস্থা—নিজের কবরের উপর আত্মার শেষ লীলা।'

'তুমি বোধ হয় অতিশয়োক্তি করছ'—কিসলিয়াকফ বলে।

'অতিশয়োক্তি কেমন করে?'—নতুন শক্তি নিয়ে আর্কাডি চীৎকার করে ওঠে—'বন্ধু—আত্মার মেন স্প্রীং যখন ভগ্ন—নিজের জীবনের আদর্শ নীতি যখন লুপ্ত—মানুষ তখন কেমন করে বাঁচবে? বল, কি নিয়ে বাঁচবে? নিজের বিজ্ঞান সাধনা নিয়ে আমি আর বাঁচতে পারি না—কারণ আমি জানি, আমি বুঝতে পারি যে আমাদের দিন শেষ হয়ে গেছে-। ভবিষ্যৎ নতুন জাতির অধিকারে—বলছি—ভিন্ন গোত্রের জাতি। তারা শ্রমিক—তারা অন্য গোত্রীয়—আমাদের সংগে কোন সাদৃশ্য নেই তাদের। তাদের বিশ্বাসের মূলই ভিন্ন—আর সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুই করবার নেই। ইঁদুরকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি কিন্তু যে মানব শ্রেণীর মেন স্প্রীং দুমড়ে গেছে তাকে ত আর নবজন্মে জাগ্রত করতে পারি না। সে একেবারে

'এই সব. ঘটনা'—চিঠিটার দিকে কম্পিত অংগুলি নির্দেশ করে আর্কাডি বলে—'এই ধরণের ঘটনা প্রমাণ করে দেয় যে মেন স্প্রীং বেঁকে চুরে গেছে। আমি একথা বলব না যে তুমি আমার যেমন বন্ধু এম্. আর এস.ও আমার তেমনি বন্ধু। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তেমন হয়ে ওঠেনি—তবু ওরাও আমার বড় প্রিয় ছিল, ব্যগ্র বাহু দিয়ে যাদের আমি অভ্যর্থনা করেছি। ওরা ত জানত যে তামারাই আমার শেষ আশা। ওরা ত জানত যে মানুষের ভাষায় প্রকাশের অতীত আমি তাকে ভালবাসতাম—ভালবাসতাম অকলংকিত মহৎ প্রেমের বোধে আর ওরা—হায় ভগবান। এর শেষ কোথায়? শেষ কি

এই ? তুমি বুঝতে পারছ ? এর শেষ নেই।' বন্ধুর সামনে দাঁড়িয়ে বেপথু দৃষ্টিতে আর্কাডি বন্ধুর মুখের দিকে চায়।

'তুমি কিছু জানতে পারনি ?'

'মোটেই না। এ আমার মাথায় কখনো ঢোকেনি, ওদের প্রতি এমন সরল ভংগিমা নিয়ে থাকত তামারা। ওদের সংগে সাক্ষাৎ করত বন্ধুর মত, আত্মীয়ের মত। তুমি বলে সম্বোধন করত। ছেলে-বেলার বন্ধু অথবা ভাইকে দেখলে যেমন লোকে করে তেমনি ও তাদের আলিংগন করত। শুধু কখনো কখনো এই আমার আশ্চর্য লাগত যে ওদের আসার সময় তামারা আমাকে বাড়ী ছাড়া করবার ছল খুঁজত। এই সব সময় যে কোরেই হোক—সব রকম জিনিষ কেনার প্রয়োজন হয়ে পড়ত। কিন্তু আমি—আমি কখনো কিছুই দেখিনি। প্রতারণা করার সব রকম পথ আমি ত জানতাম না—কখনো নিজেকে তাতে লাগাইনি ত।'

সব শক্তি যেন হারিয়ে ফেলে—ও টেবিলের কাছে বসে।

'একথা আমি বলতে চাইনে যে তুমি আমার যেমন বন্ধু ওরা তেমন পর্যায়ের বন্ধু ছিল। বহু একান্ত পরিচিতের মধ্যে মানুষের একটিই বন্ধু থাকে। জীবনে একটি মাত্র এমন সম্বন্ধ থাকে যা মহৎ চিন্তাকে জাগ্রত করে—প্রাণবন্ত সব আদর্শকে বরণ করে। একমাত্র তুমিই আমার তেমনি বন্ধু কিন্তু এই আমার ভাগ্য যে জীবন সৃষ্টি করার আদর্শ না তুলে ধরে আমি মৃত্যুকে আনলাম। কিন্তু তবু এখনই আমার একজন বন্ধুর প্রয়োজন। এমনি ধারা মৃত্যু—এমনি ধারা মহৎ মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিঃসংগ বোধ করা বোধ করি সব থেকে কষ্টকর। তুমি আমার কতখানি হয়ত বুঝবে। আমার শেষ নির্ভর—'

অনড় হয়ে টেবিলে কনুই রেখে হাতে মুখ ঢেকে আর্কাডি কিছুক্ষণ বসে থাকে।

সব দৃশ্যটুকুতে এমনি একটা প্রমত্ত, একটা ভীতিব্যঞ্জক ভাব জড়িয়ে আছে। হয় আর্কাডির আকৃতির অধীর ব্যঞ্জনায় নয়ত অন্ধকার জানালার ধারে একটি মাত্র মোমের বাতির পাণ্ডুর আলোয়। আর জানালার বাইরে শরতের বাতাস গাঁ গাঁ করে ফিরছে—রিক্ত বাতাস শণ শণ করছে।

করতল দিয়ে ঢাকা আর্কাডির মুখ থেকে হঠাৎ হাসি ফেটে পড়ল।

সে হাসি শুনে ক্রিসলিয়াকফ কেঁপে ওঠে—ভীত হয়।

হাসি চলতে থাকে ওর। তারপর যখন আর্কাডি নিজের আবরণ সরায় ওর মুখ দেখে মনে হয় যেন একটি প্রাণহীন প্রকাশহীন মুখোস। ওর মুখের নিম্নভাগ শুধু হাসে।

'আজ আমার জন্মদিন পয়লা অক্টোবর, ভাবত'—ও বলে 'ভাবত একবার যে আমার সব বন্ধুদের মধ্যে শুধু তুমিই তার প্রেমিক ছিলে না। শুধু এই চিন্তাই উন্মাদ করে দেয়—শুধু তুমি একজনই।'

সহসা করিডরে একটি স্ত্রীলোকের পদধ্বনি শোনা যায়।

যে কারণেই হোক দুই বন্ধুই পাংশু হয়ে যায়। কৌতূহলী অথচ ভয়াতুর দৃষ্টিতে দু'জনেই দরজার দিকে ফেরে।

দরজা খোলে। চৌকাঠের ধারে দাঁড়ায় তামারা, হাতে যন্ত্র চালিতের মত ও একটা কাগজে মোড়া পার্শ্বেল বহন করছে। যেন কেউ ওর হাতে সেটা ঠেলে তুলে দিয়েছে—আর তেমনই রয়েছে। শ্রান্ত হয়েই যেন ও দরজার ধারে এলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নিঃশব্দ তিনজনেই।

হঠাৎ যেন সদ্যজাগা দৃষ্টিতে তামারা দুই বন্ধুর দিকে চায়—তারপর পার্শেলটি ফেলে দিয়ে শয়ন ঘরে ছুটে চলে যায়।

ওরা দুই বন্ধু আড় হয়ে বসে থাকে।

আর্কাডি ওঠে—তারপর পার্শেল কুড়িয়ে নিয়ে খুলে ফেলে। তিন জোড়া সিল্কের মোজা রয়েছে তার ভিতর। নির্বোধ চাউনি দিয়ে আর্কাডি সেইগুলির দিকে চেয়ে থাকে।

ছুটে শয়ন ঘরে যায় কিসলিয়াকফ। কিন্তু যে মুহূর্তে ও দরজার অন্তরালে অদৃশ্য হয়, ভিতর থেকে একটা অমানুষী চীৎকার আসে—আর সেই সংগে কোমল অথচ ভারী একটা পতনের শব্দ হয়।

কিসলিয়াকফ ছুটে বেরিয়ে আসে। একটা ভয়ার্ত দৃষ্টি ওর চোখে। জানলা থেকে বাতিটা তুলে নেয় ও। ওরা দুজনে যখন ঘরে প্রবেশ করে—দেখতে পায়—উঁচু পিঠ ওয়ালনট চেয়ারের কাছে মেঝেতে পড়ে আছে তামারা—ওর দুটি হাত বুকের কাছে ধরা—সারা শরীর অদ্ভুত ভাবে দোমড়ান। ওর বুকের তলা থেকে রক্ত গড়িয়ে আঁকা বাঁকা হয়ে মেঝেতে জমে গেছে। সেই ককেশিয়ান ছোরাটি আর্ম চেয়ারের নীচে পড়ে আছে। বুকের বাঁদিকে বিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল সেটা।

সহসা যেন দৈববাণীর মত কিসলিয়াকফ শুনতে পায়—ওর মস্তকের ভিতর মালারের কথাগুলি উচ্চারিত হয়ে ওঠে—

'যে কোন রাশিয়ান মেয়েকে তিন জোড়া সিল্কের মোজার বিনিময়ে কিনে নেওয়া যায়।'